হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড - এর

দি আইভরি চাইল্ড

রূপান্তরঃ মহিউল ইসলাম মিঠু

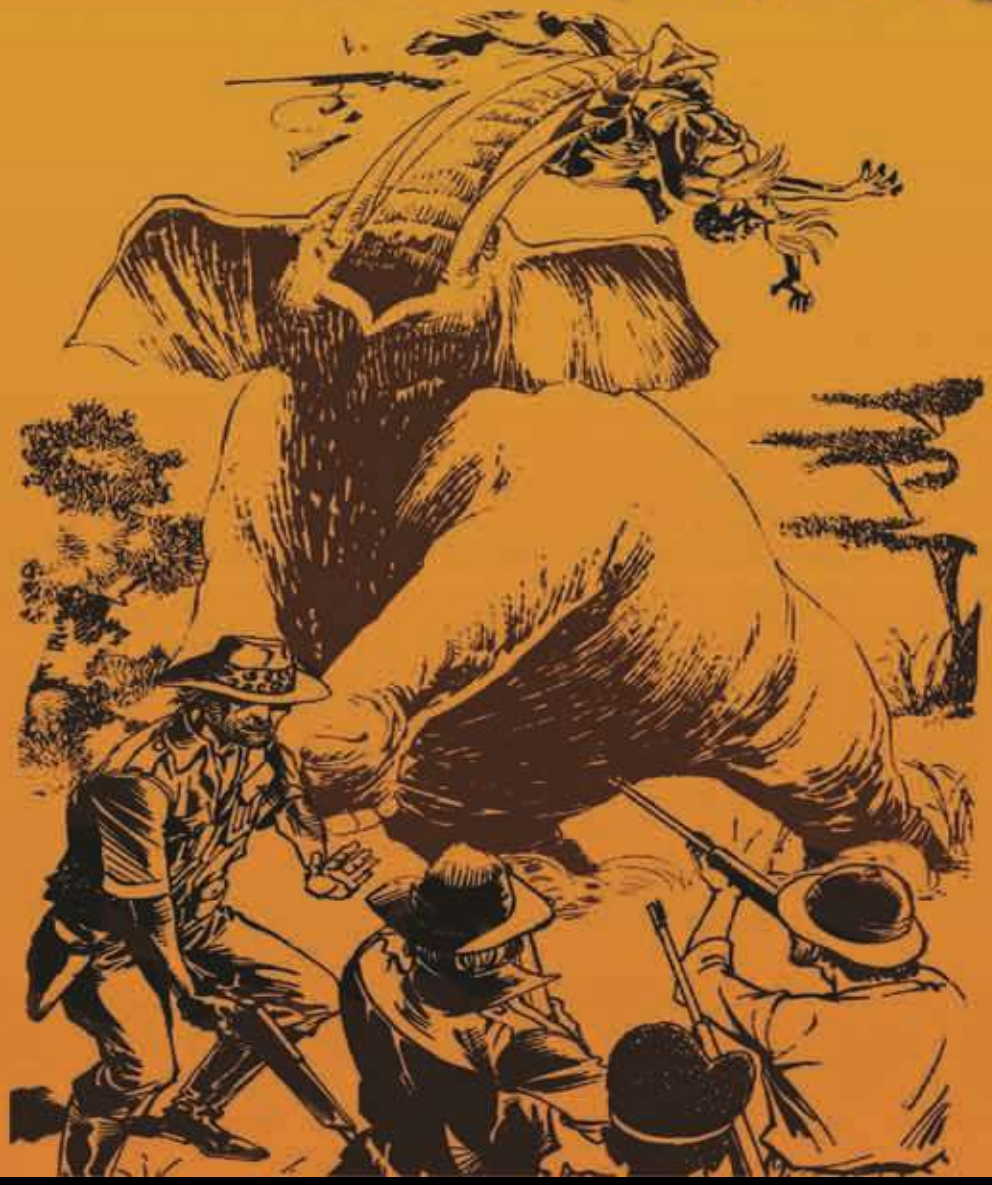

দি আইভরি চাইল্ড

মূলঃ হেনরি রাইডার হেগার্ড

রূপান্তর- মহিউল ইসলাম মিঠু

কাহিনি সংক্ষেপঃ

শিকারী কোয়াটারমেইন এবার ইংল্যান্ডে। বন্ধুত্ব হল রিয়েল লাইফ হিরো লর্ড র‍্যাগনালের সাথে। অ্যালানকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌঁছে গেল হোয়াইট ক্যান্ডাদের দুই পুরোহিত। ঘটনা ঘটল আরো কয়েকবছর পরে। বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে হল এবার শিকারীকে সদলবলে। বন্ধু র‍্যাগনালের প্রেমকে বাঁচাতে আবার সে বের হল অভিযানে। জড়িয়ে পড়ল জাতি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এক যুদ্ধে। কিন্তু এদিকে যাদু করা হয়েছে তাকে, বিখ্যাত শিকারী এবার ঠিকমত শ্যুট করতে পারছে না শত্রুকে। জানার দাঁতের গুতোয় মরতে বসল অ্যালান।

ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, বন্ধুত্ব, ফ্যান্টাসি, অ্যাডভেঞ্চারে ভরা হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের এ আরেক অপূর্ব সৃষ্টি। পড়া শেষে মন খারাপ করা এক ভালো উপন্যাস পড়ার অনুভূতি ঘিরে রাখবে আপনাকেও, ঠিক আপনার প্রিয় অ্যালান কোয়াটারমেইনের মত। যাদের মন বেশি নরম তারা কেঁদে ফেলবেন জানি। রাজি থাকলে চলে আসুন।

উৎসর্গ,

জনি আপু,

ওকে কখনও বলা হয়নি যে, ও আমার আরেকটা মা।

টিটু,

ওকে দেখলে মনে হয়..... আর দরকার নাই।

সূচীপত্র

১...শ্যুটিং শেখানো
২...বাজি
৩... মিস হোমস
৪... হারুত আর মারুত
৫...দি প্লট
৬...বোনাফাইড গোল্ড মাইন
৭...লর্ড র‍্যাগনালের কাহিনী
৮...অভিযানের সূচনা
৯... মরুতে মুখোমুখি
১০...আক্রমন
১১...ধরা পড়ল অ্যালান
১২...প্রথম অভিশাপ
১৩...জানা
১৪...মুখোমুখি
১৫...গুহাবাসী
১৬... হাঙ্গের চাবি চুরি
১৭...মন্দির আর শপথ
১৮...রাজকার্য
১৯...কোয়াটারমেইনের মিস
২০...অ্যালানের কান্না
২১...বাড়ির পথে
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনী
নতুন বই
আজব প্রকাশনের পেছনের কথা

১...শ্যুটিং শেখানো...

আমি, অ্যালান কোয়াটারমেইন, এ জীবনে এত এত অ্যাডভেঞ্চারে করেছি যে এ জীবনকে কোনভাবেই গৃহস্থালি জীবন বা রস -কষহীন জীবন বলা যাবে না। আর আজ কলম হাতে নিলাম,জীবনের সবচেয়ে আজব অভিযানগুলোর গুলোর একটা লিখব বলে।

এই কাহিনীর সাথে জড়িয়ে আছে ব্ল্যাক কেন্ডা আর হোয়াইট কেন্ডারা, তাদের হস্তীদেবতা, সর্পদেবতা। জীবনে আমি এত বড় হাতি বা সাপ আর দেখিনি। মাঝে মাঝে নিজের কাছেই অবাস্তব মনে হয়। শুধু অবাস্তবই না অকল্পনীয়ও। শুধু এটুকুই বলব, যত যাই মনে হোক আমি কিন্তু সত্যিই দেখেছি। বাকিটা পাঠকরা বিচার করবেন।

হারুত আর মারুত আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কেন্ডাল্যান্ডে। ঐশ্বরিকভাবে নাকি তাদের বলা হয়েছিল, একমাত্র আমিই পারব জানা বধ করতে। সেজন্যেই নিয়ে গিয়েছিল।

এখন আর কোন কথা নয় সরাসরি কাহিনী।

ইংল্যান্ডে স্ক্রুপ নামে আমার এক বন্ধু আছে। "দ্য হোলি ফ্লাওয়ার" নামে আমার আরেক কাহিনীতে আমি ওর কথা বলেছি। ইংল্যান্ডে গিয়ে কিছুদিন এসেক্সে স্ক্রুপের বাড়িতে ছিলাম। সেখানেই লর্ড র‍্যা গনালের কথা প্রথম শুনলাম। তার সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছুই বলা হল। তি নি নাকি সুদর্শন, ভালো ছাত্র, ভালো খেলোয়াড়, হাউস অব লর্ডসের প্রতিশ্রুতিশীল বক্তা। তাছাড়াও ভালো শিকারি, ইন্ডিয়াতে গিয়ে বাঘ-সিংহ শিকার করেছেন। ছদ্মনামে কয়েকটা বই লিখেছেন। চাকুরী ছাড়ার আগে সেনাবাহিনীতে ও নাকি নাম করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি অসম্ভব ধনী। জমিদারী ছাড়াও উত্তর ইংল্যান্ডে কয়েকটা কয়লা খনি আর একটা আস্ত শহরেরই মালিক।

"হায় হায়, তিনি দেখা যায় তো খালি সোনার চামুচ না সোনার চামুচের পুরা প্যাকেট মুখে নিয়ে দুনিয়ায় এসেছেন! বিয়ে-টিয়ে করেছেন?" সব শুনে জিজ্ঞাসা করলাম।

"সেই জায়গাতেও এ লোক ভাগ্যবান। তিনি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তার মত সুন্দরী, মিষ্টি, বুদ্ধিমতী মেয়ে ইংল্যান্ডে আর একটাও নেই।" বললেন মিস ম্যানার। স্ক্রুপের বাগদত্তা।

সব শুনে ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হবার একটা ভালো রকম ইচ্ছে জাগল।

তাই পরদিন সকালে আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল র‍্যাগনাল ক্যাসল দেখতে চাই কিনা তখন সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম। ক্যাসলের চেয়ে ক্যাসলের মালিকের প্রতি আমার আগ্রহ বেশী। ডিসেম্বরের সুন্দর সকাল, দেরী না করে রওনা হলাম। ক্যাসলে পৌঁছে জানলাম লর্ড শ্যুটিং প্র্যাকটিসে গেছেন পার্কে। স্ক্রুপ জানাল সে পার্কে গিয়েও তার সাথে দেখা করিয়ে দিতে পারবে। তিনজনে ভেতরে ঢুকলাম। মিস ম্যানারও

আমাদের সাথে এসেছেন। দাড়োয়ানের সাথে মূল দরজা পর্যন্ত গেলাম। সেখানেই প্রথম দেখা হল সেভেজের সাথে। দাড়োয়ান ফিস ফিস করে বলে দিল, সেভেজ হল লর্ডের ব্যক্তিগত সহকারী।

সে কালো মর্নিং কোট পড়েছে। সুদর্শন, সুন্দর নাক, ঈগলের মত চোখ। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। সেভেজের সাথে লর্ড র‍্যাগনালের স্টাডি দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেয়ালে একটা ছবি টানানো দেখালাম। ছবির উপরে পর্দা টানানো।

সেভেজকে ওটার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে বলল, "লর্ডের ভাবী স্ত্রীর পোর্ট্রেট।"

ভাবলাম ভাবী স্ত্রীর ছবি ঢেকে রাখার মানে কি। মিস ম্যানার একটা চাপাহাসি দিয়ে কিছু একটা বলল।

ক্যাসলের চত্বরে আসতেই কয়েকটা ময়ূর চোখে পড়ল। ওদের বসে থাকার স্টাইল দেখে মনে হল, ওরা জানে প্রাসাদটা অলংকৃত করতেই ওদের রাখা হয়েছে। গুলির শব্দ পেলাম। প্রায় পাঁচশ গজ দূরে আইলাক্সের ঝোপের ওপাশ থেকে আসছে। শব্দ শুনে ছোট রাইফেল মনে হল।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই দুজনকে দেখলাম। একজন গান কীপার, আর একজন যে লর্ড র‍্যাগনাল সেটা এত দূর থেকেও বুঝতে পারলাম। তার ব্যক্তিত্বই বলে দিচ্ছে। প্রিন্স চারমিং টাইপ চেহারা, লম্বা...। এক কথায় সুদর্শন। পরে আস্তে আস্তে বুঝলাম যা শুনেছিলাম মোটেও ভুল বা বেশি শুনিনি।

একটা ওক গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের জংলী কবুতর শিকার করা দেখছিলাম। কবুতরগুলোর জন্য ওকের বীজ ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর খাবারের লোভে কবুতরগুলো নেমে আসছিল। শিকারি দুটো ব্যারেল খালি করল। পায়রাও উড়ে গেল।

"ধ্যাত! বার নম্বরটাও মিস।" হাসতে হাসতে বললেন লর্ড ।

"শটটা লেজে লেগেছে, মাই লর্ড। আর তাছাড়া আমার মনে হয়না উড়ন্ত অবস্থায় ওই জংলী কবুতর মারতে পারবে এরকম কোন শ্যুটার দুনিয়ায় আছে।" সহকারি বলল।

"আছে চার্লস, আছে। মি স্ক্রুপের এক বন্ধু আছে আফ্রিকায়, তার চারটা শ্যুটের তিনটাই নাকি লাগে।"

"তাহলে মাই লর্ড, বুঝতে হবে মি স্ক্রুপের একজন মিথ্যুক বন্ধুও আছে। "

এই কথা শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না । একটু এগিয়ে গিয়ে ভদ্রতা করে হ্যাটটা একটু তুলে বললাম, "বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, স্যার, আমার ধারণা আপনি ঠিক মত স্যুট করছেন না, বা করতে পারছেন না। আপনি যতটা ভাবছেন কবুতরগুলো তার চেয়ে দ্রুত নামছে। শেষ দুবার যে শ্যুট করেছেন, গুলি কবুতরটার অন্তত এক ফুট ওপর দিয়ে গেছে। "

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর গান-কীপার নীরবতা ভাঙ্গল।

"তাহলে বোধ হয় আপনি একটু চেষ্টা করে দেখতেই পারেন। " একটু টিটকিরি শোনা গেল ওর কণ্ঠে।

"হ্যা। আমি ছোট এই রাইফেলটা দিয়ে একটাও মারতে পারিনি এখনও। আপনি কি একটু দেখিয়ে দেবেন? আমিও একটু প্র্যাক্টিকেল শিখতে পারব, আর কি ।" একটু খোঁচা মারা গলায় র‍্যাগনাল বললেন।

"রাইফেলটা দিন।"

একটু বো করে রাইফেলটা আমাকে দিলেন র‍্যা গনাল।

রাইফেল হাতে নিয়ে হঠাৎ মনে হল যদি মিস হয়, চার্লসের বিদ্রুপ মাখা দৃষ্টি, র‍্যাগনালের হাসি চোখের সামনে ভেসে উঠল। মেজাজ খারাপ! আর ইংল্যান্ডের জংলি কবুতরের হাব ভাব জানি না তাই মিস হওয়ার সম্ভাবনা আছেই।

"স্যার, মাই লর্ডকে শেখানোর সময় চলে এসেছে।" চার্লস বলল।

দুটো কবুতর দেখা গেল। একটার একটু পেছনে আরেকটা। একটা মোটামু টি পঞ্চাশ আরেকটা সত্তর গজ দূরে। প্রথমে কাছেরটাকে নিলাম। গুলি করলাম। প্রথমটা পড়ল। বিপদ বুঝেই দ্বিতীয়টা সোজা উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। দ্বিতীয় ব্যারেল খালি করলাম। এবার বেচারার মাথাই উড়ে গেল। আরেকটা রাইফেল নিলাম। চার্লস একটার পর একটা রাইফেল লোড করছিল।

আরো দুইটা দেখতে পেলাম। এবার প্রথমে কঠিনটাকে বেছে নিলাম। গুলি লাগল ওটার লেজে। লেজ না থাকায় কবুতর পাখা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে মাটিতে পড়ল। আরেকটার দিকে রাইফেল ঘুরালাম ট্রিগার চাপলাম। ব্যারেল খালি। ক্লিক একটা শব্দ হল।

চার্লসের উপর ঝাল ঝাড়ার মোক্ষম সুযোগ। বললাম, "ইয়াং ম্যান, রাইফেল ভয়ংকর যন্ত্র, সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। তুমি যদি লোড না করেই কারো হাতে দাও, তাহলে তো..... "এরপর র‍্যাগনালের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তৃতীয় শটটার জন্য দুঃখিত। আমি আপনাকে এরকম ভুলের কথাই বলতে চাইছিলাম। আর এখন মনে হয় আপনার সহকারী কবুতরের লেজ আর ওকের পাতা র পার্থক্য বুঝতে পারবে।" লেজ উড়ে যাওয়া কবুতরটা তখনও মাটিতে লাফালাফি করছে।

ঠিক সেই সময় স্ক্রুপের গলা শোনা গেল।

"আমার এক বন্ধু আপনাকে গুড মর্নিং জানিয়েছেন।" আমি বললাম।

"এক সেকেন্ড, স্যার, আপনার নামটা? আমি র‍্যাগনাল... লর্ড র‍্যাগনাল।"

"আমি অ্যালান কোয়াটারমেইন।"

"ওহ! চার্লস, যার কথা বলছিলাম ইনিই মি স্ক্রুপের সেই বন্ধু, তোমার বোধহয় সরি বলা উচিত।" অপ্রস্তুত কিন্তু আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন র‍্যাগনাল।

কিন্তু চার্লস নাই। কবুতর তুলে আনতে গেছে বোধহয়। স্ক্রুপ আর মিস ম্যানারও চলে এল কাছে। লর্ড র‍্যাগনাল স্ক্রুপকে বললেন,"মি কোয়াটারমেইন আমাকে ছোট বোরের রাইফেল দিয়ে উড়ন্ত কবুতর মারা শেখাচ্ছিলেন।"

"হুম, শ্যুটিং শেখানোর জন্য তিনি একদম সঠিক লোক।" হেসে বলল স্ক্রুপ।

হাসতে হাসতেই লর্ড র‍্যাগনাল বললেন, "মি কোয়াটারমেইন, কাল আমরা দল বেধে পাখি মারতে যাচ্ছি। যদি সময় থাকে, আপনি আমাদের সাথে আসলে ভালো লাগবে।"

"ধন্যবাদ কিন্তু আমার কাছে কোন বন্দুক নেই।" বেশ স্পষ্ট করেই বললাম কারন আমার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না।

“সেটা নিয়ে ভাববেন না। আমার কাছে দুটো ব্রিচ লোডার আছে। ফেরত দেয়ার জন্য আলাদা করে রেখেছি। মনে হয় আপনার পছন্দ হবে।”

তখন আমার কাছে রাজি হওয়া ছাড়া আর কোন অপশন থাকল না।

“সরি স্ক্রুপ আপনাকে ডাকতে পারছিনা। আমাদের কাছে আর অতিরিক্ত কোন বন্দুক নেই। কিন্তু আশা করি আপনি আর মিস ম্যানার রাতে ডিনারটা আমাদের সাথে করবেন আর রাতটা আমার বাড়িতেই থাকবেন। আপনার বাগদত্তার সাথে আমার বাগদত্তার পরিচয়টা করিয়ে দিতে পারলে ভালো লাগবে।”

আমরা বললাম, আমাদেরও ভালো লাগবে।

সবকিছু সেরকমই ঠিক হল। ফেরার সময় সাড়ে তিনশ কার্তুজের একটা অর্ডার দিলাম। আমার তো মনেই ছিল না। একটা বন্দুকের দোকান দেখে মনে পড়ল। আমি একশর অর্ডার দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু র‍্যাগনালের সাথে যাচ্ছি শুনে দোকানদারই সাড়ে তিনশর কথা বলল।

২... বাজি

পরদিন স্ক্রুপ আর আমি সকাল সোয়া দশটায় র‍্যাগনাল ক্যাসলে পৌঁছলাম । আসার পথে কার্তুজ নিয়ে নিয়েছি । গাড়ি থেকে নামার পর দেখলাম চার্লস একটা বন্দুক নিয়ে আমাদের দিকেই আসছে।

"আমি কি মি অ্যালান কোয়াটারমেইনের সাথে কথা বলছি?"কথাটা শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ।

"তাই তো মনে হয়।"

"তাহলে স্যার, মাই লর্ড আপনাকেই এই বন্দুক দিতে বলেছেন ।" তারপর বন্দুক যত্ন করে ব্যবহার করার ব্যাপারে একটা লেকচার শুরু করল । কিন্তু থামিয়ে দিলাম ।

"ধন্যবাদ, মি কীপার । মনে হয় বন্দুকের ব্যাপারটা আপনার চেয়ে ভালই জানি ।"

এবার লাল ওয়েস্টকোটওয়ালা শুরু করল, " বন্দুকে কোন সমস্যা নেই, স্যার, ফার্স্টক্লাস জিনিস এটা। আপনার কাজ শুধু এটাকে ধরে থাকা বাকিটা এ নিজেই করবে । আর নিচের পাখিগুলা ছেড়ে দেবেন...ব্লা ব্লা ব্লা .....।"

"থামো। লেকচার বন্ধ। নিজের কাজ করো।" বেশ রাগ করে বললাম ।

"জেকলিন, অতিথিদের শ্যুটিং শেখানো তোমার কাজ না।" লর্ড র‍্যাগনাল চলে এসেছেন।

"কিছু মনে করবেন না মি কোয়াটারমেইন, এই গাধাগুলা সারাজীবন গাধাই থাকবে। চলুন এগোই । চার্লস আপনার বন্দুক-কার্তুজ নিয়ে আসবে।"

ক্যাসলে গিয়ে র‍্যাগনাল তার দল-বলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মজার ব্যাপার হল তার মধ্যে পরিচিত একজন বেরিয়ে পড়ল। সত্যি কথা বলতে, আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল প্রায় বারো বছর আগে, চেহারাই ভুলতে বসেছিলাম। একবার ভাবলাম ভুল করছি। কিন্তু পরে মনে হল ওই ছোট ছোট কুতকুতে চোখ, বাহারি নাক ভ্যান কুপ ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না। এক সময় সারা দক্ষিন আফ্রিকায় সাড়া জাগানো ভন্ড ছিল ভ্যান কুপ। সে আমারও প্রায় £২৫০ মেরে দিয়েছিল। এই পরিবেশে আমরা দুজনের কেউই কাউকে আশা করিনি। বার বছর আগে হুমকি দিয়েছিলাম যদি ওকে সামনে পাই তাহলে গুলি করে মারব। আমার মনে হয়, ওর দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়ার কারণগুলোর মধ্যে এটাও একটা।

"আরে, অ্যালান কোয়াটারমেইন না?" কুপ বলে উঠল।

"হ্যা। তোমাকে দেখে যে কি খুশি লাগছে! তোমার লাগছে না, মি ভ্যান কুপ? " খোঁচাটা দিতে ইচ্ছে করল।

"আমার মনে হয়, একটু ভুল হচ্ছে কোথাও। ইনি স্যার জুনিয়াস ফসটেস্কু ।" আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন লর্ড র‍্যাগনাল।

"কই আমি তো কখনও এনাকে এই নামে ডাকতে শুনিনি!" আমি ফোঁড়ন কাটলাম।

লর্ড র‍্যাগনাল এগিয়ে গেলেন। বোঝা গেল তার এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই বা থাকাটা ভদ্রতা মনে করলেন না। আর ভ্যান কুপ এগিয়ে আসল। আস্তে আস্তে বলল,

"শেষ দেখা হওয়ার পর আমার চারপাশের অনেক কিছু ই বদলে গেছে।"

"সেরকমই তো লাগছে।" আবার একটু ফোঁড়ন কাটলাম, "কিন্তু আমার তেমন বদলায়নি। আগের মতই আছে। এখন যদি আমার পাওনা টাকা তুমি ভদ্রলোকের মত সুদ সমেত ফেরত না দাও, তাহলে বোধহয় তোমার চারপাশটা আবার বদলে যাবে।"

"ওহ অ্যালান আপনাকে তো বলেইছি, ওই টাকার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

"তোমার অতীত যা জানি তা নিয়েও নিশ্চয়ই সন্দেহ আছে? কিন্তু যখন প্রমাণসহ সবাইকে তোমার অসাধারণ গল্প শোনাব তখন মনে হয় না অন্যদের আর সন্দেহ থাকবে।"

একটু চুপ থেকে ও বলল, "শুনুন মি কোয়াটারমেইন, আপনি শিকারি হিসেবে বিখ্যাত, তাই চলুন একটা বাজি হয়ে যাক। আজ যদি আপনি আমার চেয়ে বেশি পাখি মারতে পারেন আর সাউথ আফ্রিকার আমি সম্পর্কে মুখ বন্ধ রাখেন তাহলে আমি সুদ সহ আপনার টাকা ফেরত দেব ।"

এবার আমি চুপ। ভাবলাম ওর অতীতের কথা বলে বেড়ানো আমার স্বভাববিরুদ্ধ হবে, আর তাতে কোন লাভও নেই। তার চেয়ে £২৫০ ফেরত পেলে কাজে দেবে। তাই রাজি হয়ে গেলাম।

"কোন বাজির ব্যাপারে কথা হচ্ছে নাকি, স্যার জুনিয়াস? " লর্ড র‍্যাগনাল এগিয়ে আসতে আসতে বললেন।

"অনেক লম্বা কাহিনী, ছোট্ট করে বললে আফ্রিকায় গিয়ে আমার আর মি কোয়াটারমেইনের মধ্যে £৫ নিয়ে একটা ঝামেলা হয়। সেটারই একটা সেটেলমেন্ট বলতে পারেন। আজ যদি মি কোয়াটারমেইন আমার চেয়ে বেশি পাখি মারতে পারেন তাহলে তিনি সেই টাকা ফেরত পাবেন।" বলল ভ্যান কুপ। মনে পড়ে গেল, গল্প ফাদায় ভ্যান কুপ এক বিরাট প্রতিভার নাম ।

আমি আর কিছু বললাম না। সত্যি কথা বলতে, আমার বেশ লজ্জা লাগছিল লর্ডের সামনে। লজ্জায় মরার দশা যাকে বলে আর কি...।

তারপর আমি আর লর্ড র‍্যাগনাল সামনে হাঁটতে শুরু করলাম।

"আপনি কি আগে থেকে স্যার জুনিয়াসকে চিনতেন? "

"আমি ভ্যান কুপকে চিনতাম বারো বছর আগে। কয়েকদিন পরই উধাও হয়ে যায় । সাউথ আফ্রিকায় তো সে বিখ্যাত লোক।"

"দশ বছর আগে এখানে আসে। এসেই ভালো সম্পত্তি কেনে। তিন বছর আগে ব্যারোনেট হয়েছে।" [ব্যারোনেট-ইংল্যান্ডের খেতাব, পদমর্যাদায় ব্যারনের নিচে নাইটের উপরে]

"ভ্যান কুপের মত লোক ব্যারোনেট হয় কেমনে? " বেশ অবাক হয়ে বললাম।

"হয়নি, কিনেছে। আমার তো অন্তত তাই মনে হয়। লোকটাকে আমারও পছন্দ হয় না। আজ যদি আপনি ওকে হারিয়ে আপনার £৫ উদ্ধার করতে পারেন, তাহলে আমি খুশি হয়ে আপনাকে আরও £৫০ দেব। বলেই রাখছি, লোকটার কিন্তু ফিজন্ট শিকারে হাত আছে। অবশ্য সেই জন্যেই ওকে ডাকা।"

“সে সম্ভাবনা কম। এর আগে আমি কখনও ফিজন্ট মারিনি। স্বভাব চরিত্রও ভালো জানি না। কিন্তু অন্তত আপনাকে খুশি করার জন্য হলেও চেষ্টা করে দেখব।”

তারপর ফিজন্ট শিকারের কয়েকটা টিপস দিয়ে গুড লাক জানালেন র‍্যাগনাল।

দশ মিনিট পর খেলা শুরু হল। সাত জন শিকারি বন্দুক হাতে প্রস্তুত। প্রথমে ভ্যান কুপই একটা মারল। আমারও প্রথম শটটা লাগল। কিন্তু পরেরটা মিস করলাম। ততক্ষনে কুপ আরো দুটোকে আকাশ থেকে নামাল।

স্ক্রুপ মাথা নাড়তে লাগল। চার্লসকেও দুঃখিত মনে হল। মনে হয় প্রতিযোগিতাটা তার মাস্টারের সাথে না বলে এখন তার সমর্থনটা আমার দিকে। এটাও বোঝা গেল, কুপকে এখানে খুব বেশি মানুষ পছন্দ করে না।

“ওই যে আরেকটা।” একটা ফিজন্টকে দেখিয়ে বলল স্ক্রুপ।

পাখিটা অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল। ভ্যান কুপের সহ তিনটা বন্দুক চলল। কোনটাই ওটাকে ছুঁতে পারল না। তারপর আমি ফায়ার করলাম। র‍্যাগনালের উপদেশ মনে রেখে, পাখিটার একটু সামনে। পাখিটা পড়ল পঞ্চাশ গজ ডানে।

ওই শটটা মনে হয় কনফিডেন্স ফিরিয়ে দিল। তারপরেও খাওয়ার বিরতির আগে পর্যন্ত আমি কুপের চেয়ে তিরিশ পিছিয়ে ছিলাম। দুপুরে খাওয়ার সময় কুপ এত বক বক করল যে , লর্ড র‍্যাগনাল সহ কয়েকজন বিরক্ত হয়ে গেল। একসময় কুপ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, “গত বছর আপনার হাতি শিকার কেমন হল?”

“ভালোই।”

“তাহলে হোক কয়েকটা ভালো অভিযানের গল্প! আপনি তো জানেন এখানকার কারোই আমাদের মত বড় প্রানী শিকার করার অভিজ্ঞতা নেই। সবাই বেশ মজা পাবে!”

“আপনার আছে বলেও তো কখন শুনিনি, স্যার জুনিয়াস । যতদূর মনে পড়ে আপনি বলেছিলেন আফ্রিকায় বড় প্রানীর মধ্যে আপনি শুধু ডোবায় আটকা পরা একটা অসুস্থ ষাঁড় মেরেছেন। আর শিকার আমার জীবিকা, আপনার মত খেলা না, ওটা নিয়ে বাহাদুরীও পছন্দ হয় না।”

লাঞ্চের পর আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল । লর্ড র‍্যাগনাল কাছে এসে বললেন, “আজ আমাদের এই দলের সাতশ ফিজন্ট মারার টার্গেট ছিল । মনে হয় পাঁচশ হয়েছে । আমি আজকের মত আর শ্যুট করতে চাচ্ছি না । আর এই আবহাওয়ায় পাখিও কম আসবে । আমরা সবাই মারলে আপনাদের বাজিটা জমবে না । তাই শুধু আপনাদের দুজনকে রেখে বাকিরা ছাড়ছে ।”

“মনে তো হয় না বেশি মারতে পারব।” আমি বললাম। কারন সেরকমই মনে হচ্ছিল।

“আরে না, পারবেন। আপনি এরমধ্যেই অন্য সবার চেয়ে অনেক ভালো ভালো শট নিয়েছেন। শুধু পাখিগুলোর হাল চাল ঠিক মত বুঝছেন না। এক গ্লাস চেরী ব্র্যান্ডি নিয়ে নিন, নার্ভ তামার তার হয়ে যাবে।”

নিলাম চেরী ব্র্যান্ডি। তারপর খেলায় ফেরার পালা। ভ্যান কুপ, আমি দুজনেই জায়গায় আসলাম। কুপ ডানে আমি বায়ে। বেশ কিছু লোকও জমে গেছে । তাদের মধ্যে বন্দুকের দোকানদারকেও দেখলাম। আমার সাথে আছে লর্ড র‍্যাগনাল, স্ক্রুপ, চার্লস আর জেকলিন।

"ওই যে আসছে।"লর্ড রেগনাল আমাকে এক সারি পাখি দেখালেন।

চারটা পাখি সার বেধে আসছে। আমি প্রথমটা শ্যুট করলাম, পড়ল । দ্বিতীয়টাও। আরেকটা লোডেড বন্দুক নিয়ে ঠিক মাথার উপর তিন নম্বরটা আর পেছনে ঘুরে চার নম্বরটা ঘায়েল করলাম ।

"ওরেব্বাস! এই জিনিস প্রথম দেখলাম।" স্ক্রুপ বলল। চার্লস শিস দিয়ে উঠল।

আসলে সত্যি কথা বলতে দ্বিতীয় পাখিটা আমি শ্যুটই করিনি। ভুলে প্রথমটাকেই দুবার করেছিলাম।

হঠাৎ বাতাস খুব বেড়ে গেল। রুক পাখিরা বাসার উদ্দেশ্যে দৌড় দিল। সেগুলোর দুটো নামানোর পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল ঈশ পাখিগুলোর ঘরে ফেরা হল না। রুক শিকার বাদ। হাতের কাছে আরো কয়েকটা পেলেও মারলাম না দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকালেও কেন যেন মনে হল লর্ড র‍্যাগনাল বুঝতে পারছেন মনের কথাটা। এদিকে কবুতর গুলোর অবস্থাও ভালো না। বাতাসের তোড়ে উল্টা পাল্টা উড়তে শুরু করেছে। দেখে গাছের পাতা পড়ার মত মনে হচ্ছিল। বুনো হাস গোত্তা খেয়ে উড়ছে। বেশ কয়েকটা গুলি করলাম। বেশিরভাগই লক্ষ্যভেদ করল।

ভ্যান কুপ জায়গা ছেড়ে এসে বলল, "আবহাওয়া খারাপ আজকের মত শেষ করি। "

আমি কি করতে চাই জানতে চাইলেন লর্ড, আমি বললাম, "আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।"

নিজের প্রেস্টিজ বাঁচাতেই হয়ত কুপ জায়গায় ফিরে গেল।

পরের পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি যেভাবে বন্দুক চালালাম মনে হয় না সেরকম আর কখনও চালিয়েছি। একের পর এক শ্যুট করছি। কারন পাখিরা বাতাসের সাথে ভেসে আসতে শুরু করেছে। বেশি বাতাসের কারনে অসুবিধা হচ্ছিল ভ্যান কুপের। কিন্তু আমার সুবিধা হচ্ছিল । জানিনা কেন যেটাকেই টার্গেট করছি সেটাই পড়ছে। বাতাস যত বেশি হচ্ছে আমার পারফর্মেন্সও তত ভালো হচ্ছে। একবার তো পর পর দশটা গুলি করে ন'টা মারলাম। একসময় বন্দুক এত গরম হয়ে গেল যে ধরাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। পাখি গুলো যে কই কই পড়ল বুঝলামই না। অবশ্য সেজন্য লোক আছে ।

এভাবেই চলল। র‍্যাগনাল বললেন, "এই না হলে বাজি???"

আস্তে আস্তে পাখির পরিমান কমতে শুরু করল। কিন্তু আমার ফর্ম তখন তুঙ্গে । ভালো ভালো শট নিতে নিতে বাজির কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। সেই জন্যই মনে হয় অনেক দূরের একটা পাখি টার্গেট করলাম।

"দুরত্ব খুব বেশি।" র‍্যাগনাল বললেন।

আমি গুলি চালালাম। মাঝ আকাশ থেকে পাখিটা পড়তে শুরু করল। পড়ার পুরো সময়টা তাকিয়ে তাকিয়ে ওর পতন দেখলাম। দর্শকরা আনন্দে হাততালি দিল। জেকলিন বলল, "ওটা যদি একটা মাস্টার-শট না হয়, তাহলে আমার কান কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।" স্ক্রুপ পিঠে থাপড় দিল। কিন্তু এত জোরে যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

র‍্যাগনাল বললেন, “এত মজা আর কোন শ্যুটে এসে পাইনি।” তারপর লোকজনকে সাবধানে দুজনের শিকার আলাদা করে রাখতে বললেন।

শেষ তিরিশটা পাখি মারলাম পঁয়ত্রিশটা কার্তুজ খরচ করে।

খেলা শেষ গোনার পালাও শেষ। লর্ড র‍্যাগনাল বললেন, “জেকলিন স্যার ফরটস্কুর কত গুলো?”

“দুশ সাতাত্তুরটা।”

“আর কোয়াটারমেইনের?”

“একই সমান। দুশ সাতাত্তুরটা।”

“তাহলে তো মনে হচ্ছে আপনার পাঁচ পাউন্ড ফেরত পাচ্ছেন, কোয়াটারমেইন।”মিস্টার বাদ দিয়ে বললেন র‍্যাগনাল।

“আমি বলতে চাই, মি কোয়াটারমেইন ভালো শ্যুট করেছেন ঠিকই, কিন্তু আমার চেয়ে বেশি শ্যুট করতে পারেন নি বোধহয়।” বলল ভ্যান কুপ। হাসি হাসি ভাব করে বলার চেষ্টা করল কিন্তু হাসিটা ফুটল না।

“কোয়াটারমেইন শুধু ভালো শ্যুট করেন নি। আমার দেখা সবচেয়ে ভালো শ্যুটার তিনি। আর কোয়াটারমেইন শেষের দিকে অনেক উপরে যে পাখিটাকে মারলেন সেটা পাওয়া যায়নি। সেহেতু কোয়াটারমেইনই জিতছেন।” র‍্যাগনাল বললেন।

“আমারও তো দুয়েকটা পড়ে থাকতে পারে কোথাও। সেক্ষেত্রে ব্যাগে যত গুলো আছে তত গুলো হিসাব করাই ভালো না?” কুপের প্রতিবাদ।

এই সময় চার্লস আরেকটা লোক সহ ঢুকল। লোকটার সাথে একটা কুকুর আর হাতে একটা ফিজন্ট। চার্লস বলল, “পেয়েছি, মাই লর্ড। স্যার কোয়াটেরমেইন অনেক উঁচুতে যে পাখিটা গুলি করেছিলেন সেটা লেকের পাড়ে পড়ে কাদায় ঢুকে ছিল।”

র‍্যাগনাল পাখিটা হাতে নিয়ে বললেন, “আপনার কথা মেনে নিলেও আবার কোয়াটারমেইনের দিকে পাল্লা ভারী হয়ে গেছে। এবার তো টাকাটা দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবেন, নাকি?”

“আবার আমায় প্রতিবাদ করতেই হচ্ছে। কিভাবে বুঝলেন ওটা মি কোয়াটারমেইনেরই ফিজন্ট? প্রতিবাদটা টাকার জন্য না, প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু হওয়ার জন্য।” কুপের ঢঙ্গের এই কথাটা শুনে গা জ্বলে গেল।

“মেনে নিচ্ছি কারন আমার লোক তাই বলছে, স্যার জুনিয়াস। আর যত উপর থেকে পড়েছে তাতে তার কথা অবিশ্বাস করার কিছু নাই।”

“কিন্তু আমার সন্দেহ যাচ্ছে না।” বলল কুপ।

এবার র‍্যাগনাল খানিকটা বিরক্ত। তিনি পাখিটাকে ভালো করে উল্টে পাল্টে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাস করলেন, “আপনি কোন সাইজের কার্তুজ নিয়েছিলেন আজ, স্যার জুনিয়াস? ”

“নাম্বার ফোর।”

“আর কোয়াটারমেইন নাম্বার থ্রি। আর কারো নাম্বার থ্রি ছিল?”

সবাই মাথা ডানে বায়ে নাড়লো। মানে, না।

“জেকলিন, পাখিটার মাথা থেকে গুলিটা বার করো। মনে হয় ওটা ওর খুলিতেই আটকে আছে। ” বললেন লর্ড।

জেকলিন একটা পেন নাইফ দিয়ে গুলিটা বের করল। বলল, “নাম্বার থ্রি, একেবারে নিশ্চিত মাই লর্ড।”

“এখন এই ঝামেলা শেষ করা দরকার, স্যার জুনিয়াস । বাজির টাকাটারও।” বললেন র‍্যাগনাল।

“এখন আমার কাছে এত টাকা নেই।”

“আপনার আর আমার ব্যাংকার একই। আপনি আমার বাসায় এসে চেক লিখে দিতে পারেন। সেটাই ভালো, চলুন। এখানে বেশ ঠান্ডা লাগছে।”

আমরা ভেতরে গেলাম। লর্ড র‍্যাগনাল একটা চেক বই এনে কুপের হাতে দিলেন ।

চেক বই নিয়ে কুপ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার আসল অংকটা মনে আছে, কিন্তু সুদ কত হবে?”

শুনেই মেজাজটা বিগড়ে গেল। বললাম, “জানি না । যাও সুদ মাফ করে দিলাম ।”

সে £২৫০ একটা চেক লিখে আমার সামনের টেবিলে ছুড়ে দিয়ে চলে গেল । চেকটা নিয়ে র‍্যাগনালের দিকে ফিরে বললাম, “এই চেক অনেক দিন আগের ধারের জন্য পাওয়া। টাকাটা হারিয়ে গেছে বলে ধরে নিয়েছিলাম। আজ দুপুরে আপনি কটেজ হাসপা তালের সমস্যার ব্যাপারে বলছিলেন। আমার পক্ষ থেকে এটা আপনার হাসপাতালের জন্য।”

বলে চেকটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম। দেখে চোখ কপালে তুলে বললেন , “£৫ না ?”

তারপর থেকে তথাকথিত স্যার জুনিয়াস বা পরিচিত ভ্যান কুপকে আর দেখিনি । কয়েক বছর আগে বেচারা মারা গেছে।

পরে জানতে পারলাম আমার চেকের টাকা হাসপাতালে দেয়া হয়েছে। সেখানে সেই টাকা দিয়ে শিশুদের চিকিৎসার জন্য আলাদা ওয়ার্ড করা হয়েছে। নাম ‘অ্যালান কোয়াটারমেইন ওয়ার্ড’।

এই গল্প বললাম কারন এটাই ছিল লর্ড র‍্যাগনালের সাথে আমার দীর্ঘ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সূচনা।

আরেকটা কথা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলতে ইচ্ছে করছে। সেদিন ভ্যান কুপ নামক ঝামেলাটা বাদ দিলে, শুধু শ্যুটিংটা আমি অনেক উপভোগ করেছিলাম। তারপর আর এরকম কোন শ্যুটিং-এ যেতে হয়নি এজন্যও আমি খুশি কারন খরচটা আঁতকে ওঠার মত। পাখি কুড়ানো, কার্তুজ, এটা সেটা সব মিলিয়ে খরচের ১০৫০ পাউন্ডের রশিদটা আমার কাছে এখনও আছে। ফিজান্ট শ্যুটিং সত্যিই ধনীদের খেলা।

৩... মিস হোমস...

পরের আড়াই ঘন্টা রেস্ট নিয়ে কাটালাম। লম্বা সময় শ্যুট করে ঘাড়-মাথা ব্যাথা হয়ে ছিল। পুরো র‍্যাগনাল ক্যাসল সুন্দর করে সাজানো। হাজার মোমবাতি, আলোকসজ্জা, ক্যাসলের দুর্মূল্য সব ফার্নিচার মিলিয়ে ক্যাসল লেডির পরিচিতি অনুষ্ঠানের জন্য পারফেক্ট।

মিস ম্যানারকেও অনেক সুন্দর লাগছিল। স্ক্রুপের তো চোখই সরছিল না। কিছুক্ষন পর ক্যাসলের মূল ফটক খুলে গেল সেভেজ ঘোষণা করল, "আসছেন, ভাবী লেডি র‍্যাগনাল মিস হোমস এবং তার মা মিসেস ল্যাংডন।" সবার মত আমিও তাকালাম। মিসেস ল্যাংডন সম্পর্কে তেমন কিছু বলার নেই। দেখেই বোঝা যায় ধনী। বাকানো নাক, কুচকুচে কালো চোখ, গলায় বিরাট ডায়ামন্ড নেকলেস । আর কিছু বলার নেই।

এবার চোখ গেল মিস হোমসের দিকে। সুন্দরী মেয়ে, বয়স বাইশ বা তেইশ। তার চলাকেই বোধহয় সাহিত্যিকেরা জলের মত চলা বলেন। তরুনী হরিণীর কথা মনে করিয়ে দেয়। গায়ের রঙ ততটা সাদা নয়, স্বচ্ছ টানাটানা চোখ, ব্রাউন চুল, সুন্দর মুখ, টকটকে লাল ঠোঁট। পড়নে হালকা গোলাপী ড্রেস, এ কমাত্র গহনা মুক্তার একটা মালা, সাথে একটা মাত্র লাল ক্যামেলিয়া। সবমিলিয়ে সিম্পল আর সুন্দর। আমার কাছে তাকে যতটা না অ্যাংলো- স্যাক্সনদের মত লাগছিল তার চেয়ে বেশি লাগছিল ইতালিয়ান বা স্প্যানিশদের মত। বাবার দিক থেকে মনে হয় শরীরে দক্ষিনের রক্ত আছে। তবে একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সবারই করবে। মিস হোমসের বুকে একটা সাদা দাগ আছে। অর্ধচন্দ্রাকৃতির সাদা দাগ।

হঠাৎ জানিনা কেন চোখের সামনে মামীনার চেহারা ভেসে উঠলো। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শিরশিরানি বয়ে গেল। ওর মৃত্যুটা অসাধারন ছিল। ওর সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি 'চাইল্ড অব স্টর্ম' নামের কাহিনীতে। তাই এখানে আর বেশি লিখলাম না। একটু নস্টালোজিক হয়ে পরেছিলাম তাই মিস হোমসের দিকে ফিরলাম। ইংল্যান্ডের এই সম্ভ্রান্ত, ভাগ্যবতী মেয়ের সাথে জুলুল্যান্ডের ওই কপাল পোড়া মেয়ের কোন মিল থাকার কথা না। তবু জানিনা কেন যেন মনে হল এই দুজনের কোথাও না কোথাও কোন একটা সম্পর্ক আছে। অনুভূতিটা ভালোরকম দৃঢ়, এই ব্যাপারটাই একটু অস্বস্তিতে ফেলল ।

লর্ড র‍্যাগনাল ছোট্ট একটা বো করে মিস হোমসের দিকে এগিয়ে গেল। বেশি দূরে না থাকায় দুজনের কথা খানিকটা শুনতে পেলাম। এটা সেটা কথার পর র‍্যাগনাল বললেন, "কার সাথে ডিনারে যাবে? মানে, তুমি তো জান, আমাকে তোমার মায়ের সাথে যেতে হবে...ডা জেফরির সাথে যাবে নাকি..."

"না।" বেশ দৃঢ় ভাবে বললেন মিস হোমস। "আগে একবার গিয়েছি, লোকটাকে ভালো লাগেনি। মি অ্যালান কোয়াটারমেইনই মনে হয় ভালো। আর তাছাড়া আফ্রিকা সম্পর্কে জানতেও ইচ্ছা করছে।"

"হুম, ভালো চয়েস। বাকি সবাই একসাথে যতটা ইন্টারেস্টিং সে একাই তার চেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি সবসময় আফ্রিকা সম্পর্কে এত আগ্রহী কেন বলতো? থাকবে নাকি আফ্রিকায়?" প্রেমিকসুলভ শোনাল র‍্যাগনালের গলা।

“থাকতেও পারি।” প্রেমিকাদের মতই মজা করে উত্তর করলেন মিস হোমস, “কে জানে কখন কাকে কোথায় থাকতে হয়।”

তারপর দুজনে আমার দিকে এগিয়ে আসল। র‍্যাগনাল বলল,

“কোয়াটারমেইন, এই হল আমার বাগদত্তা মিস হোমস, তোমার সাথে দেখা করার জন্য উতলা হয়ে ছিল। কারন...”

“আফ্রিকার ব্যাপারে আগ্রহী?” আমি বললাম হালকা ভাবে।

“উহু, মি কোয়াটামেইনের ব্যাপারে। শুনলাম, তিনি নাকি আফ্রিকার সবচেয়ে বিখ্যাত শিকারিদের একজন।” মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বললেন মিস হোমস।

কি বলব বুঝতে না পেরে বো করলাম একটা। র‍্যা গনাল হেসে ফেলল। ডিনারের ঘোষণা হয়ে গেছে। সে মিস হোমসকে আমার জিম্মায় রেখে চলে গেল। খাবারের আয়োজন ছিল সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। যদিও খুব বেশি মনে পরছে না সে সম্পর্কে। আমার খালি স্পষ্ট মনে আছে মিস হোমসের কথা। তার কথা বলার স্টাইল, সুন্দর চোখের বিনয়, সাজানো পরিপাটি চুল আর আমার সম্পর্কে চোখে পড়ার মত আগ্রহ।

এদিকে র‍্যাগনাল লেডি ল্যাংডনের সাথে যে খুব একটা ভালো বোধ করছে না সেটা তার চেহারা দেখেই বুঝা যাচ্ছিল। লেডি আসলেই বাচাল ধরনের মহিলা।

মিস হোমস একসাথে অনেক কথা বলে শুরু করলেন,

“শুনলাম কাল আপনি স্যার জুনিয়াস ফসটেস্কুকে হারিয়ে অনেক টাকা জিতেছেন ? সে টাকা আবার কটেজ হাসপাতালে দিয়েছেন... । আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না আপনি বাজি ধরার মত লোক। সেরকম লোক অবশ্য আমার পছন্দ না। কিন্তু আপনার স্যার ফসটেস্কুকে হারিয়ে দেওয়াটা আমার ভালো লেগেছে। লোকটাকে আমারও পছন্দ না।”

“আমি কিন্তু বলিনি আমি তাকে পছন্দ করি না।”

“আপনি বলেননি কিন্তু আপনার চোখ বলেছে। তার নাম শোনার পর আপনার মুখের ভাব বদলে গিয়েছিল। আমার চোখ ফাকি দেওয়া কিন্তু সহজ না... ।”

“সেটা বোঝা যাচ্ছে। আর এটাও ঠিক ধরেছেন আমি বাজি ধরার মত লোক মোটেও নই।” তারপর তাকে ভ্যান কুপের ব্যাপারে অল্প কিছু বললাম। আরো অনেক ব্যাপারে কথা হল। অতীত, আভিযান, প্রেম - ভালোবাসা, ধন-সম্পদ কিছুই বাদ থাকল না। বোঝা গেল মিস হোমসের আরেকটা গুন। তিনি ভা লো শ্রোতাও। তিনিও অনেক কিছু বললেন। বোঝা যাচ্ছিল ভুল শুনিনি আসলেই তার মত বুদ্ধিমতী ইংল্যান্ডে কম আছে। সাধারন মেয়েদের মত স্বামী-সন্তান, ঘর-সংসার, সোনা-গয়না এগুলোই তার শয়নে স্বপনে ঘোরাফেরা করে না। এছাড়া আরো অনেক কিছু নিয়ে তিনি ভাবেন, অনেক প্রশ্নই তাকে ভাবায়। এক সময় নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি বললেন,

“আমার মনে হয় আমি আর সব মেয়েদের মত না। মাঝে মাঝে আজব কিছু অনুভব করি। অবশ্য এসব কথা আমি আর কাউকে বলিনি। এমনকি আমার মাও সবকিছু জানেন না। লর্ড র‍্যা গনালকেও বলি নি।

কেন জানি মনে হয় ওরা বুঝবে না। মা তো একবার বলেই বসলেন আমার ডাক্তার দেখানো উচিত। এটাও জানি না আপনাকে কেন বলছি। কেন জানিনা মনে হচ্ছে আপনি বুঝবেন। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার চারপাশে একটা রহস্য ঘোরাফেরা করছে। মনে হয় আমি অতীত ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কোনটাই মনে রাখতে পারি না। মনে হয় ওগুলো আমার জ্ঞানের অনেক উপরে। প্রথম এরকম হয়েছিল যখন আমার বয়স নয় বছর। মাঝে মাঝে মনে হয় আফ্রিকার সাথে আমার কোনকিছু জড়িয়ে আছে। এই জন্যই আপনার আর আফ্রিকার ব্যাপারে এত আগ্রহ। আপনি তো সারাজীবন আফ্রিকায় কাটিয়েছেন তাই না?" শেষের দিকে তার কণ্ঠ একটু অস্থির শোনাল।

"আমার মনে হয় আপনার মায়ের ধারনা ঠিক। ডাক্তার দেখানো দরকার।"

"আমি জানি এটা আপনার মনের কথা না।"

তারপর আমি তাকে আমার কয়েকটা অভিযানের গল্প শোনালাম। গল্পের এক পর্যায়ে আরবদের কথা শুরু হল। আরবদের কথা আসতেই তিনি আরেকটা ঘটনা বললেন।

"আমার বয়স তখন আট কি নয়। আমরা তখন লন্ডনে থাকতাম। একদিন কেসিংটনের বাগানে খেলছিলাম। খেলতে খেলতে হঠাত দেখলাম আলখেল্লা আর পাগড়ী পরা দুটো লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকানোর ধরন দেখে মনে হল তারা দিনে দুপুরে কোন অলৌকিক প্রানী দেখছে । লোক দুটোর গায়ের রঙ ছিল তামাটে। আমার বল একজনের পায়ে লাগল। লোকটা অনেক সুন্দর করে একটা বো করে বলটা তুলে নিল ঠিকই কিন্তু দিতে যেন ভুলে গেল। দুজনের মধ্যে কথা শুরু হল। অবশ্য কথাকাটাকাটি বলাই ভাল। ওদের ভাষার কিছুই বুঝলাম না। তারা আমার গলার নিচের চাঁদের মত এই দাগটার দিকে বারবার দেখাতে লাগল। দাগটা আপনি এখনও দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। এই দাগটার জন্যই আসলে বাবা আমার নাম রেখেছিলেন লুনা।"একজন আমাকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করল,

"তোমার নাম কি খুকি?"

"আমি নাম বললাম। তারপর সে আলখেল্লার নিচ থেকে একটা বাক্স বের করে একটা মিষ্টি জাতীয় কিছু আমাকে দিল। ছোট বেলায় মিষ্টি খুব পছন্দ করতাম তাই তাই কোন কথা না বলে জিনিস টা মুখে পুরে দিলাম। তারপর বলটা একটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে দিয়ে লোকটা বলল, যাও নিয়ে এসো।"

জ্ঞান ফিরলে একবার দেখলাম একটা লোক আরেকজনকে ঘুসি পাকিয়ে বলছে, "যাও বাচ্চাটাকে ফেরত দিয়ে আসো।" আবার জ্ঞান হারালাম।

তারপর যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম আমার পাশে আমার গভর্নেস বসে আছে। অপরিচিত লোকের কাছ থেকে মিষ্টি নেয়ার জন্য আমাকে খানিকটা বকা শুনতে হল। আমার গভর্নেস এই কথা বাসার কাউকে বলেননি। আর আমিও বকা খাওয়ার ভয়ে কাউকে বলিনি।"

"আপনার কি মনে হয় মিষ্টিতে কিছু মেশানো ছিল? "

মাথা উপরে নিচে নেড়ে বললেন, "হতে পারে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ওই ঘটনার পরই কিভাবে যেন আফ্রিকা সম্পর্কে আমার যত আগ্রহ জন্মাতে শুরু করে।"

“এরপর ওই লোকগুলোকে আর কখন দেখেছেন?”

“একবারও না।”

এই সময় লর্ড র‍্যাগনালের গলা শোনা গেল। “লুনা, এত মনোযোগ দিয়ে কথা বলছিলে যে ডিস্টার্ব করতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।”

লুনা যাবার পর স্ক্রুপ কানে কানে বলল, “তুমি যদি এভাবে মিস লুনার সাথে কথা বলতেই থাকো, তাহলে লর্ড র‍্যাগনাল হিংসায় জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবেন ।”

“গাধার মত কথা বন্ধ করো।” বললাম স্ক্রুপকে।

একটু পর র‍্যাগনাল আমার দিকে এগিয়ে আসল। বলল, “তো কোয়াটারমেইন, তোমার ডিনার নিশ্চয়ই আমারটার মত বাজে হয়নি?” এরমধ্যেই আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে।

বুঝলাম স্ক্রুপের কথা একদম ভুল না। পরে কিছুক্ষন একা একা বসে থাকলাম। মিস হোমসের থেকে যত সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করলাম। স্ক্রুপ কথা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু সাড়া দিলাম না। চুপ চাপ জেরুজালেমের উপর একটা বই দেখতে শুরু করলাম।

র‍্যাগনাল আমার দিকে এগিয়ে আসল। কথা বলতে শুরু করল। জানিনা ও নিজে থেকেই এসেছিল নাকি মিস হোমস আমাকে একা দেখে পাঠিয়েছিলেন। কথা হল মূলত আফ্রিকায় আমার শিকারের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে। র‍্যাগনাল আমার ঠিকানাও চাইলেন। ডারবানের ঠিকানা দিলাম।

কতক্ষন কথা হয়েছিল মনে নাই। একসময় লেডি ল্যাংডন তার হবু জামাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। তারপর আর তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি। ভদ্রমহিলা অনেকদিন আগে মারা গেছেন।

লেডি ল্যাংডন আর লুনাকে মা-মেয়ে ভাবতে একটু খটকা লাগছিল। দুজন পুরোপুরি আলাদা। ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অন্যরকম লেগেছিল। কিরকম তা ঠিক বোঝাতে পারব না।

রাত দশটা নাগাত সব অতিথি বিদায় নিল। যাদের মধ্যে বেশিরভাগের সাথে ওটাই আমার শেষ দেখা।

০৪... হারুত আর মারুত ...

র‍্যাগনাল অতিথিদের বিদায় জানিয়ে আসল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল মিউজিক না তাস? কোনটা আমার বেশি পছন্দ। আমি কিছু বলার আগেই সেভেজ আসল। এসে র‍্যা গনালকে জানাল সাদা কাপড় পরা দুজন লোক এসেছে আর এক জন লোককে খুঁজছে যে নাকি রাতে এখানে থাকবে। কি নাম বলল বুঝতে পারিনি কিন্তু মনে হয় স্যার কোয়াটারমেইনকে খুঁজছে।

"নিজেদের পরিচয় দিয়েছে?" র‍্যাগনাল জিজ্ঞাসা করল।

"মাই লর্ড, ওরা কিছু বলে নি কিন্তু আমার মনে হয় ওরা কোন জাদুকর। প্রথমে একবার যখন ওদের চলে যেতে বললাম তখন একজন বলল, 'তুমি আগে যাও।' তারপর মাই লর্ড, আমি আমার পকেটে হিস হিস শব্দ শুনলাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখি সেখানে একটা সাপ, বের করে ছুঁড়ে ফেলতেই সাপ্টা অদৃশ্য হয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে কেবল দেখতে যাব কামর-টামড় দিল কিনা এই সময় কিচেন-মেইডের মাথার হ্যাট থেকে একটা ইদুর লাফ দিয়ে বের হল। আর মহিলা হিস্টেরিয়া রোগীর মত চেঁচাতে শুরু করল।"

ওর কথা শুনে হাসি আটকাতে পারলাম না। আমাদের হাসতে দেখে মিস হোমস, মিস ম্যানার সহ কয়েকজন অতিথি আমাদের দিকে তাকাল, হাসির কারন জিজ্ঞাসা করল।

"সেভেজ বলছে, দুজন জাদুকর এসেছে যারা এখান সেখান থেকে সাপ, ইদুর এসব বের করছে।" র‍্যাগনাল বলল।

"জাদুকর! জর্জ ওদের ভেতরে নিয়ে এসো, না...।" মিস হোমস কিশোরীর মত গলায় বললেন ।

র‍্যাগনাল তাদের ভেতরে আনতে বলল। কিছুক্ষন পর সেভেজ দুজন লোক সমেত ফিরে আসল। ঘোষণা করল,"আসছেন, মি হেররুট এবং মি মেররুট।"

"মি হেররুট এবং মি মেররুট!" র‍্যাগনালের গলায় দ্বিধা।

"আমার মনে হয় হারুত আর মারুত। এই ধাঁচের নাম আমি আগেও শুনেছি।" আমি বললাম।

দুজন লোক ভেতরে ঢুকল। প্রথম জন লম্বা, প্রাচ্য দেশীয় ধাঁচের চেহারা। সাদা দাড়ি, বাকানো নাক, তীক্ষ্ম চোখ। দ্বিতীয় জন একটু খাটো, ক্লিন শেভ করা, শক্ত সমর্থ চেহারা। বয়সেও প্রথমজনের চেয়ে ছোট হবে।

সাথে সাথে আমার মিস হোমসের ডিনারে শোনা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার তার দিকে চোখ পরতেই দেখলাম তার চেহারা ফেকাশে হয়ে গেছে। আমার দিকে চোখ পরতেই এক সেকেন্ডে সামলে নিলেন। মনে তো হয় না আর কেউ ব্যাপারটা খেয়াল করেছে।

আগন্তুকদের দেখে উচু শ্রেনীর সোমালী আরব মনে হল। দুজনে সরাসরি আমার দিকে এগিয়ে আসল। এসে সরাসরি বান্টু ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। আমি আরবি আশা করেছিলাম, বান্টু শুনে বেশ অবাক হলাম।

"মাকুমাজন, আমি হারুত, হোয়াইট কেন্ডাদের প্রধান পুরোহিত। " লম্বা জন বলল।

“আর আমি মারুত, আমি সহকারি পুরহিত। আপনাকে আমরা দুজন অনেকদিন ধরে খুঁজছি। ”

তারপর একসাথে বলতে শুরু করল, “ও লর্ড। আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহন করুন। ও রাতের প্রহরী, যে দেখতে ছোট কিন্তু অনেক মহান, ও মামীনার প্রিয় মানুষ, আমরা দুজন হোয়াইট কেন্ডাদের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।”

মামীনার কথা শুনে একটু অবাক হলাম। হারুত -মারুত বলেই চলল,

“ও শয়তানের বিনাশকারী, আমাদের কাছে ভবিষ্যৎ বানী আছে যে আপনি আমাদের ভাই হিসাবে আমাদের নেতা হয়ে আমাদের কঠিন বিপদ থেকে বাঁচাবেন। ও মাকুমাযন আপনার ভাগ্যেও এরকমই লেখা আছে। আমরা আপনার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি সেই সাথে আমাদের সবার পক্ষ থেকে পুরস্কারও দেব বলে কথা দিচ্ছি।”

আবার তারা বো করল, একবার, দুবার, তিনবার । তারপর হাত বেধে চুপচাপ দাড়িয়ে পড়ল। আমি সবাইকে সংক্ষেপে সবাইকে কথাগুলো বুঝিয়ে দিলাম।

“মামীনা মানে কি? এটা কি কোন মহিলার নাম?” তীক্ষ্ম ভাবে জানতে চাইলেন মিস হোমস।

মিস হোমসের কথা শুনে হারুত তার দিকে ঘুরে বো করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলতে শুরু করল,

“মামীমা খুব সুন্দরী এক জুলু মেয়ে, হয়তো আপনার চেয়েও সুন্দর। সে লর্ড মাকুমাযনকে অনেক ভালবাসত। সে যখন বেঁচে ছিল তখন মাকুমাযনকে ভালবাসতে শুরু করে কিন্তু এখন মৃত্যুর পরও তাকে ভালোবাসে। মাকুমাজনকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি সেই গল্প ভালো জানেন। মৃত্যুর সময়ও উনি মামীনার পাশে ছিলেন।”

আমি হারুতের কাছে জানতে চাইলাম সে মামীনার কথা কিভাবে জানে। আমার দিকে ঘুরে বলল, “জুলু জাদুকর যিকালী আমার বন্ধু। সেই আমাকে মামীনার সাথে পরিচিয় করে দিয়েছে। আর মামীনা আমাকে সব বলেছে।(মিস হোমস সহ সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে) সে আপনাকে বলতে বলেছে যে সে এখনও আপনাকে ভালোবাসে আর আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি যদি চান মামীনার সাথে আপনার দেখা করিয়ে দিতে পারি (মিস ম্যানার আর হোমস ফিস ফিস করে বললেন, “দেখা করুন, প্লিজ”)। কিন্তু সেটা উচিত হবে না...।” তারপর বান্টুতে বলতে শুরু করলো, “আপনার কাছে একটা কাজে এসেছি। ব্ল্যাক কেন্ডাদের সাথে আমাদের একটা যুদ্ধ হতে চলেছে। ব্ল্যাক কেন্ডারা শয়তানের পূজারী ওরা জানা নামের এক শয়তান হাতির পুজা করে। আমরা জানতে পেরেছি,আপনি,একমাত্র আপনিই পারবেন হাতিটাকে মারতে। আর যদি আপনি কাজটা করে দেন তাহলে আমরা আপনাকে হাতিদের গোরস্থান দেখিয়ে দেব যেখানে হাতিরা মরার জন্য যায়। আপনি আপনার যত ইচ্ছা ওয়াগন ভর্তি করে হাতির দাঁত হাড় আনতে পারবেন। খুব তাড়াতাড়িই আপনি একটা অভিযানে যাবেন। সেখানে মযিটু, পোঙ্গ এইসব জাতির দেখা পাবেন। তারা যে দ্বীপে থাকে সেখান থেকে উত্তরে অনেক দূরে মরুভূমির আরেক প্রান্তে আমার জাতি কেন্ডারা থাকে। আপনার যখন ইচ্ছা আসতে পারেন। এখন আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস নাও হয় তবুও আপনাকে আসতেই হবে। কারন আপনার ভাগ্য তাই বলে। এরপর যদি

লম্বা সময় আমাদের দেখা নাও হয় তবুও এই কথাগুলো ভুলে যাবেন না। যদি কখনও আপনার আইভোরির দরকার হয় তাহলেও আসবেন। হারুত-মারুতের নাম করে খোঁজ করবেন হাজির হয়ে যাব।”

তারপর আমি কিছু বলার আগেই আবার হারুত ইংরেজিতে বলতে শুরু করল, “সবাই নিশ্চয়ই এই গরীব আফ্রিকান জাদুকরের জাদু দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি দেখাব। দয়া করে একটা থালা দিন যেটাকে আপনারা চায়না প্লেট বলেন।”

তারপর শো শুরু হল। কয়েকটা লাঠি প্লেটের উপর একা একা নাচানাচি করল। মারুত সেভেজের পকেট থেকে আরো কয়েকটা সাপ বের করল। প্লেটের উপর থেকে কোনকিছু ছাড়াই গাছ গজালো। ইত্যাদি ইত্যাদি। যতদূর মনে পড়ে খেলা ভালোই জমেছিল কিন্তু আমি সবগুলো আগেই দেখেছিলাম বলে তেমন অবাক হলাম না। তাছাড়া একটু চিন্তার মধ্যেও ছিলাম।

হারুত বলল, “এই সাধারন জাদুকরের জাদু মহান মাকুমাযনকে তেমন মুগ্ধ করতে পারেনি আমি বুঝতে পারছি। তিনি কি আরো ভালো কিছু দেখতে চান? এই যেমন মামীনা..... ”

“না।” আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম কিন্তু সবাই হেসে উঠল ।

“তাহলে কি আপনি জানাকে মানে ওই হাতিকে দেখতে চান যাকে আপনি খুন করবেন? ”

“সেটা খারাপ না। কিন্তু কিভাবে দেখাবে?”

“খুবই সহজ। আপনাকে শুধু একটু তামাকের ধোয়া নিতে হবে। তারপর যদি আপনার কোন ক্ষমতা থাকে তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যা দেখতে চান। আমি জানি আপনার সে ক্ষমতা আছে আর ওই লেডিরও আছে(মিস হোমসের দিকে তাকিয়ে)। অবশ্য মাঝে মাঝে কেন্ডার তামাক এমন অনেক কিছুই দেখায় যা কেউ দেখতে চায় না।”

আমি ভেবেছিলাম ওই জিনিস ডাক্কা হতে পারে। কিন্তু হারুত পরে বলে দিল কেন্ডার তামাক ডাক্কা নয়। ওই তামাক নাকি শুধু কেন্ডাতেই জন্মে। তারপর তামাকের মত কিছু জিনিস একটা কাঠের বাটিতে নিল। মারুত একটা বাঁশি বের করে বাজাতে শুরু করল। কিছুক্ষন পর হারুতও সুরের সাথে মিলিয়ে একটা গান ধরল। যার একটা কথাও বুঝলাম না। তামাকে আগুন ধরানো হল। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে হতে তামাক থেকে নীল ধোয়া বের হতে শুরু করল।

“এখন মাকুমাযন নাক দিয়ে একটু ধোয়া নিন। ” বলল হারুত।

নিলাম। প্রথমে খারাপ লাগলেও পরে আর ততটা খারাপ লাগলো না। একসময় মনে হল কোন কিছুর মধ্যে দিয়ে অনেক জোরে যাচ্ছি। হঠাৎ চোখের সামনে থেকে কুয়াশা সরে যেতে শুরু করল। নিজেকে একটা উন্মুক্ত বন্য জায়গায় আবিস্কার করলাম। আফ্রিকার গভীর বনের মাঝে একটা লেক। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তাই আকাশ লাল। লেকের পূর্ব দিকে একটা খোলা জায়গা সেখানে হাজার হাজার মৃত হাতির হাড়গোড় পড়ে আছে। কোন কোন হাড় এত পুরানো যে উপরে মসের আস্তরণ হয়ে গেছে। আমি আমার শিকারি জীবনে এরকম গোরস্থানের কথা অনেক শুনেছি কিন্তু কখনও দেখিনি।

ওই তো একটা বুড়া হাতি। দেখে মনে হচ্ছে বয়স কয়েকশ বছর। সে তার শুঁড় উঠি য়ে ট্রাম্পেটের মত বাজাল। যদিও আমি কোন শব্দ পেলাম না। তারপর বসে পড়ল যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত । কিছুক্ষন পর আরেকটা হাতি আসল। হাতি যে বড় হতে পারে সেটা আমি কল্পনাও করিনি, দেখা তো দূরের কথা। মনে হল যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন একটা ভুল করে অন্য সময়ে এসে পরেছে। হাতিটার শুঁড়ে করে একটা মহিলা আর একটা বাচ্চাকে নিয়ে আছে। দুজনকে অনেক দূরে ছুড়ে ফেলল । তারপর আগের হাতিটার দিকে ফিরল। ওটাকে মেরে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে আবার কুয়াশা নেমে আসল। আমি জেগে উঠলাম। কি দেখলাম জিজ্ঞাসা করল হারুত। কিছুটা বাদ দিয়ে সব ই বললাম।

"আপনি জানাকে দেখেছেন। হারামজাদা প্রতি রাতে একটা মহিলা আর একটা বাচ্চাকে খুন করে। " বলেই হারুত মিস হোমসের দিকে তাকাল, "লেডি, আপনি কি কিছু দেখবেন? "

একটু ইতস্তত করে লুনা রাজি হয়ে গেল ।

"আমার মনে হয় তোমার এরমধ্যে না যাওয়াই ভালো।" র‍্যাগনাল বলতে চেষ্টা করল কিন্তু মিস হোমস সেদিকে খেয়ালই করলেন না। তিনিও ধোঁয়া নিলেন। তারপর যখন স্বাভাবিক হলেন তাকেও একই প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিলেন,

"আমার মনে হল আমি অন্য কোন দুনিয়ায় চলে গেছি। আমি নিজেকে একটা ছোট্ট পাথরের ঘরে আবিষ্কার করলাম। ঘরটা অন্ধকার, শুধুমাত্র একটা লণ্ঠন থেকে আলো জ্বলছে। ঘরে শুধুমাত্র একটা শিশুর মূর্তি। হাতির দাঁতের তৈরি। আমি আইভরির বাচ্চাটার সামনে দাড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ জীবন আসল ওর মধ্যে। ওটা আমার গলায় একটা নেকলেস পড়িয়ে দিল আর আমাকে একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিল। আমি বসলাম। এতটুকুই।"

হারুত খুব মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শু নছিল। ওর চোখে মনে হল যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে মারুতকে আস্তে আস্তে যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, "পবিত্র শিশু তার অভিভাবক বেছে নিয়েছেন। হোয়াইট কেন্ডাদের সুদিন আসছে।"

"কি হাস্যকর স্বপ্ন! একটা বাচ্চার মূর্তিতে প্রাণ এলো, সে আবার নেকলেস দিল। কি আজব! " র‍্যাগনালকে তেমন খুশি মনে হল না।

তারপর একেকজন একেক কথা বলতে শুরু করল। র‍্যাগনাল তাদের থামিয়ে বললেন, "আশা করি আজকের নাটক শেষ হয়েছে। কোয়াটারমেইন, এখন নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুদের বিদায় দিতে কোন আপত্তি নাই?"

"না না লর্ড, আপনাদের আর বিরক্ত করব না। লর্ড মাকুমাজন আর লেডি হোমস আসলেই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী। কেন্ডা তামাক আমাদের যা বলেনি তাদের তা বলেছে। তাদের আত্মার শক্তি অনেক। আজকের মত শুভ রাত্রি।" বলল হারুত।

হারুত-মারুতকে বিদায় দেওয়ার জন্য হাটছিলাম ওদের সাথে তখন জিজ্ঞাসা করলাম, "এসবের মানে কি?"

“মানে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যখন আপনি ওই জানা আপনার সামনে দাঁড়াবে । আর আমি জানি, আপনি তখন ওকে ঠিকই মারতে পারবেন।” একটু রহস্য করে কিন্তু হালকা ভাবে বলল হারুত।

“তো এখন তোমরা যাবে কোথায়?”

“আফ্রিকা, মাকুমাজন। সেখানেই আপনার সাথে আবার দেখা হবে আমাদের। আমি জানি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা মিথ্যাবাদী নই। এটা লেডি হোমসকে দেবেন। বলবেন ঐশ্বরিক শিশুর পক্ষ থেকে তার বিয়ে উপলক্ষ্যে। আর তিনি আজ হোলি চাইল্ডকেই দেখেছেন।” বলে একটা বাক্স আমার হাতে দিয়ে দুজন অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

তারপর ড্রয়িং রুমে এসে বুঝলাম ওই জাদুকরদের নিয়েই কথা হচ্ছে।

“তাহলে ওরা চলে গেছে?” র‍্যাগনাল জিজ্ঞাসা করল।

“হুম। যাবার আগে মিস হোমসকে বিয়ের উপহার দিয়ে গেছে।” বলে বাক্সটা দেখালাম।

“খোলো ওটা।” আমাকে বলল র‍্যাগনাল।

“না জর্জ। আমার গিফট আমিই খুলব। ”সাথে সাথে বলে উঠলেন মিস হোমস।

বাক্সর ভেতর থেকে একটা নেকলেস বার হল। তাতে একটা পাখির ডিমের সমান একটা লাল পাথর। মনে পড়ল এরকম পাথর হাতিটার লেজেও দেখেছিলাম আমি। দেখে বুঝলাম, অনেক পুরানো মিশরীয় জিনিস। হয়তো একসময় প্রাচীন মিশরের সম্ভ্রান্ত কোন মহিলার গলায় ঝুলত। নেকলেসের মাঝখানে একটা ছোট মূর্তি বসানো আছে। সেটাও লাল পাথরের। মনে হল মিশরের দেবী আইসিসের ছেলে হারুসের ছোটবে লার মূর্তি।

“এই নেকলেসই আইভরি চাইল্ড স্বপ্নে আমাকে দিয়েছিল।” আস্তে আস্তে বললেন মিস হোমস।

০৫... দি প্লট...

সন্ধার ঘটনা যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে লিখেছি। বাকিটা পাঠক বিবেচনা করবেন। সেই রাতে ঠিক মত ঘুমাতে পারলাম না। শ্যুটিং এর উত্তেজনার কার নে নাকি হারুত-মারুতের কারণে জানিনা। ঘন্টার পর ঘন্টা ক্যাসলের ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ শুনে কাটলো। শুয়ে শুয়ে পুরো ঘটনার বিভিন্ন রকম উপসংহারে পৌঁছলাম। কোনটা গ্রহণযোগ্য মনে হল, কোনটা আবার মনপুত হল না ।

একবার মনে হল হারুত মারুত সাধারন ম্যাজিশিয়ান যাদের প্রায়ই আফ্রিকান বিভিন্ন বন্দরে দেখা যায়। তাহলে ওই তামাকের ধোঁয়া থেকে আমার ওই গোরস্থানের ছবি ভেসে আসল কিভাবে? যতদূর মনে হয় ওরকম গোরস্থানের অস্তিত্ব আছে। অন্তত আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব আমাকে তাই বলেছে। সেগুলোও যদি ভুল বলে ধরে নেই তাহলে মিস হোমসের ঘটনা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়...।

প্রাচীন মিশর সম্পর্কে পড়তে সবসময়ই ভালো লাগত তাই ওই ব্যাপারে একেবারে জানিনা এমন না। মিশরের ওই দেবী আইসিসের কথাও আমি অনেকবার পড়েছি। হেরেডটাস সহ আরো অনেকে বিশেষ করে অ্যাপুলিয়াস তার সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। দেবতা হরুসের মা দেবী আইসিসের প্রতীকও একটা বাঁকা চাঁদ। ঠিক যেরকম আছে মিস হোমসের বুকের উপরে। তার নাকি এক হাজারের বেশি পুরহিত থাকত দেখভালের জন্য। আর ওই ধোয়া মিস হোমসকেই বা কেন ওইরকম একটা স্বপ্ন দেখাবে ? আর ঘটনা গুলো যদি একেবারে ভিত্তিহীন হবে তাহলে একটার সাথে আরেকটার এত মিল কেন? এসব ভাবতে ভাবতেই কখন একটু তন্দ্রা চলে এসেছিল।

ঘড়ির শব্দে আবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গার পর একটা অনুভূতি খুব বিরক্ত করছিল। বার বার মনে হচ্ছিল মিস হোমসের সাথে কিছু একটা ঘটবে। এদিকে ভোর হয়ে যাচ্ছে । শুয়ে থাকতে ভালোও লাগছিল না। উঠে মোম জ্বাললাম। জামা পড়ে নিলাম। স্বভাব বশতই আমার ডাবল ব্যারেলের পিস্তলটাও নিয়ে নিলাম। আমি জানতাম মিস হোমস কোন রুমে আছে। ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বের হয়ে নিজেকে গাধা মনে হল।

কিছুক্ষণ পর হঠাত মিস হোমসের ঘরের দরজা খুলে গেল। মিস হোমস বের হয়ে এল। একটা ড্রেসিং গাউন পড়ে আছে। সাথে হারুত মারুতের দেয়া সেই নেকলেসটাও আছে।

দূর থেকেও বুঝতে পারলাম ঘুমের মধ্যেই হাটছে ।

ও নিঃশব্দে করিডোর পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তার পিছু নিলাম। ক্যাসল থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। বাগানের মধ্যে গিয়ে ওর হাটার গতি বেড়ে গেল। মনে হচ্ছিল যেন ঘুমের মধ্যে কোন কিছু ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একবার ওকে ঝোপের আড়ালে হারিয়ে ফেললাম। এরপর যখন পেলাম

তখন ও আর একা না। দুজন জোব্বা পড়া লোক তার সাথে। লোকদুটো যে হারুত মারুত, তা বুঝতে কোন অসুবিধা হল না।

মিস হোমস দুহাত তাদের দিকে বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। একটু দূরে একটা ঘোড়ার ক্যারেজ দাড়িয়ে। গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেলাম। পিস্তল কক করেই মিস হোমস আর হারুত- মারুতের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তিন জনের কেউই কোন কথা বললাম না বা এমন কিছু করলাম না যাতে মিস হোমস সজাগ হয়ে যায় । তাতে যে দৃশ্যের সৃষ্টি হবে তার মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে কারোই ছিল না। এদিকে মারুত একটা ছো রা বের করে ফেলেছে। আমার পিস্তলও তার বুকের দিকে তাক করা। ওরা বুঝলো ওদের চাকু আমাকে স্পর্শ করার আগেই আমার পিস্তলের গুলি অনায়াসে দুজনকে ঘায়েল করতে পারবে।

"এবার আপনি জিতলেন, মাকুমাজন। আপনাকে জুলুরা ঠিক নামই দিয়েছে 'রাতের অতন্দ্র প্রহরী'। কিন্তু পরের বার আমরা জিতব। ওই লেডি আমাদের সম্পদ। হোয়াইট কেন্ডাদের সম্পদ। হোলি চাইল্ডের ডাক তাকে শুনতেই হবে। তার কাছে তাকে ফিরতেই হবে। আজকের মত তার ডাকে আবার তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আসবেন।" আস্তে আস্তে বলল হারুত ।

তারপর উলটো পথ ধরল। ঘোড়ার ক্যারেজ তড়িঘড়ি বের হয়ে গেল।

একবার ভাবলাম পিছু নেব কিনা। কিন্তু পরে চি ন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম। মিস হোমসের ঘুম ভাঙ্গানোর কোন ইচ্ছা ছিল না।

তারপর তার একটা হাত ধরে তাকে ক্যাসলের দিকে নিয়ে যেতে থাকলাম। সেও কোন রকম সমস্যা করল না। ওকে সোজা ওর রুমে নিয়ে গেলাম।

বুঝলাম অবস্থা গুরুতর। র‍্যাগনালকে সব জানানো উচিত। কিন্তু কোন রুমে ও থাকে সে ব্যাপারে আমার কোন ধারনা নেই। আবার এই বিরাট ক্যাসলে খুঁজে বের করাও কঠিন। তখন মনে পড়ল রাতে সেভেজ একটা ঘন্টার দড়ি দেখিয়ে দিয়েছিল, কোন দরকার হলে সেটা বাজাতে বলেছিল। তখন ঠিক মত দেখিও নি। বুঝিনি ওটা কোনভাবে আমার দরকার পরতে পারে।

"অনেক পুরানো ক্যাসল। ভূতের উপদ্রপ আছে। ভূতের নাম প্রায়ই শোনা যায়। আর হারুম-কারুম, না কি যেন নাম। আর আজ যা দেখালাম, না জানি রাতে কি না কি দেখবো। কারো সাথে দেখা হলে ডাকবেন, স্যার। একা একা ভূত দেখার চেয়ে দুজন মিলে দেখা নিরাপদ।" রাতে সেভেজ বলেছিল।

ইচ্ছে করলে দড়ি টানতে পারতাম কিন্তু অস্বস্তি লাগল। তাই দড়ি অনুসরন করে এগিয়ে যেতে থাকলাম। কাজটা খুব একটা সহজ না। দড়িটা বারবার অন্যান্য তারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল। তারপরও শেষ পর্যন্ত একটা দরজায় পৌঁছলাম। নক করলাম। নক করার পর মনে হল এখন যদি এটা সেভেজের রুম না হয় তাহলে আরেক কেলেংকারী হয়ে যাবে। দেখা গেল কোন মহিলা দরজা খুলে আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠল। ধুর। মাঝে মাঝে এমন গাধার মত কাজ করি যে নিজের উপরই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় । এই অবস্থায় সেভেজের গলা শুনে স্বস্তি পেলাম।

"কোন শয়তান ওখানে?"

“আমি” উত্তর দিলাম শান্ত গলায়।

“শুধু আমি বললে হবে না। আমি মানে হারুম হ তে পারে আবার কারুমও হতে পারে। তার চেয়ে খারাপ কেউও হতে পারে।”

“গাধা দরজা খোল,আমি অ্যালান কোয়াটারমেইন।”

“অ্যানা কে? কিছু মনে করোনা হ্যানা, আমি সকালে তোমার সাথে কথা বলব। ”

এবার দরজায় একটা লাথি মারলাম। সেভেজ দরজা খুলল।

“হায় হায় স্যার আপনি এত রাতে! একেবারে পোশাক-টোশাক পড়ে, পকেটে আবার পিস্তল। পিস্তলই তো ... নাকি সাপের মাথা? আপনি সত্যি সত্যি কোয়াটারনেইন স্যার তো নাকি...।” বলেই এক লাফে পিছিয়ে গেল ।

আমি ভেতরে ঢুকে দরজা চাপিয়ে দিলাম। এবার সেভেজ একটু ধাতস্থ হয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

“ভূত দেখলেন নাকি স্যার? নাকি শরীর-টরীর খারাপ? নাকি হারুম-কারুম কারো সাথে দেখা হয়েছিল? আমিও সারারাত ওদের নিয়েই ভেবেছি।”

“আরে হ্যা, সেই হারুম-কারুমই। আমাকে এখনই লর্ড র‍্যাগনালের রুমে নিয়ে চলো।”

সেভেজ আমাকে র‍্যাগনালের রুমে নিয়ে গেল। তাকে আস্তে আস্তে ডেকে বলল,

“মাই লর্ড, মি কোয়াটারমেইন আপনার সাথে কথা বলতে চান।”

“কি ব্যাপার কোয়াটারমেইন? কোন দুঃস্বপ্ন দেখলে নাকি?”

“হ্যা, সেরকমই।” সেভেজ আমাদের ভেতরে রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল । তারপর র‍্যাগনালকে সব বললাম।

সব শুনে ও বলল, “হায়! হায়! তুমি না থাকলে তো... ”

“আমি না থাকলে কি হত সেটা পরে ভাবা যাবে। এখন কি করা উচিত সেটা ভাব।”

“কিছুই মাথায় ঢুকছে না।”

“আমার মনে হয় জায়গাটা একবার দেখে আসা উচিত।”

র‍্যাগনাল তাড়াতাড়ি পোশাক পড়ে নিল। সংক্ষেপে ঘটনা বলা হল সেভেজকে। মিস হোমস তার রুমে আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে প্রাসাদের দরজা লাগিয়ে সরাসরি ওদের নিয়ে গেলাম ঘটনার জায়গায়। মিস হোমসের স্লিপার আর আমার জুতার দাগ তখনও ভালভাবেই দেখা যাচ্ছিল।

ঘোড়ার খুড় আর ক্যারেজের চাকার দাগ তখনও স্পষ্ট। একটা ছোট বাক্সও পাওয়া গেল। তাতে প্রাচ্যের মহিলাদের একটা পোশাক আর নেকাব পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য কি উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল।

যা যা দেখা গেল তার একটা নোট নিয়ে র‍্যাগনাল তিন জনের সই নিল। তারপর পুরো ব্যাপারটা গোয়েন্দাদের হাতে দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা বিশেষ কিছু বের করতে পারেনি। শুধু জানিয়েছে ক্যারেজ

লন্ডন শহরের দিকে গেছে। তারপর দুজন আরব দুজন মহিলার সাথে এন্টিলোপ নামের জাহাজে চরে মিশরের দিকে রওনা হয়েছে সেদিন বিকেলে। ওই ঘটনা সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলার নেই।

সকালে নাস্তা করার সময় আবার মিস হোমসের পাশে বসলাম। বললাম "রাতে ঘুম কেমন হল?"

"ভালো কিন্তু ব্যাপার কি জানেন মি কোয়াটারমেইন? সকালে দেখি আমার ড্রেসিং গাউনে কাদা লেগে আছে। তাছাড়া আমার বেড রুম স্লিপারও কাদায় মাখামাখি হয়ে ছিল। দেখে মনে হয় রাতে ঘুমের মধ্যে হেটেছি। অদ্ভুত ব্যাপার। আমি জীবনেও ঘুমের মধ্যে হাটিনি। "

ওই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাইলাম না। তাই আচারের পাত্রটা নিতে গিয়ে ফেলে দিলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে র‍্যাগনালও সাহায্য করতে আসল। খুব তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট শেষ করলাম।

ব্রেকফাস্ট শেষ হতেই স্ক্রুপ বলল ক্যারেজ অপেক্ষা করছে। বিদায় নেবার আগে আলাদা আলাদা করে সবার সাথে একবার করে কথা বললাম।

র‍্যাগনাল আমার ইংল্যান্ড, আফ্রিকা দুই জায়গার ঠিকানাই নিল। বলল, "সত্যিই কোয়াটারমেইন আমার কিন্তু মোটেও মনে হচ্ছে না তোমার সাথে মাত্র তিন দিনের পরিচয়। এরপর ইংল্যান্ড আসলে অবশ্যই তোমার হেডকোয়ার্টার করবে র‍্যাগনাল ক্যাসলকে।"

"আর কোন কারণে সাউথ আফ্রিকায় আসলে তোমার হেডকোয়ার্টার যেন আমার বাড়িই হয়। সেখানে খুব আরামদায়ক থাকা-খাওয়া হয়তো পাবে না কিন্তু আমার আন্তরিক আতিথেয়তার অভাব যে হবে না এটুকু বলতে পারি।"

"সেটাই তো অনেক। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় রাতের ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোন দরকার আছে?" একটু সিরিয়াস হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"চিন্তিত হওয়ার দরকার আছে কিনা জানি না। কিন্তু মিস হোমসের দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত। হারুত আর মারুত কাল যা করার চেষ্টা করেছে তা যে আগেও করেনি বা আবার করবে না তা কে বলতে পারে। আসলে আমরা সবাই অনেক রহস্যের মধ্যে ডুবে আছি। সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার কোটি কোটি রহস্য। আমরা এই রহস্যের কতটুকুই আর জানি। তোমার ভাবী স্ত্রী আর সবার মত না সেটা কাল সে নিজেই আমাকে বলেছে। মনে হয় রহস্য নিয়ে ঘাটাঘাটি না করে ওর ব্যাপারে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

"তুমি কি বলতে চাইছ জানি না, আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি। "

র‍্যগনালের সাথে আর বিশেষ কোন কথা হল না। মিস হোমসের সাথেও খুব বেশি কথা হয়নি।

"আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সত্যিই আমার অনেক ভালো লেগেছে। অনেকদিন কারো সাথে এরকম প্রাণ খুলে কথা বলিনি। মন বলছে আপনার সাথে আবার দেখা হবে।" বলেছিল লুনা।

"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না আবার দেখা হবে। আপনার জীবন এখানে আর আমার অনেক দূরে, আফ্রিকার বনে বাদাড়ে।" হালকা গলায় বললাম।

"কিন্তু আমার মনে হয় হবে। খুব ভালোভাবেই হবে। "

আর বিশেষ কোন কথা হল না।

শেষে সেভেজ আমার কোট হাতে দিয়ে বলল, “দুনিয়ার সব ভুলে গেলেও আমি আপনাকে এবং ওই হারুম-কারুম আর তাদের সাপের কথা কোনদিন ভুলবো না, মি কোয়াটারমেইন। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আবার এরকম কিছু ঘটবে।”

“আমারও, সেভেজ।”

সেবারের মত ওই শেষ কথা। র‍্যাগনাল ক্যাসলকে বিদায় জানালাম।

০৬... বোনা ফাইড গোল্ড মাইন...

র‍্যাগনাল ক্যাসল বিদায় জানানোর দুবছর পার হয়ে গেল। এর মধ্যে শুধু দুয়েকবার ওদের খবর আমার কাছে এসেছে, স্ক্রুপের চিঠির কল্যানে। এর মধ্যে একটাতে ওদের বিয়ের খবর পেলাম। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছে। দুটো রাজপরিবার যোগ দিয়েছিল বিয়েতে। স্ক্রুপ চিঠির সাথে একটা পেপার কাটিংও দিয়েছিল। সেটার কিছুটা হুবহু তুলে দিচ্ছি।

"অনুষ্ঠানে কনের গহনা ছিল একটু অন্যরকম। যদিও রেগনাল পরিবারের গহনাগুলো ইংল্যান্ডের সবচেয়ে প্রাচীন আর মূল্যবান গুলোর অন্যতম তবুও এই বিরাট অনুষ্ঠানে ও সেগুলোকে আলোর মুখ দেখালেন না লেডি র‍্যাগনাল। অনুষ্ঠানের দিন তার একমাত্র গহনা ছিল লাল রুবী পাথরের একটা নেকলেস। তাতে মিশরীয় এক দেবতার প্রতিমূর্তি। আলাদা রকম এই গহনা সবার মনোযোগ ভালোভাবেই কেরেছিল। এ সম্পর্কে লেডিকে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন এটা নাকি তার সৌভাগ্য বয়ে আনবে।"

এখন কথা হচ্ছে বিয়েতে শুধু মাত্র হারুত-মারুতের দেয়া ওই নেকলেস পড়ার কারন কি? ব্যাপারটা কেমন কেমন লাগল।

পরে অবশ্য আরেকটা খবর আমি পেয়েছিলাম, সেটাও পুরাতন পত্রিকার মাধ্যমেই। বছর খানেক আগে। সেটা হল লর্ড রেগনালের একটা ছেলে হয়েছে। মা ও ছেলে দুজনেই ভালো আছে। খবরটা পেয়ে মনে হয়েছিল রেগনালের সব ঝামেলা বোধহয় শেষ।

মাঝের দুবছরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। উল্লেখযোগ্য একটা হচ্ছে একটা অর্কিড অভিযান। পুরনো এক বন্ধু, স্যার স্টিফেন সমারস, একটা বিশেষ অর্কিড কালেকশানে রাখতে চেয়েছিলেন। হারুত মারুতের কথা এইভাবে ফলে যাবে আশা করিনি। ওই অভিযানের পর ঠিক করলাম এরকম পাগলামি আর করবনা।

কিছু টাকা পয়সাও আসতে শুরু করল তাই ঠিক করলাম এবার একটু থিতু হব। নিজের একটা ব্যাবসা শুরু করব। টাকা থাকলে সুযোগেরও অভাব হয়না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হল সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া, যেটা করতে আমার ভুলটা হল। জেকব নামে এক গহনা ব্যবসায়ী একটা প্রস্তাব নিয়ে আসল। জুলুল্যান্ডের বর্ডারে সে একটা সোনার খনির কথা বলল। আমি যদি খনির খরচ বহন করি তাহলে সে আমাকে ওই খনির অর্ধেক শেয়ার দেবে। বোনা ফাইড সোনার খনি ওই এলাকায় পাওয়া প্রথম খনিগুলোর একটা। প্রস্তাব শুনে খনি দেখতে গেলাম। জেকব আর ওর কিছু বন্ধু-বান্ধব যেভাবে দেখাল তাতে আমার পছন্দও হল। নতুন সোনার খনি আবিষ্কার হওয়ার খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পরল। এলাকায় সৎ মানুষ হিসেবে আমার পরিচিতি আছে তাই খুব তাড়াতাড়িই আরো অনেক শেয়ার হোল্ডার চলে আসল। শেষে আমার নামে একটা ছোট খাট কোম্পানিই হয়ে গেল।

কোম্পানীতে আমার মোট ১৫০০ স্টার্লিং বিনিয়োগ ছিল। সে সময় ওটাই আমার মোট সঞ্চয়। কিভাবে সব হারালাম সেটা বলে পাঠকদের আর বিরক্ত করতে চাই না। তবে এটুকু বললে বেশি বলা হয় না যে

একদিন অফিসে গিয়ে দেখি কোম্পানির পাঁচ জন ডিরেক্টরের মধ্যে উপস্থিত শুধু আমি আর আরেকজন ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক। জেকব আর তার দুই বন্ধু নেই। পরে জানলাম তারা সকালের জাহাজে করে কেপ্টাউন রওনা হয়ে গেছে। তারপরে জেকবের সব কুকীর্তি শুনলাম। অবশ্য অন্যান্য শেয়ার হোল্ডাররা আমার পক্ষে ছিল। তাদের এটুকু বিশ্বাস ছিল অ্যালান কোয়াটারমেইন আর যাই হোক চোর না।

বাসায় ফিরছিলাম। মনটা খুব খারাপ। তবু নিজেকে এই বলে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করছি যে টাকা গেছে যাক সম্মানটা বেচে গেছে। ফুটপাত একদম ফাকা তাই দুটো লোক সহজেই আমার চোখে পড়ল। তার মধ্যে একজন আমার এই মাত্র উঠে যাওয়া কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার, আরেক জন আমার অনেকদিনের পুরনো হটেনটট বন্ধু, হান্স।

এই হ্যান্স হল আমার বাবার অনেক পুরনো চাকর, উত্তরাধিকার সুত্রে আমারও । আর আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ গুলোর একজন। আমার অনেক অভিযানের বিশ্বস্ত সঙ্গী। সম্প্রতি কিছু টাকা করেছে আর ডারবান থেকে একটু দূরেই একটা ফার্ম কিনেছে।

দুজনে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। সাদা লোকটা ডাচ ভাষায় বলছে।

"হটেনটট কুত্তা! তোর সাহস তো কম না, আমাকে গালি দিস। তোর কলিজা ছিড়ে ফেলব হরামজাদা । " চেঁচাতে চেঁচাতে একটা লাঠি দিয়ে বারি দেয়ার চেষ্টা করল সাদা লোকটা, কিন্তু সরে যাওয়ায় হান্সের গায়ে লাগল না।

" সাদা শুয়োর, তোর সাহস কত্ত বড় তুই আমার সামনে আমার বাসকে চোর বলিস। শালা নর্দমার কীট, বেশ্যার বাচ্চা তুই আমার বাস সম্পর্কে কি জানিস? দুনিয়ার সবাই জানে আমার বাস সম্পর্কে, তার মন দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, বরফের মত সাদা। আর তুই তাকে গালি দিস... "

"দেবই তো। সোনার খনির নাম করে শালা আমার টাকা মেরে দিয়েছে।"

"তো হলটা কি কুত্তার বাচ্চা, তুই চলে আসলি কেন? বাসের সাথে ভালোভাবে কথা বলতি, তাকে গালি দিলি কেন?"

"থাম, শালা নিচু জাত, হটেনটটের বাচ্চা হটেনটট, কথা বলা শেখাচ্ছি তোরে।"

"তুই কি শেখাবি, আমি শেখাচ্ছি।"

বলেই ক্রুদ্ধ মহিষ যেমন মাথা নিচু করে দৌড়ে এসে টিস মারে ঠিক সেই স্টাইলে হান্স ওই লোকটাকে টিস মারল। লোকটা একেবারে উড়ে গিয়ে নর্দমার মাঝখানে পড়ল। এখানে বলে রাখা ভাল হটেনটটদের মাথা জাতিগত ভাবেই লোহার মত শক্ত। তাই লোকটার অবস্থা বুঝতে অসুবিধা হল না। টিস দিয়েই হান্স গায়েব। আর ভদ্রলোক যখন উঠল তখন তার আপাদমস্তক কাদা মাখা। পুরা একটা চলমান আলকাতরার ড্রাম।

বাসায় ফিরলাম, পাইপে তামাক ভরে বারান্দায় আমার জরাজীর্ণ আরম চেয়ারটাতে বসে আগুন দিলাম পাইপে। নিজের গাধামোর কথা ভাবছি। এখন মোটে তিনশ স্টার্লিং, ডারবানে সামান্য সম্পত্তি আর কিছু গোলা বারুদ ছাড়া আমার বলে আর কিছু নাই , এদিকে একটা ছেলে আ ছে ওকে তো আর কপর্দক শূন্য

করে রেখে যেতে পারি না। যেটা আর করতে চাইনি আবার সেই বন্দুকই হাতে নিতে হবে। এখন আবার অনেক ছেলে ছোকরা শিকারি গজিয়ে উঠেছে। এই ছাগলের দল আশেপাশের কোন বড় প্রানী বাদ রাখেনি। টাকার জন্য আবার যদি হাতি শিকার করতেই হয় তাহলে আফ্রিকের গহীনে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই।

শিকারের জন্য কোন কোন জায়গা ভালো খারাপ, কোথায় যাওয়া সুবিধাজনক এসব যখন ভাবছি তখন একটা হালকা কাশির শব্দ পেলাম। কম বয়সী হরিন সঙ্গীকে পেলে এভাবে কাশে। কিন্তু ওই কাশির শব্দ যে কোন হরিন করে নি সেটা আমি ভালো করেই জানি।

"সামনে আস, হান্স।" ডাচ ভাষায় বললাম।

বলতেই ডালিম গাছের সারির পেছনের ঝোপ থেকে হান্স বেরিয়ে এলো। সে সবসময় সোজা রাস্তা দিয়ে না এসে এরকম ঝোপ জঙ্গলের কেন আসে সেটা আমার কাছে বিরাট রহস্য। অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রেও পাওয়া হতে পারে। হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে দুর্ধর্ষ শত্রুদের হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে ডি এন এ এই টেন্ডেন্সি নিজের ভেতর নিয়ে নিয়েছে। হান্স এসে সামনে বসল।

"কি ব্যাপার হান্স, সারাগায়ে কাদা, ডান পাশে আবার লাঠির বারির দাগ, মারামারি করে আসলে নাকি?"

"জি বাস। ছয় পেনি নিয়ে এক লোকের সাথে ঝামেলা ছিল সেটা নিয়েই মারামারি, সেইজন্যই এই অবস্থা।"

"মিথ্যা বলছ কেন? তুমি একটা সাদা লোকের সাথে ঝগড়া করেছ। আর সেটা শুধু ছয় পেনির জন্য না। অন্য কিছু নিয়ে।"

"এবারও ঠিক বলেছেন, বাস। আপনি ভালো মানুষ তাই আপনার আত্মা সবসবয় ঠিক কথাই বলে। এক সাদা লোকের সাথেই মারামারি করেছি আর সেটা টাকার জন্য না, ভালোবাসার জন্য। দুনিয়ায় যেটার ছয় পেনি তো দূরের কথা কোন দামই নাই ।"

"এখন বুঝতে পারছি, যতটা ভেবেছিলাম তুমি দেখি তার চেয়েও বড় বোকা । তো এখন কি চাও?"

"এক স্টার্লিং ধার দরকার, বাস। ওই লোকটা অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবে। আর ম্যাজিস্ট্রেট এক স্টার্লিং ফাইন করবে, না দিতে পারলে চোদ্দ দিন জেলে থাকতে হবে। যদিও সাদা লোকটাই আগে আমাকে মেরেছে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আমার কথা বিশ্বাস করবে না। জরিমানা দিতেই হবে।"

"কিন্তু হান্স, এখন তো অবস্থা এরকম যে তোমার কাছে আমাকে ধার চাইতে হবে। কিন্তু খালি এক স্টার্লিঙ্গের জন্য তুমি আমার কাছে? তুমি তো এখন খলি এক স্টার্লিং কেন একশ স্টার্লিং জরিমানা শোধ করার মত ক্ষমতা রাখ।"

"হ্যা বাস,এক দুই মাস আগে আমি বড়লোক ছিলাম ঠিকই কিন্তু এখন আমি সবমিলিয়ে দশ শিলিং এর মালিক।"

"তারমানে কুকুরের লেজ আবার বাকা হয়ে গেছে? মদ জুয়া আবার শুরু করেছ? আর ওই করেই সব খুইয়েছ, না?"

“না বাস, আমি আমার সব কিছু ৬৫০ স্টার্লিং বিক্রি করেছি ঠিকই কিন্তু মদের পেছনে সব শেষ করিনি, অন্য জিনিস কিনেছি ।”

“তো কি কিনেছ ?”

সে কিছুক্ষন পকেট হাতড়িয়ে একটা ময়লা কাগজ বের করে আমাকে দিল । কাগজটা দেখে মনে হল একটা আলু সাইজের পাথর কেউ আমার গলায় ঢুকিয়ে দি য়েছে । হান্স ৬৫০ স্টার্লিং দিয়ে সেই কোম্পানিরই শেয়ার কিনেছে, আমি যেই কোম্পানির চেয়ার বিহীন চেয়ারম্যান। চেয়ার বিহীন বললাম কারন মনে হয় ততক্ষনে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির যা যা সামনে পেয়েছে বিক্রি করে যত টাকা বের করে ফেলেছে। হান্স সেই বোনাফাইড গোল্ড মাইনের কতগুলো শেয়ার কিনেছে। কত গুলো সেটা আর এখন মনে পড়ছে না।

“হান্স, তুমি এই জিনিস কই থেকে কিনলে? ”

“বাস জেকবের কাছ থেকে।”

“কে কিনতে বলল তোমাকে?”

“স্যামি, ওই যে পোঙ্গল্যান্ডে যাওয়ার সময় যে আমাদের রান্না-বান্না করত । বাস জেকব ওর হোটেলে উঠেছিলেন। তিনি ওকে বলেছিলেন ও যদি এরকম কাগজ না কেনে তাহলে আপনাকে জেলে যেতে হবে। তার কাছে এরকম কাগজ অনেক ছিল। তাই স্যামি নিজেও কেনে। তারপর আমাকে সব বলে। সে বেশি কিনতে পারেনি কারন তার কাছে বেশি টাকা ছিল না। সে বলার পর আমিও কিনি। আপনার বাবা আমাকে বলেছিলেন আপনাকে দেখে রাখতে। তাই বাস জেকবের এক বন্ধুর কাছে সব সস্তায় বিক্রি করে এই কাগজ কিনেছি।”

সব শুনে চোখে পানি এসে গেছিল। সামলে নিয়ে বললাম, “জুলু সর্দার মাভোভো তোমার নাম কি দিয়েছিল মনে আছে? মানে যখন তুমি বেজাটাউনে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হাসানকে ওর নিজের ফাঁদেই ফেলেছিলে তখন যে নাম দিয়েছেল...?”

“হ্যা বাস। আধারে আলোর দিশারী ।”

“হুম ঠিক নামই তোমাকে দিয়েছিল মাভোভো। এখন আমার কাছে তুমি সত্যিই আধারে আলোর দিশারী। একই সাথে একজন আমাকে দেখিয়ে দিল মানুষ কতটা নিচ হতে পারে, আর তুমি আমাকে দেখিয়ে দিলে মানুষ কতটা ভালো হতে পারে।”আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু হান্স বলতে দিল না ।

“বাদ দেন, বাস। আপনিও তো কম করেননি। কিন্তু আমার কিন্তু খুশি লাগছে। কারন, আপনার কাছে বেশি টাকা-পয়সা নেই, আমার কাছে কিছুই নেই। আবার দুজনকে টাকার খোঁজে বের হতে হবে। ”

“কোথায় যাওয়া যায় বলো তো...। লাখ টাকা করতে হলে হাতির কোন বিকল্প নাই। তোমার কি মনে আছে বছর খানেক আগে যখন তুমি আমার কাছে এসেছিলে তখন তোমাকে কেন্ডা নামে এক উপজাতির গল্প করেছিলাম। ওদের ওখানে নাকি হাতির গোরস্থান আছে। তুমি বোধহয় বলেছিলে তুমি ওই ব্যাপারে কিছু জানো না।”

“না বাস, কিছু জানিনা এমন বলিনি, ইচ্ছে করেই কিছু বলিনি। সত্যি কথা বল তে ওদের সম্পর্কে আমি ভালোই শুনেছি।”

“তাহলে বলনি কেন, গাধা?”

“বলিনি কারন আপনি তখন সাদা সোনার চেয়ে হলুদ সোনার জন্য বেশি ব্যস্ত হয়ে পরেছিলেন। ”

“আচ্ছা ভালো। এখন কাহিনী কি সেটা বল।”

“আসলে বাস, ওই গরিলা দেবতাকে মেরে আসার পর আমরা যখন বেজাটাউনে থামলাম তখন এক বুড়ির সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। বুড়ি মযিটুদের গ্রামেই থাকত কিন্তু মযিটু ছিল না। তার স্বামী সন্তানও কেউ ছিল না। ঠিক মত চোখেও দেখত না। গ্রামের লোকজন তাকে ভয় পেত কারন সে নাকি ছিল ত্রিকালজ্ঞ, আবার গাছগাছড়া দিয়ে ওষুধ পত্র তৈরি করতে পারত। মহিলা আমার সাথে ভালোই কথা-টথা বলত। সে সময় আমার তেমন কাজ ছিল না তাই প্রায়ই যেতাম ওর কাছে। ওকে গরিলা দেবতার গল্পও বলেছিলাম। তখন সে আমাকে বলল তার দেখা আরেক দেবতা আছে। যার কাছে নাকি ওই গরিলা কিছুই না। সে নাকি ওই দেবতাকে দেখেছে, যখন তার বয়স আট -নয়। ওই দেবতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মহিলা বলল, বেজাটাউন থেকে উত্তরে, অনেক দূরে কেন্ডা নামে এক জাতি আছে। জাতিটা বেশ উন্নত, আর তারা যে জায়গায় থাকে সেটাও খুব উর্বর। কিন্তু আশেপাশের অনেক দূর পর্যন্ত মরুভূমি। সেই জন্যেই বাইরের লোকজন তাদের কথা তেমন একটা জানে না। আবার কেউ যদি কেন্ডাদের এলাকায় বাইরে থেকে যায়ও তারা আর ফিরে আশে না। ওই মহিলা নাকি ওই কেন্ডা জাতির। কেন্ডার সুলতান নাকি তাকে হেরেমে নিতে চেয়েছিল তাই সে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে আসে। মরুভূমিতে একদল মযিটু ওকে পায় আর চেহারা ভালো হওয়ায় একজন তাকে বিয়ে করে। ওই মহিলার কথা অনুযায়ি কেন্ডারা দুই দেবতার উপাসনা করে, আবার এলাকার শাসকও একজন না, দুজন। সেইজন্য কেন্ডারা হাজার হাজার বছর ধরে দুই ভাগে বিভক্ত। একদল তুলনামূলকভাবে কালো, তারা জানা নামে এক হাতি দেবতার উপাসনা করে । আরেক দল একটু ফরসা তারা এক ঐশ্বরিক শিশুর উপাসনা করে। মহিলা আমাকে বলেছিল ওই হাতি আসলে হাতির বেশে স্বয়ং শয়তান। তার উদ্দেশ্যে নিয়মিত মানুষ বলি দেয়া হয় আর সাদাদের শিশু দেবতা নাকি ভালো। কিন্তু দিনে দিনে ভালো দেবতার উপাসকরা কমতে শুরু করেছে কারন এই শিশু দেবতা এক মহিলা ওরাকলের দ্বারা কথা বলেন। একজন অরাকলের মৃত্যুর আগে আরেকজনের জন্ম কোথায় হবে কিভাবে হবে দেবতা তা জানিয়ে দেন কিন্তু মাঝে মাঝে পুরোহিরা ওরাকলকে খুঁজে পান না, তখনই ঝামেলা হয় ।”

“তাহলে সাদারা এখনও টিকে আছে কিভাবে?”

“কারন ওরা ভালোর উপাসনা করে, ব্ল্যাক কেন্ডারা করে খারাপের। কে না জানে যুদ্ধে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জয় হয় ভালোর। তাছাড়া মহিলাটা বলেছিল হোয়াইট কেন্ডাদের অনেকে নাকি জাদুকর, তাদের নাকি অনেক গোপন শক্তি আর সম্পদ রয়েছে। ব্ল্যাক কেন্ডারা শুধু বর্শা -কুড়াল দিয়া তার সাথে পেরে ওঠে না। এর বেশি আর কিছু জানি না। বুড়ি আমাকে আর তেমন কিছু বলেনি। ”

“বেজাটাউনে থাকতে আমাকে এসব বলনি কেন? আমি নিজে কথা বলতে পারতাম ...”

“দুটো কারণে বাস, প্রথমত বললে হয়তো আপনি আবার এই কেন্ডদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়তেন যেটা আমি চাইনি। কারন ওই বিশ্রী অভিযানে ঘুরতে ঘুরতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আর দ্বিতীয়ত, যে রাতে উনি আমাকে গল্পওটা বলেছিল সে রাতেই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে আর মারা যায়। মারা যাওয়ার পর তো আর আপনাকে ওর সাথে দেখা করাতে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই, তাই না? আরেকটা ব্যাপার হল মযিটুরা কিন্তু কেউই ওর কথা বিশ্বাস করত না। তাদের মতে মহিলা বিরাট মিথ্যাবাদী।”

“আসলে হাঙ্গ, খুব বেশি মিথ্যেবাদীও মনে হয় বলা যায় না... ” তারপর সব হারুত-মারুতের সব কাহিনী ওকে বললাম । মজার ব্যাপার হল শুনে ও মোটেও অবাক হল না। আমার মনে হয় হটেনটটরা সম্ভব আর অসম্ভব এই দুই ব্যাপার আলাদা করতেই জানে না, জানলে তো এই আজিব কাহিনী শুনে একটু হলেও অবাক হওয়ার কথা।

স্বাভাবিক গলার বলল, “আসলেই বাস, মহিলা বোধহয় একেবারে মিথ্যা বলেনি। তাহলে কোন পথে রওনা হচ্ছি, বাস? কিলবা হয়ে নাকি জুলুল্যান্ডের ভেতর দিয়ে? সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলতে হবে। ”

০৭... লর্ড র‍্যাগনালের কাহিনী ...

বাকি দিনটা হান্স এরেস্ট হওয়ার ভয়ে বাইরে গেল না। ঘর-বারান্দা-বাগানে ঘুরঘুর করে কাটালো। রাতে আমার সাথেই থাকল। পরদিন দুজনে আবার পুরানো আলোচনা শুরু করলাম। কিভাবে কেন্ডাদের কাছে পৌছা যায় এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। জুলুল্যান্ডে কোন সমস্যা হবে না আর মযিটুরাও ভালোভাবেই আমাদের নেবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু তারপর কি হবে সেটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া কিছু করার নেই। হয়তো কেন্ডাদের এলাকায় পৌঁছতেই পারব না, কিন্তু কমপক্ষে ভালো কিছু শিকার পাওয়া তো যাবেই আশা করছি। কথা বলতে বলতে বাইরে বেশ হইচই শুনতে পেলাম। হান্স দেখে এসে বলল, "বাস, দুজন ইংরেজ লোক এসেছে। মনে হয় আপনার কাছে। দুজনেরই সুন্দর মত চেহারা, কিন্তু কাউকেই আমি চিনি না।"

"নিশ্চয়ই কোম্পানির কোন শেয়ার হোল্ডার, লোক দুটো যদি আমার খোঁজে এখানে আসে তাহলে বলবে আমি একটা কাজে কঙ্গো গেছি, কবে আসব জান না।"

"ঠিক আছে বাস।"

বলে বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে বের হয়ে এলাম। বের হয়েই মনে হল "আমি অ্যালান কোয়াটারমেইন, দুজন ইংরেজের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালাচ্ছি?" নিজের উপরই মেজাজ খারাপ হল।"কি করেছি আমি যে দুইটা বাইরের লোকের সামনে দাড়াতে ভয় পাচ্ছি?" এসব ভেবে আবার বাড়ির সামনে বাগানে চলে আসলাম। গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম।

গেটের কাছে আসতেই এক লোকের গলা কানে এল

"ইকনা, ইনকুসি(অর্থ-জানিনা, স্যার)।"

তারপরেই পরিচিত একটা গলা কানে আসল, "মানে আমরা যাকে খুঁজছি, তিনি অনেক বিখ্যাত শিকারি। তাকে এই এলাকায় কি যেন একটা নামে ডাকা হয়, ঠিক মনে করতে পারছি না।"

বুকটা ধক করে উঠল, "হায় হায় এ তো মি সেভেজের গলা। এখানে কি করছে?" আর দেরি করলাম না। গেট খুলে লর্ড র‍্যাগনাল আর মি সেভেজকে দেখতে পালাম। আমার দিকে পেছন ফিরে আছে।

"কেমন আছ, র‍্যাগনাল? কেমন আছ, সেভেজ?"পেছন থেকেই বললাম। দুজনেই আমার দিকে তাকাল। "তোমরা যদি আমার খোঁজেই এসে থাক তাহলে ভেতরে এসো, এই কুটিরেই আমি থাকি। "হেসে বললাম।

দুজনকেই ভালো করে দেখে নিলাম। সেভেজের কোন অদল-বদল নাই আগের মতই আছে। কিন্তু র‍্যাগনালের পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। আগের মত সুন্দর, এক নজরেই মেয়েদের মনে হাওয়া লাগানোর মতই, কিন্তু কোথায় যেন মেঘের ছায়া।

“হ্যা, কোয়াটারমেইন।” র‍্যাগনাল এগিয়ে এসে হাত ধরে বলল, “তোমার জন্য সাত হাজার মাইল পাড় হয়ে এতদূর আসা। কিন্তু এসে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে হালুয়া টাইট হয়ে গেছে। একবার মনে হল হয়তো আবার নতুন কোন অভিযানে গেছ। ”

“যাইনি তবে যাওয়ার প্লান করছি। এক সপ্তা পড়ে আসলেই আর পেতে না।”

কথা বলতে বলতেই ভেতরে আসলাম। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছিল। লাঞ্চ সেরে বারান্দায় বসে পাইপে আগুন দিয়ে দুজনেই টানতে শুরু করলাম।

“তোমার ব্যাগ বস্তা কই?”

“কাস্টমসেই আছে।”

“ঠিক আছে সেভেজের সাথে কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি নিয়ে আসুক। ”

“দাও।”

তারপর সেভেজের সাথে এক লোককে পাঠালাম। একটা চিঠিও লিখে দিলাম যেন কাস্টমসে কোন সমস্যা না হয়।

“তো র‍্যাগনাল বল এবার, কি কারন তোমার, বাড়ি ছেড়ে এতদূর আসার।” একটু মজা করে বললাম।

“কারন ভাঙ্গা কপাল আমার।” হালকা করেই বলল র‍্যাগনাল।

“কেন বউ মরল নাকি?”

“অনেকটা সেরকমই। নিশ্চিত না হয়তো মরেই গেছে। তবে নিশ্চিত যে ওকে হারিয়ে ফেলেছি।”

এবার সত্যিই ধাক্কা খেলাম।

“মানে কি?”

“সত্যিই ওকে হারিয়ে ফেলেছি। কই আছে, কেমন আছে, আদৌ আছে কিনা কিছুই জানিনা। ”

“আসল ঘটনা বল।”

“দেঢ় বছর আগে আমাদের একটা ছেলে হয়। আমরা দুজনে এত সুখী ছিলাম যে মনে হত দুনিয়ায় যত সুখ পাওয়া সম্ভব বিধাতা আমাদের সব দিয়ে দিয়েছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, এত সুখ দেখে লুনা নিজেই ভয় পেত। গত সেপ্টেম্বরে ছেলেটাকে ও আর এক নার্স নিয়ে মিসেস স্ক্রুপের কাছে যাচ্ছিল। মিসেস স্ক্রুপেরও তখন বাচ্চা হবে। মাঝমাঝেই লুনা ওখানে যেত।

রাস্তায় একটা হাতি লুনাদের কার্টে হামলা করে। কে জানে কেন কার্টটা দেখে হাতিটার মাথা খারাপ হয়ে গেল, এসে কার্টটা উল্টে দেয়।পড়ে অবশ্য শুনলাম হাতিটা পাগল ছিল এর আগেও নাকি এক লোককে খুন করেছে।” এটুকু বলে একটু থামল তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করল, “কার্ট উল্টে দিয়ে নার্সের কোল থেকে বাচ্চাটাকে শুঁড় দিয়ে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল । আর কাউকে কিছু বলল না যেন সব আক্রোশ আমার ছেলেটার উপর। আর কেউ ওর কোন ক্ষতি করেনি, যা ক্ষতি দুধের

বাচ্চাটাই করেছিল। তারপর শান্ত ভাবে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে কিছুক্ষন শুঁকল যেন নিশ্চিত হল মারা গেছে কিনা। তারপর ভদ্রলোকের মত চলে গেল। পরে ওটাকে গুলি করে মারা হয়।”

“বল কি?”

“হ্যা, সর্বনাশের শুরু এখানেই। তারপর থেকে লুনা কেমন যেন হয়ে গেল। ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ বাসে থাকত। একা একা কথা বলত কোন বাচ্চার সাথে। ওই জাদুকরদের দেয়া লাল পাথরের মালাটা নিয়ে বসে থাকত। ঘটনার পর নেকলেসটা কখনই ওর কাছ ছাড়া করে নি ও। ওকে দেখে মোটেও অসুস্থ মনে হত না। কিন্তু ও পুরোপুরি অন্য মানুষ হয়ে গেল। ওফ কোয়াটারমেইন! ওকে দেখলেই আমার বুকটা ভেঙ্গে যেত।

আমি যা করতে পেরেছি করেছি। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ডাক্তারদের কাছে নিয়ে গেলাম ওকে। কেউ কিছু করতে পারল না। সবাই শুধু বলল, কোথাও থেকে ঘুরিয়ে আনতে। সেটা ওকে হেল্প করতে পারে। কেউ কেউ ওকে মিশরে নিয়ে যেতে বলেছিল। আমি মিশরে যাওয়ার তেমন একটা পক্ষপাতি ছিলাম না। কিন্তু একদিন লুনাই আমাকে বলল, একেবারে স্বাভাবিক গলায়।

“জর্জ, আমি মিশরেই যাব।” তারপর নেকলেসটা নিয়ে খেলতে শুরু করল।

পরদিন সকালে আমি যখন ওর কাছে গেলাম তখন আবার বলল, “আমার কবে মিশর যাচ্ছি?”

ওর এরকম কথা শুনে ডাক্তাররা খুশি হলেন বললেন ও নাকি আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। আমি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর ইচ্ছাপূরন করি।

আর দেরী করলাম না। মিশরের ভালো একটা জাহাজ ঠিক করলাম। চারজন গার্ডের ব্যবস্থাও করলাম। মিশরে মাস খানেক ভালোই কাটল। লুনাও স্বাভাবিক হতে শুরু করল। মিশরের প্রাচীন জিনিসপত্র দেখে বেশ মজা পাচ্ছিল। যখন সুস্থ ছিল তখন মিশর সম্পর্কে ওর আকর্ষণ ছিল। একদিন দেবী আইসিস আর তার ছেলে হরুসের একটা মূর্তি দেখিয়ে বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল, “জর্জ দেখ, পবিত্র মা আর পবিত্র শিশু।” বলে বেশ ভক্তি নিয়ে মূর্তিটাকে বো করল।

বিকেলে সাধারনত ও ডেকে চুপচাপ বসে থাকত একদিন হঠাত বলে উঠল “বাড়ি পৌঁছে গেছি।”

লুনা ওর মার সাথে ঘুমাত। সেদিন রাতে বেশ ভালো রকম বাতাস শুরু হল। মিশরীয়রা এই বাতাসকে খামসিন বলে। খামসিনের কারনেই বোধহয় একটা উটের ক্যারাভান তীরে দাড়ালো। সেরাতে আমার খুব ভালো ঘুম হল। মনে হয় জাহাজের অন্য সবাইও ভালো ঘুমিয়েছে। গার্ড রাও বোধহয় ঘুমিয়ে পরেছিল।

ঘুম ভাঙ্গল মিসেস ল্যাংডনের ডাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন লুনা আমার সাথে ঘুমিয়েছে কিনা। তারপর ওকে খোঁজা শুরু হল। লুনার বিছানা দেখে বোঝা গেল রাতে বিছানায় যায়নি ও। কোন জায়গা খোঁজা বাদ দেই নি। পুরো চারদিন আশেপাশের এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না।”

“তোমার কি মনে হয়?” জিজ্ঞাসা করলাম।

“সবাই বলছে অন্ধকারে হয়তো জাহাজ থেকে পড়ে গেছে ও। কিন্তু আমার মন মানল না। ওর সম্পর্কে যে কোন মূল্যবান সংবাদের জন্য এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করলাম। তবুও কোন লাভ হল না। ”

“তোমার নিজের কি ধারনা? তোমারও কি মনে হয় ও ডুবেই গেছে? ”

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি জানিনা, কিন্তু তোমার কি অন্য কিছু মনে হচ্ছে? ”

“আমার তো মনে হয় মিসেস র‍্যাগনাল এখনও বেঁচে আছেন ।”

“আমার মনও তাই বলে কিন্তু কোথায়?”

“সেটা মনে হয় হারুত আর মারুতই ভালো বলতে পারবে।”

“এরকম মনে হওয়ার কারন কি? ওদের সন্দেহ করার মত কোন কিছু তো দেখছি না। ”

“আমি তো অনেক কিছু দেখছি। প্রথম কারন, ইংল্যান্ডে হারুত-মারুতের হুমকি। দ্বিতীয়, মিশরে আসার অনেক আগেই তুমি বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে জাহাজ ভাড়া করেছিলে যে খবর সহজেই ছড়াতে পারে। আর নিজের নামেই করেছিলে তাই কেউ চাইলে নিশ্চিত হতে পারে তোমার আসার ব্যাপারে। তিন নাম্বার কারন, তোমার বউয়ের ঘুমের মধ্যে হাটার যে অল্প বেশি যে অভ্যাস আছে সেটা সহজেই তাকে কিডন্যাপ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক। চতুর্থ কারন সেদিন তুমি নদীর পাড়ে একটা উটের ক্যারাভান থামতে দেখেছিলে। পাঁচ নাম্বার, সেদিন রাতে জাহাজের সবার খুব ভালো ঘুম হওয়া। হয়তো খাবারে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল। তারপর খোঁজার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তাদের হয়ত কেউ ঘুষ দিয়ে থাকতে পারে, না খোঁজার জন্য। তুমি জান ওই এলাকায় ঘুষ ব্যাপারটা বেশ জনপ্রিয় । আবার মরুভূমিতে ঝড়ের রাত কারো চলার পথের চিহ্ন ঢাকার জন্য এক্কেবারে মোক্ষম। এখন এগুলাই মনে পড়ছে ভালোভাবে ভাবলে আরও কারন বের হবে সেটা শিওর।”

“তারমানে তোমার মনে হয় শয়তান হারুত-মারুতই লুনাকে কিডন্যাপ করেছে।”

“তোমার জায়গা থেকে তুমি তাদের শয়তান বলতেই পারো কিন্তু তাদের জায়গা থেকে হয়তো তারা নিজেদের জন্য ঠিক কাজটাই করেছে। আমার অন্তত ওদের খারাপ লোক মনে হয়নি।”

“মনে না হওয়ার কারন কি?”

উত্তরে কেন্ডাদের সম্পর্কে যতদূর জানি সবই বললাম। পুরোটা র‍্যা গনাল অনেক মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর বলল, “হুম ভুল বলনি। এখন আমারও কেন যেন মনে হচ্ছে পাগলা হাতির আমার ছেলেকে খুন করার সাথে অদ্ভুত কোন ব্যাপার জড়িয়ে আছে।”

“কিন্তু যে হাতি তোমার ছেলেকে মেরেছে সে তো আর জানা না। আফ্রিকায় এক হাতি দেবতার সাথে এক শিশু দেবতার শত্রুতা আছে তাই বলে ইংল্যান্ডে আরেকটা হাতি আরেকটা শিশুকে খুন করবে ? এটা যেমন মেনে নিতে পারছি না তেমনি এটাকে শুধু কা কতালীয় ভাবতেও পারছি না। বিশেষ করে যখন বাচ্চাটার মায়ের বুকে দেবতার মায়ের চিহ্ন আছে। ”

ওকে আর কিছু বললাম না। কারন ওকে আরো ভয় পাইয়ে দেয়ার কোন ইচ্ছা আমার নাই। কিন্তু আমি সত্যিই ভয় পাচ্ছিলাম। ইংল্যান্ডে যে বাচ্চাটা হাতির দ্বারা খুন হল হারুত মারুত নামে দুজন আফ্রি কান

পুরোহিত বিশ্বাস করে তার মা তাদের দেবতার অভিভাবক। আর এই দেবতার শত্রুও একটা হাতি। তাহলে কি ব্ল্যাক ম্যাজিক বা হোয়াইট ম্যাজিক বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে? আর তার প্রভাব যদি আফ্রিকা থেকে ইংল্যান্ডে যেতে পারে তাহলে আর কি কি করতে পারে সেই ম্যাজিক সেটা আর ভাবতে চাইলাম না।

র‍্যাগনাল বলে চলল, "শেষে কোন আশা নেই জেনেও ঈজিপ্ট পুলিশ আর ফ্রান্সের এক উকিলের হাতে পুরো ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসলাম ইংল্যান্ডে। লুনা আর বাচ্চাটাকে নিয়েই ছিল আমার দুনিয়া। ওদের হারানোর পর আমার পাগল হওয়ার দশা। জীবনের কোন অর্থ খুজে পাচ্ছিলা ম না। ঠিক করলাম আর পারব না। হয়তো আত্মহত্যা করে ফেলতাম যদি না সেভেজ থাকত। লোড করা পিস্তল নিয়ে একদিন স্টাডিতে বসে কিছু দরকারি চিঠি লিখছিলাম। এই তো মাস দুয়েক আগের ঘটনা । মাঝরাতে চিঠি লেখা শেষ হতেই দেখি দরজায় সেভেজ দাড়িয়ে আছে।

"কি ব্যাপার সেভেজ কি চাও?"

"মাই লর্ড, মিশরের ঘটনা নিয়ে আপনার মত আমিও বেশ চিন্তিত ছিলাম। আর চিন্তা করতে করতে বোধহয় আমি পাগল হয়ে গেছি। উলটা পাল্টা সব স্বপ্ন দেখছি। আজ আপনি যখন আমাকে চলে যেতে বললেন তখন খুব খারাপ লেগেছিল। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে একটা সাপ দেখলাম। সাপটা আমাকে পরিস্কার ইংরেজীতে বলল, "সেভেজ তাড়াতাড়ি ওঠ। তোমার মালিককে বল আফ্রিকায় মি কোয়াটারমেইনের কাছে যেতে। তোমার মালিকের মনে শয়তান ভর করেছে। তোমার লর্ডকে বলবে, কোয়াটারমেইনের ওকে কিছু বলার আছে। সে স্টাডিতে দরজা আটকে বসে আছে। দেরী করোনা তাড়াতাড়ি যাও। আর সে যদি তোমার কথা শুনতে না চায় তাহলে তাকে স্টাডিটা ভালো করে দেখতে বলবে। তাহলেই বুঝবে একটা শুধু স্বপ্ন না। "

"ঠিক এই কথাই বলেছিল সেভেজ। পরে আমি ঠাণ্ডা মাথায় আমার পকেট নোট বুকে পুরোটা লিখে রেখেছিলাম।"

"অদ্ভুত।" আর বলার মত কিছু মাথায় আসল না।

"আমারও মনে হয়েছিল এটা অদ্ভুত এক স্বপ্ন ছাড়া কিছু না। কিন্তু হঠাৎ আমার চোখ পড়ল লুনার পোট্রেটের দিকে। কোয়াটারমেইন, তুমি খেয়াল করেছ কিনা জানিনা তুমি যখন আমার বাড়িতে গিয়েছিলে তখন আমার স্টাডিতে পর্দা দিয়ে ঢাকা একটা পোট্রেট ছিল লুনার। "

"হ্যা মনে আছে। পর্দা দেয়া পোট্রেট ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকেছিল।"

"আরে অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার তো অদ্ভুতই তো লাগবে। প্রেমিকের খেয়াল আর কি...। লুনার সাথে এংগেজমেন্টের পর করিয়েছিলাম। তো বিয়ের পর পর্দা খুলেছিলাম ঠিকই কিন্তু মিশর থেকে আসার পর ওই ছবিটার দিকে চোখ পড়লেই সব এলোমেলো লাগত। তাই আবার ওটার ওপর পর্দা দিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেইরাতে দেখলাম আবার পর্দা সরানো। আমার স্পষ্ট মনে ছিল সন্ধ্যায় আমি যখন ঘরে ঢুকেছিলাম তখনও পর্দা টানানোই আছে। আর আমি ছাড়া কেউ রুমেই ঢুকে নি। আর ওটা সরানোর মতও কেউ নেই। পরে আমি সবাইকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম কেউ সরিয়েছে কিনা। কেউ সরায়ও নি। অবশ্য ডিনারে যখন গিয়েছিলাম তখন কেউ করতে পারে কিন্তু মনে হল না এরকম কেউ করবে।

সেভেজ জানিনা তোমার স্বপ্ন কোন স্বপ্নের চেয়ে বেশি কিছু কিনা কিন্তু আমারও মনে হয় এই সময় আমাকে যদি কেউ কোনরকম সাহায্য করতে পারে সেটা মি কোয়াটারমেইন। আজ রোববার। আফ্রিকার জাহাজ বোধহয় শুক্রবার ছাড়ে। তুমি দু টো টিকেট বুকিং দিয়ে ফেল।”

“তার সাথে ওকে কিছু অস্ত্র শস্ত্র কিনতে বললাম। জানিনা আফ্রিকায় এসে কোন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে তাই। ও সব কিছু করল আর তারপর আমরা এখানে। ” র‍্যাগনাল শেষ করল।

“এক রেজিমেন্ট সৈনিকের মোট অস্ত্র, তোমার কাছে যদি কিছু অস্ত্র মনে হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই।”গেটের দিকে তাকিয়ে বললাম। ওখানে সেভেজ একটা কার্টে করে তাদের মাল পত্র নিয়ে কেবল পৌঁছেছে।

০৮... অভিযানের সূচনা...

সব মাল পত্র নামিয়ে স্টোর রুমে তালা দিয়ে রাখলাম। গোলাবারুদ আলাদা করা হল। র‍্যাগনাল আর আমি সেগুলো খুলে দেখছিলাম। সব ধরনের অস্ত্র শস্ত্রের ভালো প্যাকেজ তৈরি করে এনেছে র‍্যাগনাল। হাতি মারা বন্দুক থেকে শুরু করে কোমরে সহজেই গুজে রাখার মত পিস্তল পর্যন্ত সব আছে। বন্দুক গুলো যখন বসার ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হচ্ছিল তখন হান্স তো পারলে খুশির চোটে লাফালাফি শুরু করে। সে প্রতিটার আলাদা আলাদা নাম দিতে শুরু করল। একটা হাতে নিয়ে বলে উঠল, "বাস এটা দিয়ে স্বয়ং শয়তানকেও মারতে পারবেন। কিন্তু তারপরেও ইন্টম্বিকে নেয়া উচিত।"-- ইন্টম্বি হল আমার অনেক পুরানো একটা বন্দুক। সাইজে ছোট হলেও অতীতে আমাকে অনেক সার্ভিস দিয়েছে। যারা আমার লেখা 'মেরি' আর 'দ্য হোলি ফ্লাওয়ার' কাহিনি পরেছেন তারা জানেন ওটার কথা-- "কারন বাসের নিশ্চয়ই জানা আছে, সুন্দরী যুবতী বউয়ের চেয়ে মুটি পুরনো বউয়েই বিশ্বাস বেশি। লোকে তো আর সাধে বলে না, পুরানা চাল ভাতে বাড়ে। "

কথাগুলো র‍্যাগনালকে অনুবাদ করে শুনালাম। শুনে ও হাসতে শুরু করল। ওকে হাসতে দেখে ভালো লাগল। ও হ্যা বলে রাখা উচিত র‍্যাগনাল কম করেও পঞ্চাশটা রাইফেল এনেছিল তাছাড়াও ছিল সদ্য বাজারে আসা বড় বোরের স্নাইডার আর এত গুলো রাইফেল টাইফেলের জন্য যথেষ্ট গোলাবারুদ। যদিও তখন কাস্টমস এখনকার মত এত কড়া ছিল না তার পরও আমাকে জিনিস পত্র গুলো ছাড়াতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল। তাছাড়া র‍্যাগনাল নাটাল সরকারের কাছ থেকে একটা অনুমোদন জোগাড় করতে পেরেছিল। অনুমোদনটা এই মর্মে যে সব অস্ত্র শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা মূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য বিক্রি বা বিনিময়ের জন্য নয়।

সেরাতে ঘুমানোর আগে র‍্যাগনালকে ওই অর্কিড অভিযানের গল্প বললাম। দেখে মনে হল ও বেশ মজা পেয়েছে। তারপর বোনা ফাইড সোনার খনির কাহিনী বললাম।

সব শুনে ও বলল, "এক লোককে দিয়ে সব কাজ আসলে হয় না। বোঝা গেল তুমি ভালো শিকারি হতে পার, সফল অ্যাডঞ্চারার হতে পার কিন্তু ভালো ব্যবসায়ী নও মোটেও।"

তারপর র‍্যাগনাল খনি সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিল। আর পকেট নোটবুকে লিখে রাখল। জিনিসটা কেমন কেমন লাগল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসলাম যে আমার সাথে সিরিয়াস একটা সম্পর্কে জড়ানোর আগে হয়তো আমার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কয়েক দিন পর পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল। একদিন সকালে চিঠিপত্র দেখতে বসলাম। মাঝে কয়েকদিন দেখিনি বলে অনেকগুলো জমে গিয়েছিল। প্রথম চিঠিটা এরকম,

"জনাব, টাকা ঢালার সময়ই জানতাম, ঠিক ঘোড়ার পেছনেই ঢালছি। আমি বোনা ফাইড খনিতে যে শেয়ার কিনেছিলাম আপনি তার সমপরিমান টাকার যে চেক পাঠিয়েছেন সেটা পেয়েছি। আপনি যে সৎ লোক তা জানতাম। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।"

খনি সংক্রান্ত সব চিঠিতে একি কথা। টাকা ফেরত পেয়েছে। কিন্তু পেল কিভাবে? বারান্দায় আসলাম দেখি হান্সের হাতে একটা কাগজ। নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা,

"স্যার, আপনি বোনাফাইড গোল্ড কোম্পানির শেয়ার কেনা বাবদ যে ৬৫০ পাউন্ড দিয়েছিলেন সেটা ফেরত পাঠানো হল। ব্যাঙ্ক ড্রাফট ঠিক মত পেলে দয়া করে জানাবেন।"

সাথে একটা ৬৫০ স্টারলিং এর ড্রাফট। পুরোটা হান্সকে বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, "তুমি তোমার টাকা ফেরত পেয়েছ।"

ড্রাফটের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে হান্স বলল, "বাস, এটা টাকা? এরকম একটা কাগজই তো আমি টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। বাস, এটা আপনি আপনার কাছে রেখে দিন।"

"না হান্স। টাকা যখন ফেরত পেয়েছই তখন আমার সাথে যাবার আর কি দরকার, আবার একটা ফার্ম করে ফেল।"

ও এক মুহূর্ত ভাবল তারপর কেবল ড্রাফটটা ছিড়তে যাবে কিন্তু আমি সময় মত কেড়ে নেয়াতে ড্রাফ ট বেচারা ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেল।

"ওই কাগজটা যদি আপনার কাছ থেকে আমাকে আলাদা করতে চায় তাহলে ওটা আমি ছিড়ে খেয়েই ফেলব।"

"গাধার বাচ্চা গাধা।"

পরে আমি যে টাকা ইনভেস্ট করেছিলাম সেই ১৫০০ পাউন্ডেরও একটা চেক পেলাম।

বুঝতে সামান্য দেরি হলেও বুঝলাম সবার টাকা ফেরত পাওয়ার ছড়িটা র‍্যাগনাল নাড়াচ্ছে। তার পক্ষে এটা কোন সমস্যাই না। এই টাকা তার হাতের ময়লা সেটা জানি কিন্তু প্রশ্ন হল, এই টাকা কি আমার নেয়া উচিত হবে?

আরও প্রায় পঞ্চাশটা স্নাইডার রাইফেল কাস্টমসে আটকে ছিল। ওগুলোর ব্যাপারে কথা বলেই ফিরেছিল র‍্যাগনাল। যখন ওকে টাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন ও বলল,

"বন্ধুত্বের জন্য, অবশ্য যদি আমাকে তুমি বন্ধু মনে না কর তাহলে কিছু বলার নেই। আসলে খুব ইচ্ছে করছিল তোমার সমস্যায় নিজেকে কাজে লাগাতে। আর তাছাড়া ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আমার কাজ করে দেওয়ার চেয়ে, বোঝা ছাড়া তুমি ভালো সার্ভি স দিতে পারবে, কি বল?"

"কিন্তু এতগুলো টাকা ...।"

"আর এসব বাদ দিলেও তুমি যে আমার কাজটা করে দেবে সেটা প্রফেশনাল শিকারি আর গাইড হিসেবে বিনে পয়সায় কেন দেবে।"

"কিন্তু কাজ শুরু হওয়ার আগেই..."

"কিন্তু কিন্তু বাদ। টাকা নিয়ে আর কোন কথা শুনতে চাই না। টাকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই এখন আমাদের আছে।"

টাকার ব্যাপার ওখানেই শেষ। র‍্যাগনাল কোনভাবেই ওই ব্যাপারে আর কোন কথা চাইল না। পরে আমরা কিভাবে যাব না যাব সে ব্যাপারে বেশ কিছুক্ষন আলোচনা হল ।

কিছুক্ষন পর জানালাটা খুলে আস্তে আস্তে দুবার শিস বাজালাম। মিনিট খানেক পর হাজি র হল হান্স।

“বাস, আমাকে ডেকেছেন?”

“হুম, আধারে আলোর দিশারী ।”আর কিছু না বলে চুপ করে থাকলাম ।

ও আমার কাছে একটু জিন চাইল। দিলাম। তারপর ও বলতে শুরু করল।

“আমার মনে হয় বাস আপনার কিলওয়া দিয়ে না যাওয়াই ভালো। যদিও এর মানে হল জাহাজের জন্য অপেক্ষা করা অথবা কোন জাহাজ ভাড়া করা। কিন্তু কিছু দিন আগে আপনি ওই এলাকার লোকজনকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তাতে ওদিকের লোকেরা আপনার উপর যথেস্ট খ্যাপা। সুযোগ পেলে ছেড়ে দেবে না নিশ্চিত। আর অন্য দিকে জুলুল্যান্ডে আপনি অনেক পরিচিত। সবাই আপনাকে ভালোও বাসে। আর সাথে বেশি লোক নেয়া উচিত হবে না। তাতে সময় বেশি লাগবে, ঝামেলাও বাড়বে । জুলুল্যান্ডে থাকতেই আমরা মযিটুদের কাছে ওখানে যাওয়ার খবরটা দিতে পারি। তাতে মযিটুদের রাজা এখন বাউছি হোক আর যেই হোক আমাদের নেয়ার জন্য কুলি সহ লোক পাঠাবে। আর তার আগ পর্যন্ত কুলি ভাড়া করে এগিয়ে যেতেও কোন অসুবিধা হবে না।”

“আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে।” ধীরে সুস্থে বললাম।

“বেশি লোক নিয়ে যাওয়া যাবে না মরুভূমিতে এত মানুষের নাস্তা পানির ব্যবস্থা করবেন কিভাবে? আর এত অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এত লোক দেখলে হোয়াইট কেন্ডারা যত যাই বলুক না কেন ব্ল্যাক কেন্ডারা ভাববে আমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছি আর একজন একজন করে ধরে কলাগাছের মত কাটতে শুরু করবে।”

“হুম! ভালো বলেছ।”

ও যা যা বলেছিল সব একদম ঠিক। পরে আমরা জুলুল্যান্ডের ভেতর দিয়েই সেভাবেই গিয়েছি এখানে যেভাবে হান্স বলেছে।

আর এখানে বলে রাখা ভালো, স্থানীয় লোকজন র‍্যাগনালের নাম দিয়েছে ‘ইগেজা’। জুলু ভাষায় ‘ইগেজা’ মানে হল সুন্দর । আর সেভেজের নাম হল ‘বেনা’ । জানিনা কেন ওকে এই নাম দেয়া হল কিন্তু জুলুতে বেনা অর্থ বুক উচু করা। অবশ্য অন্য কোন অন্তর্নিহিত অর্থও থাকতে পারে।

প্রায় পনের দিন পর আমরা রওনা হলাম। আমাদের সব জিনিসপত্র দুটো ওয়াগনে নেয়া হয়েছে। সাথে যেই সব জিনিস পত্র আছে র‍্যাগনালের আশীর্বাদে ওইগুলোই বাজারের সেরা। এমনকি আমরা যে ঘোড়া গুলোর উপর বসে আছি সেগুলোও ফাটাফাটি ধরনের। তরতাজা, কষ্ট সহিষ্ণু, সুন্দর। আরেকটা মজার ব্যাপার হল রাইডার যেন ঘোড়ার পিঠ থেকেই স্যুট করতে পারে এজন্য ঘোড়াগুলো বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

এক কথায় যেটা দরকার মনে হয়েছে, সবচেয়ে বেশী টাকা খরচ করে সেটার সবচেয়ে ভালোটা কেনা হয়েছে।

র‍্যাগনাল, সেভেজ আর আমি ঘোড়ার পিঠে বসে আছি। আর হান্স একটা ওয়াগনের ড্রাইভিং সিটে। ওয়াগন গুলোও চমৎকার। রাতে ঘুমানোর জন্য পেছনে ছোট্ট জায়গা আছে । ছোট্ট কিন্তু আরামদায়ক।

০৯... মরুতে মুখোমুখি...

কেন্ডা ল্যান্ডে যাওয়ার পুরো কাহিনীর বিস্তারিত লিখে পাঠকদের বিরক্ত করতে চাই না। জুলুল্যান্ড পর্যন্ত কোন রকম বড় সমস্যায় পড়লাম না। সেখানে আমি মোটামুটি পরিচিত হওয়ায় কোন সমস্যা তো হলই না বরং যে যেভাবে পারে সাহায্য করল। মযিটুতে খ বর পাঠানোর জন্য তিনজন লোকও পেয়ে গেলাম। বিনিময়ে ওদের পাঁচটা গরু দেব বললাম। চুক্তি হল ফিরে এসে তারা তাদের পারিশ্রমিক পেয়ে যাবে। তাদের কেউ যদি মারা যায় তাহলে তাদের পরিবারকে পৌঁছে দেয়া হবে। কারন আফ্রিকায় জীবনের কোন গ্যারান্টি নাই। পরে জেনেছি তিনজনের একজন নাকি প্রথমেই মারা গিয়েছিল শর্টকাট নিতে গিয়ে। নদীতে ডুবে। আরেকজন সিংহের পেটে গেছে । তৃতীয় জন খবর পৌঁছে দিয়েছিল মযিটুতে।

লুবা নদীর পর আর ওয়াগন নিয়ে যাওয়া যাবে না জানতাম, তাই মযিটুর রাজাকে খবর পাঠিয়েছিলাম যেন আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য একশো কুলি পাঠায়। সেখান থেকে কুলিরা মাল পত্র বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর জলুল্যান্ডেই পনের দিনের বিরতি দিলাম যাতে ষাঁড় গুলোর গায়ে কিছু মাংস লাগে। সেতসি মাছির কামড়ে কয়েকটা ষাঁড় মরে গেল তাই একটা ওয়াগন ছাড়তে হল। সেজন্য কিছু জুলু কুলি নিলাম লুবা পর্যন্ত মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। একসময় তিন ওঝার কাছে চলে আসলাম। তিন ওঝা হল তিনটা মাঝারি সাইজের পাহাড়। জুলুরা পাশাপাশি দাঁড়ানো এই তিন পাহাড়কে তিন ওঝা বলে। এখানেই মযিটু কুলিদের আসার কথা। কয়েকদিন ওখানে অপেক্ষা করলাম। প্রায় প্রতিদিনই সবচেয়ে উচু পাহাড়ে উঠে দূরবীন দিয়ে দেখলাম। কিন্তু মযিটুদের কোন চিহ্নই নাই। হয়তো মযিটুদের কাছে খবরই পৌঁছায়নি, শেষে ঠিক করলাম একটু এগিয়ে যাব। সমস্যা শুরু হল এখানেই জুলুদের কেউ লুবা নদী পাড় হওয়া তো দূরের কথা ওই নদীর পানিতে পা ভেজাতেই রাজি হল না। ওই নদী নাকি জুলুদের জন্য যম। শেষ পর্যন্ত তিন জন কুলি রাজি হল কারন তাদের শরীরে নাকি মিশ্র রক্ত। ওদের দ্বারাই ধীরেধীরে কিছু জিনিসপত্র নদী পাড় করলাম। বাকিরা সবাই নদীর এপারে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখল। ঠিক এই সময় যে ঘটনাটা ঘটল সেটাকে গোদের ওপর বিষফোড়া বলা যায়। হুট হাট কথা নাই বার্তা নাই ওই তিন জন কুলির দুই জন অজানা কারনে মারা গেল। আমি কিন্তু জীবনেও বিশ্বাস করব না নদীর পানিতে কোন জাদু মন্ত্র আছে যার প্রভাবে লোক দুইটা মারা যেতে পারে। কিন্তু জুলুদের ওপর এর প্রভাব হল মারাত্মক। আর আমাদের উপর এই প্রভাব বা কুপ্রভাবের প্রভাব হল আরো মারাত্মক। জুলুরা একে একে সব পালাতে শুরু করল। কিছু করার আগেই বেশিরভাগ পালিয়ে গেল। যারা থাকল তাদের নিয়ে আর সব মালপত্র সমেত এগোনো অসম্ভব। মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি কি করা যায় এই সময় হান্স খবর নিয়ে এলো নদীর একটু দূরে নাকি সে মানুষের কথাবার্তা শুনেছে।

ওর কথা শুনে পাহাড়ে উঠলাম। দেখলাম বেশ কিছু লোকের জটলা। হাতের বর্শা দেখে ওরা যে মযিটু সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। লোক গুলো একটু এগিয়ে আসতেই অনেক পুরনো এক বন্ধুকে দেখলাম। মযিটু

যোদ্ধাদের জেনারেল বাবেম্বা। এক চোখওয়ালা এই সাহসী লোকটা আমার আর হান্স এর সাথে আগেও আরো কয়েকটা অভিযানে ছিল। আমি এগিয়ে গেলাম।

আমাকে দেখেই বাবাম্বা দুই পাটি দাঁত বের করে বলল, "ও মাকুমাজন, ভাবিনি আপনার সাথে আবার দেখা হবে। আপনাকে দেখে অনেক খুশি লাগছে। আর তোমাকেও স্বাগতম, আধারে আলোর দিশারী, আগুনের রাজা(হান্সের আরেকটা জুলু নাম), তোমাকে দেখেও অনেক ভালো লাগছে।কিন্তু ডগীটা, ওয়ালিজা ওরা কই?"

"অনেক দূরে, সাত সাগর আর তের নদীর পাড়ে, বন্ধু। কিন্তু তাদের জায়গায় অন্য দুজন আছেন। ইনকুসি ইগেজা আর বেনা।" তারপর র‍্যাগনাল আর সেভেজকে দেখিয়ে ওদের জুলু নামে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ওকে অনেকদিন পর দেখে, আমারও ভালো লাগছিল।

এক মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে র‍্যা গনালকে দেখিয়ে বলল, "ইনি মানুষটা বড় সেটা যেমন বুঝা যাচ্ছে, তেমনি বোঝা যাচ্ছে(সেভেজকে দেখিয়ে) ইনি মোরগ কিন্তু ঈগলের ছাল পড়ে ঈগল হওয়ার চেষ্টা করছেন।"

ব্রেকফাস্টের সময় জানতে পারলাম, রাজা বাউছি মারা গেছেন। তার জায়গায় নতুন রাজা তার ছেলে। এর নামও বাউছি। আগুনে পোড়ার পর বেজাটাউনকে যে কোন সময়ের চেয়ে আরো বেশি সুর ক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়েছে। খাওয়ার পরে বাকি জুলুদের বিদায় করে দিলাম। কাজে লাগবে না বলে ওয়াগনটা ওদের দিয়ে দিলাম। লাফিয়ে কুদিয়ে বিদায় সংগীত গেয়ে ওরা বিদায় নিল।

তারপর আরো দুদিন সেখানে থাকলাম। মযিটুরা আন্তরিকভাবেই আমাদের সাহায্য করছিল। যাত্রা বিরতি শেষে আবার চলতে শুরু করলাম। পরের একমাসে বলার মত কিছুই ঘটল না। কোনরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই নতুন বেজাটাউনে পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমাদের ভালো ভাবেই গ্রহন করা হবে জানতাম কিন্তু এত ভালোভাবে সেটা আশা করিনি। রাজা স্বয়ং এলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। সদাহাস্যজ্জল চেহারার রাজাকে আমার বেশ পছন্দ হল। আমাদের সম্মানে বেজাটাউনে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন রাজা। আমাদের থাকতে দেয়া হল বিরাট এক গেস্ট হাউজে। কথায় কথায় রাজা ওখানে আসার বিশেষ কোন কারন আছে কিনা জানতে চাইলেন। বললাম কেন্ডাল্যান্ডের কথা। আসলে মোটামুটি সবই তাকে বললাম । শুনে সবাই বেশ অবাক হল। বাবেম্বা বলল, " কেন্ডাদের এলাকায় যাবেন! মাকুমাজন আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?"

"রিকা টাউনে যাওয়ার সময়ও তুমি আমাকে পাগল বলেছিলে। কিন্তু এখনও আমি বহাল তবিয়তে বসে আছি।" বেশ আমুদে গলায় বললাম।

"সেটা ঠিক আছে কিন্তু কেন্ডাদের কাছে পোঙ্গরা তো নিতান্ত শিশু।"

"ভালো তো। এবার বল শুনি তুমি ওদের সম্পর্কে কি জানো। তার আগে আমার কথা শোন... " তারপর পুরো কাহিনী ওকে বললাম। হান্সের কাছে যা শুনেছিলাম তা থেকে শুরু করে লেডি র‍্যা গনালের ঘটনা সবই বললাম।

সব শুনে বাবেম্বা বলল, “হুম বুঝলাম। আর আগুনের সর্দার যে মহিলার কথা বলেছে তাকে আমি ভালোকরেই চিনি। উনি আমার এক চাচার বউ ছিলেন। ব্ল্যাক কেন্ডারা কঠিন ভয়ঙ্কর। ওদের রাজাকে সিম্বা বলে ওরা। সিম্বা মানে সিংহ । আর এই সিম্বা সিংহের মতই হিংস্র। এরাই জানার পূজা করে। জানাই হল সেই হাতি যার কথা আগুনের সর্দার বলেছেন। আর হোয়াইট কেন্ডাদের সম্পর্কে তেমন একটা জানি না। তবে এরা মূলত আরব আর ব্যবসা-ট্যাবসা করে। কিন্তু এরা কেউই ওদের এলাকায় কোন বাইরের লোককে ঢুকতে দেয় না। আর যদি কেউ ঢুকে পড়ে তাহলে তাকে মেরে ফেলে। এজন্যই এদের খবর বেশি একটা বাইরে যায় না। তবে এই হোয়াইট কেন্ডারা নাকি উট পালে আর ওদের উটের নাকি ভালো চাহিদা আরব দেশে। মাকুমাজন, ওদিকে যাওয়ার দরকার নাই, মরুভূমি পাড় হয়ে ব্ল্যাক কেন্ডাদের এলাকায় গেলেই ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে, যদি ওদের হাত থেকে বেঁচে যান তাহলে ওদের রাজা সিম্বা আপনাকে মেরে ফেলবে, সিম্বার হাত থেকে বাঁচলেও জানা আপনাদের মেরে ফেলবে। জানাকেও যদি ফাকি দিতে পারেন কোনভাবেই হোয়াইট কেন্ডাদের জাদুকরদের ফাকি দিতে পারবেন না। না মেরে ছাড়বেই না।”

“তাহলে ওরা আমাদের ডাকল কেন?”

“তা আমি কিভাবে বলব? হয়তো জানার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার জন্য।”

“যাই হোক, যে জন্যই ডাকুক ওখানে আমদের যেতেই হবে। নিজেরাই গিয়ে দেখতে চাই কি হচ্ছে ওখানে।” বেশ জোড় গলায় বললাম।

র‍্যাগনালকে সব অনুবাদ করে শোনানোর পর সেও একই কথা বলল। কিন্তু সেভেজ যা বলল তাতে মেজাজ আরো খিঁচরে গেল। গাধাটা এই সময় আর সব কিছুর চিন্তা বাদ দিয়ে বলল , “ওই যাদুকরদের ওখানে সাপ নাই তো?”

ওর কথা শুনে বাবেম্বা দিগুন উৎসাহ নিয়ে বলল, “সাপ নাই মানে? আস্পিতের সর্দার স্বয়ং ওখানে উপস্থিত আর সে-ই হোয়াইট কেন্ডাদের দেবতা। এই আস্পিতের সর্দার নাকি এত বড় সাপ যে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।”

তারপর রাজা বাউছি, বাবেম্বা সবাই আমাদের অনেক বোঝনোর চেষ্টা করল। কিন্তু আমরা তো টলার পাত্র নই। শেষে রাজা রাজি হলেন। আমাদের মরুভূমির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কুলির ব্যাবস্থা করেও দিলেন। কিন্তু এটাও বলে দিলেন যে সবাই কেন্ডাদের খুব ভয় পায় তাই যদি ওদের এলাকার আশেপাশে যাওয়ার ভয়ে কুলিরা পালায় তাহলে কিছু করতে পারবেন না।

চারদিন পর আমরা আবার রওনা হলাম। বাবেম্বার নেতৃত্বে একশো বিশ জন বাছা বাছা লোক নেয়া হল জিনিসপত্র বয়ে নেবার জন্য। রওনা হওয়ার আগের দিন হান্স এসে বলল, কিছু একটা লিখে দিতে। কি লিখে দিতে হবে জিজ্ঞাসা করলাম। ও বলল, কেন্ডাল্যান্ডে যদি ওর কিছু হয় তাহলে ওর যাবতীয় সব সম্পত্তি যেন আমি পাই সেই জন্য একটা উইল করবে। শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

প্রায় এক মাস চলার পর সেই দ্বীপের কাছে পৌঁছলাম যেখানে আগে পোঙ্গরা থাকত। সেখান থেকে শ’খানেক মাইল দূরে এক জায়গায় আসলাম যেখানে নোমান্ড জাতির বাস। এরা শিকার করে পেট চালায়।

আর শিকার করে বিষ মাখানো তীর দিয়ে। দুজন মযিটুকে এরা তীর মেরেছিল। দুজনই মারা যায়। মেডিসিন বক্সে এন্টিভেনম যেগুলো ছিল, কোনটাই কোন কাজে লাগল না। কিসের বিষ যে ব্যবহার করে ঈশ্বরমালুম। এদিকে আবার ওদের তীর মারার ফলাফল হিসেবে সেভেজ দুইটা গুলি করল। মাত্র পাঁচ গজ দূর থেকে। দুইটাই মিস। এত খারাপ শট আমি জীবনে দেখিনি। কপাল ওর ভালোই বলতে হবে দু 'দুটো তীর ওর গায়ে লাগলেও বেঁচে গেল। একটা হেটে লাগল আরেকটা লাগল প্যান্টে। কোনটাই চামড়া ভেদ করতে পারেনি, এটাই ওর কপাল।

যত এগোচ্ছি, জনমানবের চিহ্ন তত কমছে। একসময় মরুভূমিতে পৌঁছে গেলাম। তারপর আর মজিটুরা আমাদের সাথে আসতে চাইল না। সামনে যতদূর চোখ যায় মরুভূমি। কি করব না বুঝে ওখানেই ক্যাম্প ফেললাম। কারন কাছেই একটা সুপেয় পানির ঝর্না আছে।

জায়গাটা শিকারিদের জন্য স্বর্গ। ছোট বড় সব রকমের শিকার বিদ্যমান। রাতে পানি খাওয়ার জন্য সবার এখানে আগমন। বড় বড় হাতির পালও আসে বোঝা গেল। একবার ভাবলাম কিছু দাঁত খুব সহজেই পেতে পারি। বাউছির কাছে পাঠিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু মন সায় দিল না। ওদের আচার আচরনেই বোঝা যায় মানুষ দেখে বা মানুষ ভয় পেয়ে অভ্যস্ত নয় প্রানীগুলো। খুব সহজেই কাছাকাছি যাওয়া যায়। সেভেজই মাত্র পাঁচ-সাত পা দূরে থেকে একটাকে মারল।

পনের দিন ওখানে থাকলাম। মাংসের কোন অভাব হল না। এরমধ্যে দুবার মরুভূমিতে গেলাম দুবার কিন্তু আশা করার মত কিছু দেখালাম না। মযিটুরাও বিরক্ত হয়ে গেল বসে থাকতে থাকতে। বাবেম্বা জিজ্ঞাসা করল এভাবে বসে থাকার মানে কি? আমি বললাম হোয়াইট কেন্ডাদের একজনের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি যার এখানে আমাদের নিতে আসার কথা। শুনে ও বলল, "কেন্ডারা এখান থেকেও অনেক দূরে থাকে, মরুভূমির ওপার থেকে এপাশে আমাদের আসার খবর পাওয়া অসম্ভব। তাই এখানে বসে থাকাটাও বোকামী। আর আমার লোকজনও বাড়ি যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।"

র‍্যাগনালকে জিজ্ঞাসা করলাম কি করা যায়? সে শেষ না দেখে যাওয়ার পক্ষ পাতি নয়। একবার বলল, "তোমরা সবাই যাও, আমি একাই থাকলে....." আরো কিছু হয়তো বলত কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আর বলার সাহস পেল না। এদিকে হান্স আমাকে ছেড়ে যাবে না আবার সেভেজও র‍্যাগনালকে ছেড়ে যাবে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল মযিটুরা আমাদের জন্য আরো তিন দিন অপেক্ষা করবে তারপর সামনে এগোনোর কোন ব্যবস্থা না হলে সবাই ফিরে যাব। আর যতটা পারি আইভরি নিয়ে যাব।

পরবর্তী প্রতিটা ঘন্টা উৎকণ্ঠায় কাটল। আমার কেমন অস্থির অস্থির লাগছিল। তিন দিন পাড় হয়ে গেল। কোন ঘটনাই ঘটল না। পরদিন সকালে আমরা আবার ফিরতি পথ ধরব। রাত দুইটার দিকে হান্সের ফিসফিসানিতে ঘুম ভাঙ্গল।

"বাস, দুইটা ভূত আপনার কাছে এসেছে।"

বাইরে তাকালাম। সাদা আলখাল্লা পরা দুটো অবয়ব। ভূতের মতই লাগছে দেখতে। চোর-টোর নাকি? বালিশের নিচে পিস্তলটাতে হাত দিলাম।

"অতিথিকে পিস্তল দেখানোই কি আপনাদের রীতি, মাকুমাজন? "

বুঝলাম না রাতের বেলা অন্ধকারে কম্বলের নিচে একজন মানু ষ কোন কিছুতে হাত দিলে আরেকজন দূর থেকে কিভাবে সেটা বুঝতে পারে! তবে বুঝলাম এই গলা আমি দুবছর আগে র‍্যা গনাল ক্যাসলের ড্রয়িং রুমে শুনেছি।

"হ্যা হারুত, যদি সেই অতিথি মাঝ রাতে চোরের মত আসে। আর এত দেরি করে আসার মানে কি? তোমাদের রীতি কি কাউকে দাওয়াত দিয়ে বসিয়ে রাখা?"

"ক্ষমা করবেন, মাকুমাজন, আপনি যখন বেজা টাউনে এসেছেন তখনই আমরা রওনা দিতাম কিন্তু যখন জানলাম আপনার সাথে অনেক মালপত্র আছে তখন উট জোগাড় করতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে।"

"তো ভালো। চলেই যখন এসেছ, ভেতরে এসো, একটা ড্রিঙ্ক নাও। ঠাণ্ডায় খুব মজা লাগার তো কথা নয়।"

হারুতের সাথে মারুতও আছে। ড্রিঙ্ক টোস্ট করে হারুত বলল, "আপনার সুস্বাস্থ্য কামনায়।"

"এখন বল, সেই রাতে ল্যাডি র‍্যাগনালকে চুরি করতে না পেরে তোমরা পালিয়ে আসলে তারপর এতো তাড়াতাড়ি উধাও হয়ে গেলে কিভাবে? আবার আবু -সিম্বেলে তাকে চুরি করলে কিভাবে? আর তারপর কি করেছ তাকে নিয়ে?"

"ইংল্যান্ড থেকে বের হয়েছিলাম স্টিম-বোটে তারপর লম্বা জার্নির পর এখানে ফিরলাম। কিন্তু আপনি আবু সিম্বেল না কি কোন জায়গার কথা বললেন, সেখানে কোন দিন যাই-ই নি । আর আমরা কোন সাদা লেডির সাথে কিছু করিনি আর সেরাতে তাকে চুরি করতেও চাইনি। তাকে শুধু কয়েকটা প্রশ্ন কর তে চেয়েছিলাম কারন তার মধ্যে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে। কিন্তু আপনি চলে আসায় আর করতে পারিনি। আর একজন ইংরেজ মহিলাকে চুরি করে আমাদের লাভ কি?"

"সেটা জানিনা, কিন্তু এটা জানি যে তোমরা কঠিন মিথ্যাবাদী।"

"ওসব মেয়েছেলের কথা ছাড়ুন। আসল কথায় আসা যাক, আমরা আপনাকে ডেকেছিলাম একটা হাতিকে মারার জন্য যার বিনিময়ে অনেক আইভরি পুরস্কার পাবেন কথা দিয়েছিলাম। আশা করি সেজন্যই এসেছেন, তাহলে আর দেরি করে কি লাভ বাইরে উট দাঁড়ানো।"

"একটা উট চারজন মানুষ টানতে পারে না, হারুত। "

"হ্যা আপনি সাহস আর দক্ষতায় একসাথে অনেক লোকের চেয়ে বেশী সক্ষম কিন্তু শরীরের দিক থেকে তো একজনই, তাই না?"

"তোমরা যদি ভাব আমি একাই তোমাদের সাথে যাব তাহলে ভুল করবে। আমার সাথে হান্স আছে। সে আমাকে একা ছাড়বে না আর লর্ড র‍্যাগনাল আছেন তার সাথে তার অ্যাসিসটেন্ট সেভেজ আছে। যদি যেতেই হয় সবাই একসাথে যাব নইলে কেউ যাব না।"

"আমাদের এলাকায় আমরা বাইরের কাউকে ঢুকতে দিই না, আপনাকে দিচ্ছি কারন আপনিই শুধু পারবেন জানাকে মারতে। কিন্তু আর কাউকে আমরা এলাকায় ঢুকতে দেব না। " একটু গম্ভীরভাবে বলল হারুত।

“তাহলে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মেটাও। তোমাদের ওই জানা আর ওই পুরস্কারের প্রতি কোন আগ্রহ আমার নেই।”

“আপনার কি ভালো লাগবে যদি জোর করে নিয়ে যাই...।” খানিকটা রাগী শোনাল হারুতের গলা।

“তোমাদের কি ভালো লাগবে যদি তোমাদের দুজনকেই এখানেই মেরে পুতে ফেলি? তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ আমার সাথে একদল মযিটুও আছে। হাঙ্গ, বামেম্বা আর লর্ড র‍্য গনালকে ডেকে তোল তো...”

“দাড়ান, মাকুমাজন, অযথা পিস্তল বের করার কি দরকার।” পিস্তলটাতে হাত দিতেই বলল হারুত, “আমরা এখানে বন্ধুত্ব করতে এসেছি, রক্তারক্তি করতে আসিনি। আর আপনি কেন ভাবছেন আমরা নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই এখানে এসেছি? আপনার লোকজন আপনাদের সাথে যেতে পারে কেন্ডাল্যান্ডে কিন্তু সেখানে তাদের জীবনের নিশ্চয়তা আমি দিতে পারব না।”

“তুমি কি তাদের খুন করার হুমকি দিচ্ছ?” এবার আমার মেজাজ সত্যিই খারাপ হয়ে গেল।

“আমি তা বলিনি কিন্তু আমাদের দেবতা আমাদের এলাকায় বহিরাগতদের পছন্দ করেন না। তারাই হয়তো তাদের জীবন বিপন্ন করবেন। তারা যে কারো চেয়ে বেশি শক্তিশালী।”

“তাহলে আমার জীবনের নিশ্চয়তা কি?”

“তারা আপনাকে কিছু বলবেন না কারন তারাই আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। ”

“আমার তো মনে হয় তোমাদের দেবতা না, তোমাদের থেকে সাবধান থাকা উচিত। মিথ্যুকের দল। ”

“না মাকুমাজন, আমাদের তরফ থেকে আপনার ভয় পাওয়ার কোন কারন নেই। কারন আমরা হোলি চাইল্ডের নামে শপথ করেছি। আর এই শপথ আমরা কখনও ভাঙ্গি না।” আমাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, “যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে তাবু থেকে বের হয়ে দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন। ”

তাবু থেকে বের হয়ে দেখলাম দুই -আড়াইশো গজ দূরে অন্তত দুশো উটের একটা ক্যারাভান হাটু গেড়ে বসে আছে।

“দেখলেন তো মাকুমাযন, যদি আপনার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকত তাহলে ইচ্ছাই যথেষ্ট ছিল। আজকের মত আমরা আসি, কাল সকালে আপনার নাস্তা শেষ হলে আবার আসব।”

তারপর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই চলে গেল।

১০... আক্রমন...

দশ মিনিটের মধ্যে সবাইকে জাগানো হল। বাবেম্বার নেতৃত্বে সবাই যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তৈরি। র‍্যাগনাল, সেভেজ আর আমি আলোচনায় বসলাম। ওদের সব ঘটনা বলে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কি করা যায়? যতদূর বুঝলাম ওরা আমাকে ছাড়া আর কাউকে চায় না। মনে হয় যাওয়া ছাড়া কোন উপায়ও নাই। তোমরা সবাই মযিটুদের সাথে চ লে যাও।"

হান্স মযিটুদের কাছে ছিল, কখন ফিরে এসেছে বুঝতে পারিনি। ও বলল, "বাস আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। আপনার সাথে জাহান্নামেও যেতে আপত্তি নাই আমার। আর এভাবে চোরের মত পালিয়ে গেলে, মরার পর আপনার বাবার সাথে দেখা হলে কি বলব?"

র‍্যগনালের দিকে তাকালাম, ও বলল, "আমি থামছি না।"

"কিন্তু ওদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আর এগিয়ে তোমার কোন লাভ নেই।" বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

"লাভ-লোকসান যাই হোক। অন্তত তোমার সাথে একটা অভিযান হবে। আর আমি ওদের কথা বিশ্বাসও করি না।"

"ঠিক আছে। তুমি যা ভালো বোঝ... আর সেভেজ কি করবে? "

"স্যার, আমার আগে পিছে কেউ নেই যে আমি না থাকলে কারো কোন ক্ষতি হবে। স্যার র‍্যাগনালই আমার একমাত্র আপনজন। তাকে ছেড়ে আমি যাচ্ছি না। বাকি ঈশ্বরের হাতে।" ঠাণ্ডা গলায় বলল সেভেজ।

"ভালো কথা তাহলে বাবেম্বাকে ছেড়ে দেই।"

বাবেম্বাকে সব বললাম। ও যাবার সব প্রস্তুতি শেষ করে আমার কাছে আসল। গভীর এক দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আবার বিদায় নিতে হচ্ছে, মাকুমাজন। কেন যেন মনে হচ্ছে বেঁচে থাকতে আর দেখা হবে না। কিন্তু আশা করি কোথাও না কোথাও আবার দেখা হবে। ভাগ্য ভালো হলে হয়তো আবার দেখা হবে কোন অভিযানে। আপনার মত মানুষের সাথে পরিচয় হওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার। আজকের মত বিদায়।"

সব ধরনের বিদায় আমার চরম অপছন্দ। তাই পর্বটা বাড়ালাম না। আমাদের ঘোড়া গুলো ওদের দিয়ে দিলাম। ওরা চলে গেল।

দশটা মিনিট চুপচাপ কাটল। একটু দূরে হান্স কফির কেটলি ধুচ্ছিল। ও বলল, "বাস, ভূতেরা আবার চলে এসেছে, এবার পুরো দলবল নিয়ে।"

ক্যারাভানটা আমাদের থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে থামল। হারুত-মারুত আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ভদ্রভাবে বো করল তারপর বলল যে আমার সাথে এমন একজন অবশ্যই আছে জানা যার অনেক বড় ক্ষতি করেছে। শুনে বেশ অবাক হলেও প্রকাশ করলাম না।

তারপর এটা সেটা কথা হল। একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধও হয়ে গেল হারুত আর র‍্যাগনেলের মধ্যে। সবাই খানিকটা অস্থির হয়ে আছে। শুধু র‍্যাগনাল চুপচাপ। তার এই বসে থাকাটা স্ফিংসের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি জানি হারুতরা র‍্যাগনালের এই বসে থাকা দেখেই তার দৃঢ় মনোভাব বুঝতে পেরেছে। আমিও একটু অস্থির। পুরো ব্যাপারটা বিড়ালের ইদুর নিয়ে খেলার মত লাগছিল। ভদ্র-শিস্ট ব্যবহার করলেও হারুত-মারুতের চোখে উৎকণ্ঠা দেখতে পাচ্ছিলাম। এই সময় হারুতের গলা শুনলাম।

"মাকুমাজন মানুষের মন ভালোই পড়তে পারেন। অনেকটা আমার মতই। কিন্তু আমাদের চেয়েও ক্ষমতাবান আছেন উপরে। সব তারই হাতে।"

"হ্যা হারুত, সেজন্যই তো তোমাদের সাথে যেতে ভয় লাগছে না।"

"তাহলে আর দেরী করার দরকার কি, প্রস্তুতি শেষ হয়ে থাকলে রওনা হওয়া যাক।"

"হুম চল। জীবন মানেই এগিয়ে চলা, এখানে বিরতির ব্যবস্থা আছে কিন্তু থামার কোন ব্যবস্থা নাই। একবারই থামা যায়। থামতে হয়।"

তিন ঘন্টা পর সাদা একটা উটের পিঠ থেকে আমার দূরবীনটা দিয়ে অনেক কষ্টে আমাদের ছেড়ে আসা ক্যাম্পের জায়গাটা দেখতে পেলাম।

আমাদের চার জনের থেকে একটু দূরে হারুত-মারতের উট। সাবধানে দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে, যেন আমরা চাইলেই ডাকতে পারি।

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে, সেদিনের মত থামলাম। তারপর থেকে বলার মত আর কোন ঘটনা অনেকদিন ঘটল না। দিনের পর দিন আমরা মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সোজা পূর্বে। এতদিনের পথে খুব হালকা বিষয় ছাড়া তেমন কোন বিষয়ে আর কথা হল না হারুত- মারুতের সাথে। খেয়াল করলাম ওরা র‍্যাগনালের দিকে বেশ খেয়াল রাখছে। আর র‍্যাগনালও মন মরা। সারাদিন সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রতিদিন প্রায় তিরিশ মাইল করে পাঁচশো মাইল গেলাম আমরা। চলার ধরন দেখে বুঝলাম, কেন্ডারা রাস্তাটা ভালোই চেনে। আর কয়েকদিন যাওয়ার পর আশেপাশের এলাকা বদলাতে শুরু করল। ঘাস ঝোপঝার দেখা যেতে শুরু করল। তারপর ছোট ছোট গাছের সারি। হরিনের পালও দেখা গেল। গুলি করে বড় দেখে দুটো মারলাম। কেন্ডাদের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝলাম, এই জিনিস ওরা আগে দেখেনি। রাতে অনেক তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছিলাম। খেয়াল করলাম কেন্ডারা মনে হল খানিকটা সাবধানতা অবলম্বন করছে। অন্যান্য দিনের মত উট গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা না। একজায়গায় বেধে রাখা। আমাদের জিনিসপত্রের জন্যেও পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হারুতকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলাম।

“মাকুমাযন, আমরা প্রায় কেন্ডাল্যান্ডে পৌঁছে গেছি। আর চার দিন লাগবে পৌঁছতে। ”

“তাহলে তো ভালো। এত সতর্কতার দরকার কি?”

“মাকুমাজন, আপনি মনে হয় জানেন কেন্ডাদের মধ্যে আলাদা দুটো জাতি আর দুই জাতির মধ্যে সম্পর্ক মোটেও ভালো না। আমরা হোয়াইট কেন্ডা। আমাদের নিজস্ব এলাকা আছে কিন্তু সেটাতে যাওয়ার আলাদা কোন রাস্তা নাই। ব্ল্যাক কেন্ডাদের এলাকা দিয়েই যেতে হয়। আক্রমনের ভয় তাই থাকেই। সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।”

“যতদূর জানি সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে ওরা অনেক বেশী। যদি তাই হয় তাহলে তোমরা এখনো টিকে আছো কিভাবে?”

“কারন ভয় পায়, মাকুমাজন। পবিত্র শিশু ওরাকলের দ্বারা বলেছেন আমাদের এলাকায় ওরা যদি আমাদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে তাদের ওপর তার অভিশাপ নেমে আসবে। তাই ওরা আমাদের এলাকায় ওদের পেলেই মেরে ফেলে। আর আমরাও আমাদের এলাকায় ওদের পেলে ছেড়ে কথা বলি না।”

“তারমানে মনে হয় একটা যুদ্ধ হতে যাচ্ছে তোমাদের মধ্যে, তাই না? ”

“যুদ্ধ একটা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। হয়তো শেষ যুদ্ধ, যেটা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে। যে কোন এক জাতি টিকবে অথবা দুটোই ধ্বংস হয়ে যাবে। হয়তো এজন্যই পবিত্র শিশু আপনাকে ডেকেছেন।”

রাতে র‍্যাগনালের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হল। পরদিন সকালে আবার এগোন শুরু। যত এগোচ্ছি মাটি তত উর্বর থেকে উর্বরতর হচ্ছে। সারাদিন চলার পর পানি আর উটগুলোর জন্য যথেষ্ট খাবার পাওয়া যাবে এরকম জায়গায় ক্যাম্প করা হল।

ক্যাম্প করা হয়ে গেলে হারুত আমাদের কিছু দেখাবে বলে ডেকে নিয়ে গেল। একটু এগোনোর পর দেখা গেল একটা নদী। তারপর পাহাড়ের সারি। নদীর ওপারে আবার সমভূমি। আমাদের সামনেও বিস্তীর্ণ সমভূমি। জমিতে যে ফলন খুবই ভাল হয় একপলক দেখলেই বোঝা যায়। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। কিছু বড় বড় ক্রালও চোখে পড়ল। আমার দেখা আফ্রিকার সবচেয়ে সুন্দর জায়গাগুলোর একটা।

“কেন্ডাদের এলাকা।”বলল হারুত, “নদীর এপারে ব্ল্যাক কেন্ডারা আর ওপারে হোয়াইট কেন্ডারা।”

“আর ওই পাহাড়গুলো?”

“ওগুলো পবিত্র পাহাড়। পবিত্র শিশু ওখানে থাকেন আর সব কিছু দেখেন। কোন মানুষ ওখানে যেতে পারে না।”

“কেন? যেতে পারে না কেন?”

“কারন যে যাবে সে বাঁচবে না,মাকুমাজন। ওই জায়গায় শুধু মানুষ না পবিত্র শিশুর নজরদারিও আছে। ”

কেন্ডাদের জনসংখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। বলল ব্ল্যাক কেন্ডারা হাজার বিশেকের বেশী কিন্তু হোয়াইট কেন্ডারা দু হাজারের বেশি না।

কথার মাঝখানে হঠাত একটা লোক এসে হারুতকে কিছু বলল। হারুতকে বেশ বিচলিত মনে হল। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে ও বলল, “সিম্বার লোকজন আমাদের আসার খবর পেয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হওয়া উচিত।

চাঁদ ওঠার পর পরই আমরা রওনা হলাম। সারারাত চললাম। ভোর হওয়ার আগে শুধু একটা বিরতি দেয়া হল। আবার চলা শুরু করার আগে মারুত এসে বলল আমরা যেন আমাদের রাইফেল নিয়ে তৈরি থাকি, কারন আমরা জানার এলাকায় ঢুকে পড়েছি।হারুতের ধারনা আমাদের সাথে তার দেখা হতে পারে।

কথা মত আমরা রাইফেল নিয়ে নিলাম। আমরা নিলাম র‍্যাগনালের নিয়ে আসা আধুনিক ব্রিচ লোডার রাইফেল আর হান্স আমার কাছে অনুমতি নিয়ে তার প্রিয় ইন্টম্বিকে নিল। আমার সেই বিখ্যাত ডাবল ব্যারেল মাজল লোডিং রাইফেল। যন্ত্রটা আমারও পছন্দ। হান্সের ধারনা আমার ওই রাইফেলটা একটা লাকি রাইফেল।

কিছুক্ষন পর সাদা আলখেল্লা পড়া পাঁচ শো লোক দেখা গেল। কিছুদূরে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজন নেতা গোছের লোক এগিয়ে আসল। তাদের একজন বলল, “ও পবিত্র শিশুর পূজারী আমরা, মহান দেবতা জানার পক্ষ থেকে দেবতার অবতার সিম্বা আমাদের পাঠিয়েছেন।”

“বল, সিম্বা কি খবর পাঠিয়েছেন।” হারুত উত্তর দিল।

“মহান সিম্বা জানতে চেয়েছেন, তোমাদের এলাকা ছেড়ে এখানে ব্ল্যাক কেন্ডাদের এলাকায় এসে তোমরা কি করছ? তোমরা কি পায়ে পড়ে যুদ্ধ করতে চাও? নাকি শত বছর ধরে তোমাদের জন্য যে এলাকা আলাদা করা তাতে পোষাচ্ছে না?”

“সিম্বার দূতেরা, যাও সিম্বাকে গিয়ে বলে দাও কোন যুদ্ধ -টুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা শুধু এই সাদা লর্ডদের নিতে এসেছিলাম। তারা পবিত্র শিশুর উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করতে চান। এনারা দক্ষিন থেকে এসেছেন। আর দক্ষিন দিক থেকে পবিত্র পাহাড়ে পৌঁছার এটি ছাড়া আর কোন পথ নেই।”

“কিসের উৎসর্গ আমরা ভালো করেই জানি। তোমরা কি মনে করো যাদু কেবল তোমরাই জানো আমরা জানি না নাকি? তোমরা যে সাদা লোকগুলোকে নিয়ে এসেছ আমাদের জানাকে মারার জন্য। তোমরা চাও ওই সাদা লোকগুলো তাদের আজব অস্ত্র দিয়ে জানাকে খুন করুক ,তাই না? কান খুলে শোন, কোন কিছুই মহান জানার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বিরাট অপরাধ করেছ তোমরা । আমাদের মহান রাজা সিম্বা বলেছেন ভালোয় ভালোয় ওদের আমাদের হাতে তুলে দাও যেন আমরা ওদের জানার উদ্দেশ্যে বলি দিতে পারি। নাহলে কপালে দুঃখ আছে তোমাদের সবার।”

“তোমরা যখন জানো কেউ তোমাদের জানার কোন কিছু করতে পারবে না তখন ওদের জানার শিকার বানাতে চাচ্ছ কেন? আর ওনারা আমাদের অতিথি, তাদের কোন ক্ষতি আমরা হতে দেব না। আর যাও, সিম্বাকে বলে দাও, একটা তীরও আমাদের দিকে ছোড়া হলে তাহলে তোমাদের উপর মহান শিশুর অভিশাপ নামবে। আর সে অভিশাপে প্রথমে দুর্যোগ, তারপর দুর্ভিক্ষ, তারপর যুদ্ধ নামবে তোমাদের উপর। আর তোমরা শেষ হয়ে যাবে। এখন দূর হও।”

শেষের কথাগুলো হারুত একটু সম্মোহনী ভঙ্গিতে বলল। তারপর লোক দুটো আর কোন কথা না বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওদের লোকজনের কাছে ফিরে গেল।

“মাকুমাজন, যুদ্ধটা করতেই হবে। কিন্তু মনে হয় এবার আমরাই জিতব। ” আমার দিকে তাকিয়ে শুধু এটুকুই বলল হারুত। তারপর লোকজনকে কতগুলো নির্দেশ দিল। তার নির্দেশে সবাই মিলে ত্রিভুজের আকৃতি নিয়ে দাড়ালাম। মালপত্র মাঝে রেখে সবাই দাড়ালাম। হান্স, আমি আর মারুত একপাশে আর সেভেজকে নিয়ে র‍্যাগনাল আরেক পাশে। আমাদের চারজনকে আলাদা করার কারন জানতে চাইলে মারুত বলল আমরা আলাদা থাকলে সবাই একসাথে ধরা পড়ার কোন ভয় কম থাকবে তাই আর কিছু বললাম না।

যুদ্ধ প্রস্তুতি তাই সবাই একটু এক্সাইটেড। শুধু হান্সকে একটু অন্য মনস্ক মনে হল। সব প্রস্তুতি শেষ হতে বেশী হলে পনের মিনিট লাগল। পবিত্র পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তিনবার ভক্তিভরে বোঁ করে একটা বর্শা উপরের দিকে তুলে হারুত বলল ,

“আক্রমন!”

১১... ধরা পড়ল অ্যালান ...

কয়েক মিনিট পর আমরা শত্রুদের দেখতে পেলাম। আমার ধারনা ছিল না যে উট এত দ্রুত দৌড়াতে পারে। ব্ল্যাক কেন্ডারা এর মধ্যেই নিজেদের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে। পদাতিক দল হাটু গেড়ে বসে সামনের দিকে বর্শা উচিয়ে রেখেছে। মধ্যযুগে গ্রীক বা রোমানরা যেমন করত। আর অশ্বারোহী বাহিনী একটু পেছনে তিনটি দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি দলে একশোজন। আর সামনে পদাতিক বাহিনীর দুশো জন।

এতোক্ষনে ত্রিভূজের মত করে সবাইকে সাজানোর কারন বুঝা গেল। রণকৌশলের প্রশংসা করতে হয়। যোদ্ধাদের দেয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার সুবিধার জন্য তৈরি করা ত্রিভুজের বদৌলতে সহজেই শত্রুদের ভেতরে ঢুকে যেতে পারলাম। কিছুক্ষন পর অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমনে আসল। এদিকে ধুলা - বালির জন্য একটু দূরে কি হচ্ছে না হচ্ছে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষন পর আবিস্কার করলাম হান্স, মারুত আর আমি সহ মোট প্রায় পনের জন প্রধান দলটা থেকে কিভাবে যেন আলাদা হয়ে গেছি। আমরা সবাই যতটা সম্ভব যুদ্ধ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শত্রুর সংখ্যা বেশী হওয়াতে ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যা কমতে লাগল। শত্রুরা উটগুলোকে লক্ষ্য করে বর্শা চালাচ্ছে। শুধু একজনের উট কোন রকম আহত হয়নি। হান্সের উট। বাকিরা বেশিরভাগই উটের মৃতদেহের আড়াল থেকে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য উটের আড়াল থেকে যুদ্ধরতদের মধ্যে আমিও ছিলাম। এ পর্যন্ত আমি একটা গুলিও ছুড়িনি। কয়েকটা কারনে প্রথমত জীবন সংশয়ে না পড়লে এই অসভ্যদের প্রানহানি ঘটানোর কোন ইচ্ছা আমার নেই। আর উটের পিঠ থেকে শ্যুট করা আর মিস করা একই কথা। উটের আড়াল থেকে গুলি করা ছাড়া আর কোন উপায় না দেখে গুলি করলাম। আধুনিক রিপিটারের পাঁচটা কার্টিজই খালি করলাম ব্ল্যাক কেন্ডাদের পাঁচটা ঘোড়াকে আরোহী শুন্য করে। ফলাফল হল মারাত্মক। এই লোকজনের কেউ এমন ঘটনা আগে দেখেনি। এক মুহূর্তের জন্য সবাই থমকে গেল। তাতে আমি রিলোড করে নেবার স ময় পেলাম। দ্বিতীয় আক্রমন আসল ওটাকে প্রতিহত করলাম একিভাবেই। তৃতীয়টাও করলাম। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে তখনকার মত যুদ্ধ শেষ। কারন পিস্তলের দুটো গুলি বাদে আমার কাছে আর কোন কার্তুজ ছিল না । জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমার মত প্রফেশনাল শিকারীর কাছে মাত্র ওই কটা গুলি কেন থাকবে। তাই বলে রাখছি, আরেকটা ব্যাগে আরো বেশ কিছু কার্তুজ ছিল কিন্তু সেভেজ ভদ্রতা দেখানোর জন্য সেগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে নিজে বহন করছিল। পরে নেওয়ার আগেই আমরা আলাদা হয়ে গেছি।

ততক্ষনে অবশ্য যুদ্ধের পরিস্থিতিও বদলে গেছে। ব্ল্যাক কেন্ডাদের কেউ কেউ ভয় পেয়ে ছুটে পা লাতে শুরু করেছে। বাকিরা হয় আমাদের আহতদের শেষ করতে অথবা নিজেদের আহতদের নিয়ে যেতে ব্যস্ত। এমন

সময় মারুত পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় সামনে আসল হাতের রক্তমাখা বর্শা নাড়াতে নাড়াতে বলল, “মাকুমাজন, আর কিছু করার নেই। আমাদের কয়জনের বিনিময়ে পবিত্র শিশু বাকিদের রক্ষা করে ছেন। এখন নিজেই আত্মহত্যা করুন অথবা শেষ পর্যন্ত লড়ে যান।”

“গুলি চালানোর উপায় নেই আমার সব কার্তুজ শেষ। আচ্ছা এখন যদি আমরা আত্ম -সমর্পণ করি তাহলে কি হবে?”

“ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা জানার সামনে বলি দেয়া হবে। সেই জন্যই বলছি জানার দাঁতের ঘুতা খেয়ে মরার চেয়ে নিজে নিজে মরা ভাল।”

“বোকার মত কথা বল না। বেঁচে থাকলে জানার হাত থেকে বাঁচার রাস্তাও পাওয়া যেতে পারে। আর খুব খারাপ কিছু হলে পিস্তলে দুটো গুলি রাখাই আছে। ”

“আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন। যতক্ষন শ্বাস ততক্ষন আশ। আমিও আপনার সাথে আছি।”

এদিকে হোয়াইট কেন্ডাদের শক্তিও কমে গেছে। আর আক্রমন করছে না। সকালে সেই বার্তাবাহককে আবার দেখা গেল। সাদা পতাকা হাতে এগিয়ে আসছে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করল, “আমি মহান রাজা সিম্বার পক্ষ থেকে এসেছি। সিম্বা বলেছেন আজকের জন্য তোমাদের দেবতা আমাদের দেবতার চেয়ে বেশি ক্ষমতা দেখিয়েছেন। তোমাদের দলের বেশিরভাগ লোকই পালাতে পেরেছে। এখন তোমরা যদি আত্মসমর্পণ কর তাহলে রাজা কথা দিচ্ছেন তোমাদের হত্যা করা হবে না। সন্মানিত রাজবন্দী হিসেবে যথাযোগ্য কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে। নইলে একটু পর আমাদের চকচকে বশা তোমাদের এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। ”

তারপর কিছুক্ষন আমার সাথে আলোচনা করে মারুত বলল,“ ঠিক আছে রাজার কথা মেনে নিলাম। কিন্তু তাকে বিশ্বাস যোগ্যতা প্রমানের জন্য পানির নিয়ে আমাদের সামনে আসতে বল।”

কিছুক্ষন পর সিম্বা দুজন লোক নিয়ে হাজির হলেন। একজনের হাতে পানির ব্যাগ আরেকজন একটা হাতির দাঁতের কাপ ধরে আছে। এই সিম্বার চেহারা আসলেই সিংহের মত। গায়ের রঙ অন্যান্য ব্ল্যাক কেন্ডাদের মত অত কালো না। রূপার অলংকার পড়ে আছেন। কপালে একটা কাটা দাগ। কাছে এসে বললেন, “মারুত, আমার সব শর্ত শুনেছ, মেনে নিয়েছ। মনে রেখ এর চেয়ে এক চুল বেশি বা কম পাবে না। মনে হয় না এখন আর কোন কথার দরকার আছে।”

“হুম, সিম্বা, আর কোন কথার দরকার নাই কিন্তু যদি আপনি আপনার কথা নড়চড় করেন তাহলে মনে রাখবেন পবিত্র শিশুর অভিশাপ নামবে আপনাদের উপর।”

শুনে কোন কথা না বলে রাজা আমাদের সাথে বসলেন। তারপর বেশ আন্তরিকভাবে বললেন, “আপনাদের সাথে একটু পান করতে আসলাম,মাকুমাজন, কথাবার্তা পরেও বলা যাবে।”

রাজার এক লোক পানীয়র ব্যাগ থেকে হাতির দাঁতের গ্লাসে পানীয় ঢেলে রাজাকে দিল। তিনি খেয়ে দেখালেন কোন বিষ মেশানো নেই। তারপর আমাদের দেয়া হল। আমরাও খেলাম। পানীয়র পালা শেষ হতে হতে আমাদের জন্য ঘোড়া চলে আসল । পরবর্তী তিন ঘন্টা ব্ল্যাক কেন্ডা সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়ে

চললাম সমভূমির মধ্যে দিয়ে। সমভূমি বেশ উর্বর। রাস্তায় কতগুলো গ্রাম পড়ল। বোঝা গেল ফসল তোলার সময় চলছে। অল্প কিছু কাটা হয়েছে। বাকিরা ক্ষেতে পেকে কাটার অপেক্ষায় আছে।

পাকা ফসলের ক্ষেত বেশ ঘন জঙ্গল পেরিয়ে সন্ধ্যার দিকে আমরা কেন্ডাদের রাজধানীতে পৌঁছলাম। এই শহর ব্ল্যাক কেন্ডা টাউন নামে পরিচিত। আমার দেখা আফ্রিকান শহরগুলো থেকে আলাদা। শহরের সুরক্ষার জন্য চারপাশে পরিখা খনন করা হয়েছে। চারদিকে চারটা কাঠের ব্রিজ। ব্রিজগুলো ভালো রকম শক্ত সমর্থ। ঘোড়া, মালপত্র নিয়ে যেতে কোন অসুবিধা নেই আবার আক্রমন হলে কয়েক মিনিটের ম ধ্যে ভেঙ্গেও ফেলা সম্ভব।

আমরা শহরের উত্তর গেট দিয়ে ঢুকলাম। আফ্রিকার বেশীরভাগ আদিবাসীদের ঘরের মত কুঁড়ে ঘর না, ঘরগুলোকে মাটির তৈরী বিল্ডিং বলা যায়। ঘরের ভেতর দিয়ে সিড়ি দিয়ে ছাদে ওঠার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধ আর আমাদের বন্দী হওয়ার খবর আগেই শহরে পৌঁছে গেছিল। আমাদের দেখার জন্য বহুলোক রাস্তার পাশে জমা হয়েছিল। লোকজন বিভিন্ন রঙের পোশাক পড়ে ছিল। তবে বেশি মহিলা সাদা রঙের একধরনের গাউন আর পুরুষরা হালকা নীল রঙের লিনেনের পোশাক পড়ে। যুদ্ধে ব্ল্যাক কেন্ডাদের ক্ষয় ক্ষতির খবরও আমরা আসার আগেই শহরে পৌঁছেছিল। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো লোকজন আমাদের দিকে মাঝে মাঝে ঢিল ছুড়ছিল, গালাগালি করছিল। বোঝা গেল মারুতকে আগে থেকে অনেকে চেনে । আর আমার দিকে লোকজন খানিকটা ভয় আর বিস্ময় মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

আরো কোয়াটার মাইল যাওয়ার পর আমাদের ঘোড়া থেকে নামতে বলা হল। একটা গেট পাড় হয়ে আমরা একটা বাড়ির সামনে এসে থামলাম। বাড়িটি শহরের অন্যান্য বাড়ির মতই। কানে কানে মারুত বলল এটাই রাজার বাড়ি। মূল বাড়ির পাশে আরো দুটো ছোট ছোট বাড়ি। একটাতে রাজার বউরা থাকে আরেকটা রাজকীয় অতিথিরা থাকে। অতিথিদেরটাতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল।

১২... প্রথম অভিশাপ...

পরদিন কড়া রোদ চোখে লেগে ঘুম ভাংল। খোলা জানালা গলে রোদ ঢুকছে। জানালায় মোটা কাঠের গ্রিল দেয়া। সব ঘটনা মনে পড়তে কয়েক সেকেন্ড লাগলো। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হয়েছে র‍্যাগনাল আর সেভেজের পালাতে পারাটা। যদিও এখনও পুরোপুরি বিপদমুক্ত নয়। আশা করছি হোয়াইট কেন্ডারা ওদের আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। কারন ওদের আসার কারন একমাত্র আমি। আমি যখন নেই তখন ওদের রাখার কোন দরকার নেই।

ওরা হয়তো জানেও না, আমি বেঁচে আছি। ধরা পড়ার খবর দেওয়ার যেহেতু কেউ নেই সেহেতু এরকম ভাবাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য হান্স হয়তো এরমধ্যেই আমাদের অনুসরন করা শুরু করেছে। এটাই তার জন্য স্বাভাবিক।

এদিকে আমার ডাবল ব্যারেলের পিস্তল আর মাঝারি ছুরিটা নেই। ঘুমিয়ে থাকার সময় হয়তো রাজার লোকজন নিয়ে গেছে। চোখ খুলতেই দেখলাম সামনে মারুত পাথরের মত বসে আছে।

"মারুত, আমরা শুয়ে পড়ার পর কেউ ঘরে এসেছিল। আমার পিস্তল-ছুরি নিয়ে গেছে।" হালকা গলায় বললাম।

"হুম, মাকুমাজন, আমার ছুরিটাও নাই। মাঝরাতে দেখলাম দুইটা লোক ঢুকে সব জিনিসপত্র সার্চ করছে।"

"আমাকে ডাকনি কেন?"

"ডেকে লাভ কি হত? বরং ঝামেলা করলে হয়তো রাতেই জবাই দিয়ে দিত। জান বাঁচলে বাপের নাম।"

"কিন্তু পিস্তলটা হয়তো কাজে লাগত..."

"তা হয়তো লাগত। কিন্তু তখন মাথায় ঢুকে নি। হয়তো না ঢুকেই ভালো হয়েছে। "

"হুম! আচ্ছা মারুত, কোনভাবে কি হারুত বা অন্য কাউকে কোন খবর দেয়া যায়? ওই তামাক কি কোন কাজে লাগতে পারে? যেটা তোমরা আমাকে লন্ডনে দেখিয়েছিলে?"

"আরে না। ওটা খালি আপনাকে আপনার মনের ভেতরটা দেখতে সাহায্য করেছে তার বেশী কিছু না। পুরানো সাধারন ম্যাজিক ট্রিক। "

"নিজেই বলছ ওটা ম্যাজিক ট্রিক। তাহলে কিভেবে এত নিশ্চিত হচ্ছ যে আমিই সঠিক লোক? আর তোমাদের এই হোলি চাইল্ডের ব্যাপারটা একটু খুলে বল তো! আর আমাকে এখানে নিয়ে আসার কি অন্য কোন কারন আছে? একটু পরেই যতদূর মনে হয় আমাদের দুজনেরই গলা কাটা হবে তাই তুমি সত্যি কথা বলতে পারো।"

“লর্ড, হোলি চাইল্ড আমাদের ঈশ্বর। হাজার হাজার বছর ধরে তিনি আমাদের দেবতা। আমাদের পূর্ব পুরুষরা হাজার বছর আগে যখন মিশর থেকে আসে তখন থেকেই হোলি চাইল্ড আমাদের সাথে আছেন। সব কিছু আমাদের আদি পুথিতে লেখা আছে। আমরা হোলি চাইল্ডকে মন থেকে বিশ্বাস করি। আরো বিশ্বাসকরি তিনি আমাদের সকল মন্দ থেকে রক্ষা করবেন। তিনি ওরাকলের মাধ্যমে কথা বলেন। এই ওরাকলকে হোলি চাইল্ডের অভিভাবক বা মাতা বলি আমরা। পবিত্র শিশু তার মুখ দিয়েই বিভিন্ন কথা বলে। বিশেষ করে আমাদের ভবিষ্যৎ আর শত্রুদের সম্পর্কে। যখন এই অরাকল মারা যায় তখন আমরা খুব সমস্যায় পড়ে যাই। শেষ ওরাকল যখন মারা যায় তখন বলেছিল পরবর্তী অরাকল আসবে ইংল্যান্ডে। ” শেষ কথাটা শেষ হতেই একটু থামল ও । তারপর আবার স্বাভাবিক গলায় বলতে শুরু করল, “তারপর আমি আর হারুত চাচা যাদুকরের বেশে লম্বা সময় ধরে ওরাকলকা ইংল্যান্ডে খুঁজলাম। লেডি র‍্যা গনালকে দেখে ভেবেছিলাম তিনিই নতুন ওরাকল। কারন তার বুকের সেই নতুন চাঁদের দাগ। কিন্তু পরে যখন আমাদের জাতির মধ্যেই একজন ওরাকল পাওয়া গেল তখন বুঝলাম ইংল্যান্ডে ভুল হয়েছিল। দুবছর ধরে সেই ওরাকলই হোলি চাইল্ডের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছেন। আগের ওরাকল হয়তো ভুল বলেছিলেন।” তারপর থামল।

“বুঝলাম। এখন জানা সম্পর্কে কিছু বল। আর হোলি চাইল্ডের সাথে জানার সম্পর্কটা কি? ” কথাগুলো মাথায় সাজিয়ে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম ।

“হোলি চাইল্ড আর জানার সম্পর্কটাকে আপনি আলো আর অন্ধকারের চিরন্তন সম্পর্কের সাথে তুলনা করতে পারেন।”

“একটু ঝেড়ে কাশ।”

“জানা হল ব্ল্যাক কেন্ডাদের দেবতা। একটা হাতিরূপী শয়তান। যারা জানার উপাসনা করে না তাদের সামনে পেলেই মেরে ফেলে। ব্ল্যাক কেন্ডারা ওকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করে। জানা ওর পুরোহিতদের কথা শোনে।”

“তারমানে কি সবসময় একটাই হাতি আসে নাকি...?”

“তা জানি না, কিন্তু আমরা কয়েক পুরুষ থেকে একটা হাতিই দেখছি। ”

“তুমি কি নিজে হাতিটাকে দেখেছ? ”

“না মাকুমাজন, ওর সাথে আগে দেখা হলে কি আর এখন আপনার সাথে এখানে বসে গল্প করতে পারতাম? মরে ভূত হয়ে অন্য কোন ভূতের সাথে গল্প করতাম।”

ঘরে খাবার নিয়ে দুজন ব্ল্যাক কেন্ডা আসায় আমাদের কথা বন্ধ করতে হল। খেতে খেতে ভাবলাম, হাতিরা দুই-আড়াইশো বছর বাঁচতেই পারে। আর এই জানা হয়তো বিশাল আকারের বয়স্ক কোন হাতি হবে।

খাওয়া শেষ করে বাইরে বের হলাম। গেস্ট হাউসের আশপাশটা দেখে উটের জকিদের থাকার জায়গা দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি সবাই কেমন মনমরা হয়ে বসে আছে। কারন জিজ্ঞাসা করলে তেমন কিছু বলল না কেউ। গেস্টহাউসে ফিরে এসে ছাদে যাওয়ার সিঁড়িতে বসলাম। ওখানে বসেই দেখা গেল

বাজারের মাঝখানে একটা জটলা। ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিলাম না কারন রাতে আমার পিস্তল-চাকুর সাথে দূরবীনটাও নিয়ে গেছে।

ওখানে রাজা তার সভাসদদের নিয়ে কিছু একটা করছেন। মারুতকে জিজ্ঞাসা করলে ও বলল, ওরা ওদের ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। দূর থেকে দেখলাম একটা বেশ রঙ মেখে সং সাজা লোক হাতে কিছু একটা নিয়ে বেশ লাফাতে লাফাতে রাজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। লোকটা যে পুরোহিত বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। এক-দুই সেকেন্ডের মধ্যে একটা আমার ডাবল ব্যারেল পিস্তলটা চেচিয়ে উঠল। সাথে সাথে পুরোহিতও এক পায়ের উপর লাফাতে লাফাতে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল। সাবধানতার খাতিরে আমি কাল পিস্তলটা কক করে বালিশের পাশে রেখছিলাম। কক করা পিস্তলের ট্রিগারে কোনভাবে চাপ পড়েছে আর গুলি গিয়ে লেগেছে লোকটার পায়ে। লাফানো দেখে হাসি পেয়ে গেল।

হাসা শেষ হতেই দেখি আরেকটা লোক, সেও সং সেজে আছে কিন্তু আগের লোকটার মত অত না, পিস্তলটা নিয়ে কিছু একটা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরল। স্পট ডেড। লোকটাকে ফেলেই বাকিরা যে যেদিকে পারে পালাতে শুরু করল।

তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে নেমে আসলাম। আমাকে ছাদে দেখে ফেললে এই অসভ্যরা সেটাকে ভালোভাবে নেবে না। দশ মিনিট পর আমাদের গেস্ট হাউজের সামনে জনা দশেক লোক আসল। চারজন মৃত সহকারি পুরোহিতের লাশ বয়ে এনেছে, আর পিছে পিছে রাজাও তার সভাসদদের কয়েকজন নিয়ে ঢুকলেন। আমাদের বাইরে ডাকা হল। বেরোলাম।

রাজা আমাদের দেখিয়ে বললেন, "এই জাদুকর, দেখ তোমরা কি করেছ।" রাজার দৃষ্টি একবার মরা পুরহিতের উপর দিয়ে ঘুরে আরেক পুরোহিতের পায়ের দিকে গেল।

"এটা আমাদের কাজ না, সিম্বা। এর জন্য আপনারাই দায়ী। আপনারা সাদা সর্দারকে না বলে তার যাদুর অস্ত্র নিয়ে গেছ বলে, জাদুর অস্ত্র নিজেই তার প্রতিশোধ নিয়েছে।"মারুত বলল।

"মিথ্যা কথা। আমরা তোমাদের অস্ত্র নিয়েহি ঠিকই কিন্তু তোমরা ওটাকে বলেছ আমাদের ক্ষতি করতে। তোমাদের আদেশ না পেলে ওটা কিছুতেই এরকম করত না। আমি কাল কথা দিয়েছিলাম, তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। কিন্তু আমার লোকের আরো ক্ষতি করেছ। নিজেরা নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছ। তিন দিন সময় দিলাম এর মধ্যে যদি তোমরা মৃত লোকটার জীবন আর আরেকজনের বা পা ঠিক করে না দাও, তাহলে তোমাদেরও তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব যাদের তোমরা কাল মৃত্যু উপত্যকায় পাঠিয়েছ। "

আমি কথা কিছুই বুঝতে পারছিনা এরকম ভাব করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মারুত বলল, "সিম্বা, আপনিই বলুন যে গেছে তাকে কি আর ফিরিয়ে আনা যায়? "

"যায় কিনা জানিনা, কিন্তু যদি তোমরা না পার তাহলে, জানার শপথ তোমাদের কুকুরের মত মারব। "

"সিম্বা, আপনি বোধহয় হোলি চাইল্ডের তিন অভিশাপের কথা ভুলে গেছেন।"

আমি ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যেন তার ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই। সিম্বা মানতে চাইলেন না। লোকজনকে এটা সেটা আদেশ করে কোন কথা না বলে বের হয়ে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন তিনদিন পর আবার আসবেন।

রাজা বিদায় নেবার পর কয়েকজন লোক মৃত লোকটিকে খাড়া করে কবর দিল। মজার ব্যাপার হল মাথাটা মাটির উপর রাখল। মরা লোকটার চোখ খোলা। সোজা তাকিয়ে আছে আমাদের ঘরের দিকে। তারপর মাথাটার সামনে খাবার দাবার রেখে একটা বড় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাথাটা সহ সব কিছু ঢেকে রাখল। আমরা দুজন চুপচাপ দেখে গেলাম। দিনটা আর কোন ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল।

পরদিনও তেমন কিছু ঘটল না। শুধু একটা লোক এসে কবরের ঢাকনাটা খুলে মাথাটা ভালো করে দেখে পুরান খাবার বদলে দিল। এদিকে আকাশে মেঘ হঠাত ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে। বাতাসও বেশ ভালোরকম ঠান্ডা। ছাদ থেকে আমরাও দেখলাম লোকজন বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা বলছে। আর আলোচনা যে আবহাওয়া নিয়ে বুঝতে তেমন একটা অসুবিধা হল না। রাতে ঠা ন্ডা এত বেড়ে গেল যে আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে হল। মাঝরাতে চেচামেচির শব্দে ঘুম ভাঙ্গল। উঠে দেখি বাজারের মাঝে আগুন জ্বালানো হয়েছে। ছাগল-ভেড়া বলি দেয়া হচ্ছে।

পরের দিন একই ভাবে কাটল। পুরোহিতের দল ঢাকনা খুলে মরা মাথাটার খাবার বদলে দিয়ে গেল। মাঝরাতে ছাগল-ভেড়া বলি দেয়া হল। পার্থক্য শুধু লোকজন আরেকটু বেশী উৎকণ্ঠিত আর ঠান্ডাটা আরো বাড়ল।

মাঝরাতে যখন বলির অনুষ্ঠান চলছিল তখন জেগে ছিলাম। তাই বুঝলাম অনুষ্ঠান চলার সময়ই হঠাত জোড় বাতাস শুরু হল। আধঘণ্টা ধরে বাতাস চলল। সময়ের সাথে বাড়তেই থাকল। একসময় আকাশ গর্জন করতে শুরু করল। উঠে পড়লাম। একটা দিয়াশলাইয়ের প্যাকেট আর তামাকের প্যাকেট সাথে ছিল। পাইপ জ্বালানোর জন্য দেশলাই জ্বালাতেই দেখলাম মারুতকে। উত্তেজনায় মুখের রক্ত সরে গেছে।

উত্তেজিত গলায় বলল, “অভিশাপ নেমেছে। শিলাবৃষ্টি!”

“অভিশাপ না ঘোড়ার ডিম...” কথাটা শেষ করতে পারলাম না। দুনিয়া কাপতে শুরু করল। কেউ যেন আকাশ থেকে পাথর ফেলতে শুরু করেছে। শুরু হল শিলাবৃষ্টি। বুঝতে পারছি না শিলাবৃষ্টি বলব নাকি শিলাঝড় বলব। বৃষ্টি বা ঝড় যেটাই হোক সময়ের সাথে তা পাল্লা দিয়ে বাড়ল। আফ্রিকার খারাপ শিলাবৃষ্টি যে আমি দেখিনি এমন না। একবার এক ভয়ঙ্কর শিলা বৃষ্টিতে আমার খুব প্রিয় একটা ঘোড়া মারা গেছিল। ঘরের ভেতর থেকে ভয় পাচ্ছিলাম, ছাদই ভেঙ্গে পড়ে কিনা। ছাদের সিমেন্ট ভালো বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গল না। পরে দেখেছিলাম কেন্ডাদের অর্ধেক বাড়িই ভেঙ্গে পড়েছে।

মাঝে মাঝে মারুত হোলি চাইল্ড মহান, ক্ষমতাবান এসব বলে ফিস ফিস করতে লাগল। ঝড়ের তাণ্ডব দেখতে দেখতে রাত কাটল। সকালে দেখি ব্ল্যাক কেন্ডাদের মাঠের পর মাঠ ফসল পুরো খা খাঁ করছে। যেগুলোর কথা আগেই বলেছি, কেটে ঘরে তোলা শুধু বাকি ছিল। একরাতেই সব শেষ। জঙ্গলের অবস্থাও পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারছেন আশা করি। ছোট - মাঝারি গুলো উপড়ে এখানে ওখানে পড়ে আছে। আর বড় বড় গুলো একদম ন্যাড়া। আমাদের গেস্ট হাউজের ছাদ থেকেই সব দেখা যাচ্ছিল।

১৩... জানা...

সকালে কোন ব্রেকফাস্ট আসল না। হয়তো আনার কোন লোক ছিল না। পাশেই উটের জকিদের ক্রলের দিকে গেলাম। দেখি কেউ নেই।

"কি ব্যাপার কেউ নেই ..." আনমনা প্রশ্ন বেরিয়ে আসল মুখ থেকে।

"সবাইকে জানার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়েছে।" মারুত শান্তভাবে উত্তর দিল।

বেশিক্ষন ওখানে থাকলাম না। ফিরে আসলাম গেস্ট হাউসে। কিছুক্ষন পর সিম্বা কয়েকজন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে আসলেন। ওকে দেখে বেশ হম্বি তম্বি করে বললাম, "খুনির দল, আমাদের চাকর বাকর কই? সকালের খাবার কই? নাকি সবাইকেই শয়তান জানাকে উৎসর্গ করেছ? শয়তানের দল, দেখ, আমাদের জোর করে আটকে রাখার ফল। তোমাদের ফসল কই? এবার শীত পাড় হবে কিভাবে, হ্যা? ঘর-বাড়ি তো শেষ। হুহ... আমাদের আরো আটকে রাখ, দেখ আরো কত দুঃখ আছে তোমাদের কপালে। এখন বল, কেন এসেছ?"

"আমরা দেখতে এসেছি, আপনি মৃত পুরোহিতকে বাঁচিয়ে তুলেছেন কিনা ।"

ওদের নিয়ে উঠোনে গেলাম। ভাঙ্গা হাড়-হাড্ডিগুলো[ঝড়ে ওগুলোর অবস্থা দেখে নিজেরই ভয় লাগছিল] দেখিয়ে বললাম, "দেখ, ভালো করে দেখ। আর ভেবে নাও, আমাদের যেতে দেবে কিনা, আমাদের আটকে রাখার ভীমরতি যদি এখনও না যায় তাহলে মনে রেখ নতুন চাঁদ ওঠার আগেই তোমাদের সবার একই অবস্থা হবে।"

"লর্ড, আমাদের মাফ করে দিন। আমরা বুঝতে পারিনি। আমাদের শেষ করে দেবেন না। শেষবারের মত ক্ষমা করুন, লর্ড।" প্রথমবারের মত এত সম্মান দেখিয়ে কথা বলল সিম্বা। সবার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপও সুস্পষ্ট।

"আমাকে দোষ দিও না, নিজের কর্মফল সবাইকেই ভোগ করতে হয়।"

তারপর ল্যাংড়া পুরোহিতের সাথে ফিসফিস করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেড়ে নিল সিম্বা। তারপর বলল, "লর্ড, আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনাকে ধরে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। তাই আপনাকে আর আটকে রেখে নিজাদের বিপদ বাড়াতে চাই না। আর মারুতও এবারের মত আপনার জন্য বেঁচে গেল। আজ রাতে আপনাদের ছেড়ে দেয়া হবে।"

"কেন? রাতে কেন? এখন অসুবিধা কি? "

"লর্ড, এখন গেলে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে আর সন্ধ্যায় গেলে কাল সকালে পৌঁছবেন। আর তাছাড়া আমাদেরও মৃতদের সৎকার করতে হবে। " আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গে ল।

ওরা চলে যাবার পর মারুতকে বললাম, "যাক শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে রাজি হল..."

“হুম...অন্তত মুখে তো তাই বলছে।” হালকা ভাবে বলল ও। সারাদিন রাস্তায় শবদেহের মিছিল দেখা গেল।

সন্ধ্যায় রাজা লোকজন আর ঘোড়া নিয়ে আসল আমাদের এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য। উত্তরের রাস্তা ধরলাম।

এবারও রাস্তার পাশে লোকজনের ভীড়। সবার চোখে স্পষ্ট ঘৃণা।

কয়েক ঘন্টা এগিয়ে যাওয়ার পর বনের মধ্যে পৌছলাম। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে মনে হচ্ছিল, ছেড়ে দেয়ার জন্য না, খুন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের। চাঁদের আলোয় সব মোটামুটি ভালোই দেখা যাচ্ছিল। জঙ্গল আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসছে। সামনেই একটা ডোবা। এমন একটা জায়গায় এসে রাজা বলল, “দুরাত্মারা, তাড়াতাড়ি দূর হও। আমরা আর সামনে যাব না। নিরাপদ না। এই রাস্তা ধরে গেলেই হোয়াইট কেন্ডাদের এলাকায় পৌঁছে যাবে। আর হ্যা, রাস্তায় এমন কারো সাথে দেখা হতেই পারে যার মুখোমুখি কেউ হতে চায় না।” তার চোখে শয়তানির ভাব আমার চোখ এড়াল না।

কথা শেষ হতেই ঘোড়ার রাশ টেনে ফিরতি পথ ধরল সবাই ।

“তো এখন কি করবে?” জিজ্ঞাসা করলাম মারুতকে।

“এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?”

“আচ্ছা, কেউ মুখোমুখি হতে চায় না, মানে কি? কিসের ইঙ্গিত করল সিম্বা? ”

“মনে হয় জানার কথা বলেছে।” হালকা ভয় জড়ানো শোনাল মারুতের গলা।

“আরে বাদ দাও। সাহস রাখ। আশা করি জানা আশেপাশে নেই...” ওকে উৎসাহ দেবার ছলে নিজেকেও একটু বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করলাম ।

“জানা না থাকলেও অন্য হাতির তো অভাব নেই এখানে । হাতিদের গোরস্থানটা যতদূর মনে হয় আশে পাশেই ।”

“তারমানে তুমি বলতে চাইছ, ইংল্যান্ডে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটা একেবারে অবাস্তব না।”

“হ্যা লর্ড,হারুত একবার শিকারে এসে রাস্তা ভুল করে ওই গোরস্থান দেখেছিলেন। বেঁচে থাকলে আমরাও আজ হয়তো দেখব।”

আমি আর কিছু বললাম না। চারপাশে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম। এই এলাকা দিয়ে হাতির ভালোই যাতায়াত। হঠাত শ’খানেক গজ দূরে বড় কিছু একটা নড়তে দেখলাম। বড় কোন গরিলা অথবা হাতি হবে। মারুতও ওটার উপস্থিতি বুঝতে পেরেছে। ফিসফিস করে বলল, “জানা না থাকলেও, ওর চর ঠিকই আছে।” একটা পেঁচাকে দেখেও একই কথা বলল।

কিছুক্ষন পর একটা জায়গায় পৌঁছলাম। জায়গাটার সাথে র‍্যা গনাল কাসলে দেখা সেই জায়গার কোন পার্থক্য নেই। আর মিনিট দশেক যাবার পর দেখি সেই কিংবদন্তীর গোরস্থান! হাজার হাজার হাতির দেহাবশেষ। সেই সময়ের অনুভূতি আমি কোন ভাবেই বোঝাতে পারব না। কিছু নতুন দেহ আবার কিছু পুরাতন। এত পুরাতন যে উপরে ছত্রাকের আস্তরন পরেছে। কোয়াটার মাইল জা য়গা জুড়ে আইভরি ছড়িয়ে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল।

আইভরির দিকে মনযোগ বেশিক্ষন রাখতে পারলাম না। একটা বুড়ো হাতি কই থেকে যেন হাজির হল। হাড় জিরজিরে শরীর দেখেই বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীতে লম্বা একটা সময় কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছে ওর। মিনিট খানেক ধরে হাজার হাজার হাড়হাড্ডির মধ্যে একটা জায়গা বেছে সেখানে ধীরে ধীরে গেল। হাটু গেড়ে বসল, তারপর দু-তিন বার একটু কেপে উঠল। মনে হল মারা গেল।

চোখ চলে গেল সেখান থেকে সদ্য মৃত হাতিটা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা পাথরের ঢিবির কাছে। ওখানে কিছু একটা নড়ছিল। চাঁদ মেঘে ঢেকে যাওয়ার কারনে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মেঘ সরে গেলে একটা সাক্ষাত শয়তান দেখলাম। আমার পুরো শিকারী জীবনে আমি এত বড় হাতি দেখা তো দূরের কথা, এত বড় হাতি থাকতে পারে বলে শুনিও নি। মনে হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন হাতি টাইম মেশিনে করে চলে এসেছে। দাঁত একটা বিরাট, আরেকটা ভাঙ্গা। দাঁত বড় হতে হতে নিচের দিকে বেঁকে গেছে। ছাই রঙের হাতিটার বয়সও যে অনেক সেটা ওর আকার আকৃতি দেখেই বুঝলাম। আর ওইটাই যে বিখ্যাত জানা সেটা বোঝার জন্য আর কাউকে জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না।

অবাক হওয়ার পালা শেষ হলেই বুঝলাম, তাড়াতাড়ি কোথাও না লুকালে জীবনে আর অবাক হও য়া হবে না। একটা আইভরির স্তুপের পিছনে আড়াল নিয়ে শুয়ে পড়লাম। মারুতের বদৌলতে আমার কাছে একটা বড় বোরের রাইফেল আছে। এর মধ্যেই মারুতও কোথাও লুকিয়ে পরেছে। কিন্তু কোথায় ঠিক জানি না।

কিছুক্ষনের মধ্যেই জানার ওখানে আসার উদ্দেশ্য পরিস্কার হল। ধীর পায়ে ও সদ্য মৃত হাতিটা র দিকে এগিয়ে গেল। জানা কাছে যেতেই বুঝলাম আগের বুড়ো হাতিটা এখনও মারা যায়নি। আস্তে নড়ে উঠল। জানা তার বিরাট শুঁড় তুলে মৃতপ্রায় হাতিটাকে যেন বিদায় জানাল, তারপর শুঁড় দিয়ে হাতিটাকে মেরে ফেলল।

র‍্যাগনাল ক্যাসলের স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার হালকা পার্থক্য আছে। স্বপ্নে হাতি একটা মহিলা আর একটা শিশুকে মারতে দেখেছিলাম।

যাই হোক হাতিটা মারার পর বেশ রিলেক্সড হয়ে ফিরে যাচ্ছিল জানা। কিন্তু হঠাত থমকে দাঁড়াল। বাতাসে শুঁড় উচিয়ে কিছু একটা শোঁকার চেষ্টা করল। আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল।

ও আমাদের গন্ধ পাচ্ছে। এখন কি হবে? বুঝতে পার ছি না জানা এখন আমাকে মারবে কিভাবে। দাতগলো সোজা আবার পেটে ঢুকিয়ে, নাকি গুতামেরে আমাকে আকাশ ভ্রমন করাবে? নাকি পায়ের নিচে ফেলে ভর্তা বানাবে?

“আর নিস্তার নেই, ওর পুরোহিতের ওকে পাঠিয়েছে আমাদের মারতে, মরন নিশ্চিত। ” মারুতের ফিসফিস কানে এল, “তবে মরার আগে একটা কথা বলতে চাই, লর্ড র‍্যাগনালের স্ত্রী...”

“একদম চুপ। শয়তানটা শুনে ফেলবে।” আমি আস্তে একটা ধমক দিলাম। আসলে সেই মুহূর্তে লেডি র‍্যাগনাল কেন দুনিয়ার কারো প্রতি আমার কোন আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু ধমক দিয়ে কোন লাভ হল না। জানা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে। আমাদের দিকে এগিয়ে আসল। আবার দাঁড়ালো। বেশি হলে ওর বিশ কদম দূরে সামনে আমরা।

মারুতের আর সহ্য হল না। ও লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল লেকের দিকে হয়তো ভেবেছিল পানিতে নামলে বেঁচে যাবে। ওর পেছন পেছন জানাও দৌড়, ঠিক যেন একটা রেল ইঞ্জিন। মারুত লেকে নেমেই সাঁতরাতে শুরু করল।

ভাবলাম কুমীর যদি না ধরে তাহলে মারুত এবারের মত বেঁচে গেল। কিন্তু পরক্ষনেই ভুল ভাঙ্গল। জানা আরো ভালো সাঁতারু। মারুতও ব্যাপারটা দেখল, দেখে আবার তীরের দিকে ফিরতে শুরু করল। পানি থেকে উঠে সরাসরি আমার দিকে দৌড়ে আস্তে শুরু করল।

হঠাত মারুত দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছন ফিরে তাকিয়ে হোলি চাইল্ডের নাম নিয়ে জানার গুষ্টি তুলে শাপ শাপান্ত করতে লাগল। শুনে অবাক লাগতে পারে কিন্তু আমার মনে হল জন্তুটা মারুতের কথা বুঝতে পারল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে কয়েকগুন বেশি আক্রশে মারুতের দিকে অগ্রসর হল।

আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। পর মুহূর্তে দেখালাম বেচারা মারুত আকাশে উড়ছে। মনে হল আর কখনও নামবেই না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নামল। পড়েই মারা গেছে বোঝা গেল। জানা শান্ত ভাবে ওর দিকে গেল। তারপর শুঁড় দিয়ে তুলল। আমি মনে মনে বললাম , যাই হোক এখন যদি ও ওকে নিয়ে অন্য দিকে চলে যায় তাহলে বাঁচা। কিন্তু আমার আশার মুখে বালি দিয়ে জানা মারুতকে শুঁড়ে নিয়ে ঠিক সেই পাথরের দিকে আস্তে শুরু করল যেটার পেছনে আমি শুয়ে। বুঝলাম আমার গন্ধ পাচ্ছে।

এখন দুনিয়াকে বিদায় জানানো ছাড়া হাতে কোন কাজ নেই। তো... বিদায় জানানো শুরু করলাম। জানা আমার একবারে সামনে দাঁড়িয়ে। মারুতকে আমার পাশে শুইয়ে রাখল পরম যত্নের সাথে। তারপর আমাকে পরীক্ষা করতে শুরু করল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীক্ষা করে আমার প্যান্টের উপর একটা মোটামুটি রকম জোড়ে ঘুতা মারল। ব্যাথায় তো আমার অবস্থা খারাপ। কিন্তু একটু নড়াচড়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। তাই অনেক কষ্টে চুপচাপ থাকলাম।

শয়তান হাতিটা তারপরেও যেন নিশ্চিত না। একটু সরে গেল চাঁদের আলোয় আমাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

ভাবলাম এবার সব শেষ। প্যান্টে রক্তের দাগ দেখতে পেলেই এই জানোয়ার আমার ইহলীলা সাঙ্গ করে দেবে। চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম। ঈশ্বর শুনলেন।

জানা চাঁদের আলোয় ভালো করে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারল না। কেবল আমাকে মারার জন্য কান খাড়া করে রেডি হচ্ছে তখনই কয়েক গজ দূর থেকে বন্দুকের আওয়াজ। চোখ খুলে উপরে তাকিয়ে দেখি দানবটার বাম চোখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হল।

জানা একবার শুঁড় দিয়ে বাঁ চোখটা ছুঁয়ে দেখল, তারপর কান ফাটানো একটা চিৎকার দিয়ে ঘুরে উল্টো দৌড় দিল।

১৪... মুখোমুখি ...

তারপর আর কিছু মনে নেই। মনে হল স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। দেখি হাজার হাজার হাতির কঙ্কাল সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবগুলো মার্চ করে আমার সামনে হাটা হাটি শুরু করল। সবাই আমার সামনে হাটু গেড়ে আনুগত্য প্রকাশ করছে। কারন দুনিয়ায় আমি একমাত্র মানুষ যে জানার সামনে থেকে প্রান নিয়ে ফিরেছে। সবার সামনের হাতিটার উপর মাহুত সেজে বসে আছে হান্স। তারপর ঘোলাটে ঘোলাটে কি কি যে দেখলাম মনে নেই। হান্সের পরিস্কার গলা শুনতে পেলাম।

"বাস! বাস! উঠুন। তাড়াতাড়ি। জানার বাঁম চোখ উড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু ও আবার ফিরে আসবে।"

আমি উঠে বসলাম। হুম, সামনে হান্সই। সাথে ইন্টম্বি।

"হান্স? এখানে কি কর?" আস্তে বললাম।

"ঐ শয়তানের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে এসেছি।" আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে আবার আগ্রহ নিয়ে বলতে শুরু করল, "ভাগ্য ভালো এক্কেবারে সময় মত এসেছি, নাহলে তো সব শেষ! আরেকটু দেরী হলেই আপনার ভর্তা বানিয়ে দিত। এখন তাড়াতাড়ি উঠুন। আমার সাথে একটা উট আছে। ওটাতে আমরা দুজনই পালাতে পারব। হুশ ফিরলেই ওই শয়তানের বাদশা জানা আবার এখানে আসবে। উঠুন তাড়াতাড়ি।"

আমি মারুতের দিকে একবার তাকালাম। দেখে মনে হচ্ছিল ঘুমাচ্ছে। হান্স বলল, "বাস ওর দিকে তাকিয়ে আর লাভ নেই। ঘাড় ভেঙ্গে সোজা না ফেরার দেশে চলে গেছে।"

আমি আর কিছু বললাম না। হান্সের হাত ধরে দাঁড়িয়ে, ওর কাঁধে ভর দিয়ে এগোতে শুরু করলাম। জীবনে ওই বারই আমার প্রথম নিজেকে এত দুর্বল মনে হয়েছিল। কিছুদূর যেতেই একটা টিবির আড়ালে একটা উট দেখতে পেলাম। আসার পথে হান্স ওর গল্প শোনাল।

আমরা ধরা পড়ার পর ওর মনে হয়েছিল, ও আর যে কারো চেয়ে আমার জন্য বেশি কাজের অথবা যদি মরে গিয়ে থাকি তাহলে তার প্রতিশোধ সে নেবে। প্রথমটা ও বলেছিল কিন্তু দ্বিতীয়টা আমি অনুমান করে নিয়েছি। রাত হওয়ার পর ও চাঁদের আলোয় আমাদের অনুসরন করতে থাকে তারপর সিম্বা টাউনের বাইরে জঙ্গলে লুকায়। উটটাকে নিয়ে একটা গুহার মধ্যে থাকতে শুরু করে। আর দিনের বেলা গাছের উঁচু উপর চড়ে চালায় ওর শহরের ভেতর পর্যবেক্ষনের কাজ। ওখান থেকেই ও আমাদের দেখে। তারপর ঝড়ে গাছের পাতা পরে গেলে ওর জন্য ওখানে থাকা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় তারপর ও এই এলাকায় চলে আসে। তারপর সে আমাদের লেকের পাড় ধরে আসতে দেখে আর আমাদের সাথে সাথে আসতে থাকে।

উটের পিঠে করে আমরা এগোতে থাকলাম। শ্যাডলব্যাগ থেকে ও একটা ব্র্যান্ডির ফ্লাস্ক বের করে দিল। স্ট্রং ড্রিঙ্ক ও নিজেও অনেক পছন্দ করত কিন্তু এটুকু সে খরচ করেনি, যদি আমার কোন কাজে লা গে এই ভেবে। আমি এখনও দেখতে পাই আমার সেই চির শোভাকাঙ্খি আমার সামনে বসে একমনে উট চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অনেক্ষন চলার পর আমরা বিশ্রামের জন্য থামলাম। চারপাশে যেন ঘাসের কার্পেট বিছানো। একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে মাইল দশেক দূরেই নদীটা দেখা গেল।

হায় কপাল! সামান্য ওই টিলার উপর দাঁড়িয়েই দেখতে পেলাম স্বয়ং জানাকে। শুঁড় উচিয়ে দাঁড়িয়ে। এত দূর থেকেই বোঝা গেল কঠিন রেগে আছে।

"হারামজাদা দেখি চোখ খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছে। " হান্স বলল।

রেস শুরু। নেহাত উটটা ভালো ছিল। আর কয়েকদিন আরাম করে আর খেয়ে বেশ তরতাজা ছিল। বোঝা যতটা সম্ভব কমিয়ে নিলাম। উটের গতি ভালো। মাইলের পর মাইল দৌড়ে চলেছে। আর পেছনে জানা। যেন গানবোটের পেছনে লেগেছে ক্রুজার । উট সর্বোচ্চ গতিতে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু জানা প্রতি একশো গজে কয়েক গজ করে দূরত্ব কমিয়ে নিচ্ছে। আধা ঘন্টা পর আমরা যখন নদীর পাড়ে তখন জানা খুব বেশী হলে পঞ্চাশ ষাট পা দূরে।

কিন্তু নদী দেখে সাহস ফিরে পেলাম। হান্সকে বললাম, "এবারের মত মনে হয় বেঁচে গেলাম।"

"সেটা আপনি বলতে পারেন, বাস। উটটা ভালো দৌড়ায়, মনে হচ্ছে আমার পেটের ভেতরটা ফাকা হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো এখনও নিশ্চিত হতে পারছি না, কারন জানা আরো ভালো দৌড়াচ্ছে। আর তাছাড়া সামনে পাথর। উটের জন্যে সেটা মোটেও সুখের কথা না। তার উপর আবার সামনে নদী । আর জানা যে কেমন সাঁতারু সেটা মারুত ভালো জানে। তবে বাস, আপনি যদি গুলি ওর হাটু বা শুঁড়ে লাগাতে পারেন তাহলে আলাদা কথা।"

"চুও কর, গাধা। উটের পিঠ থেকে লাফাতে লাফাতে শ্যুট করব কিভাবে? তুমি উট ছোটা ও তাড়াতাড়ি।"

কিন্তু হায় হান্স ঠিকই বলেছিল। মরুভূমির জাহাজ উট পাথরের উপর কতটা অকাজের সেটা পাথরের উপর এসেই আমরা টের পেলাম। এদিকে আমাদের গতি কমতে দেখে জানা যে গতি আরো বাড়িয়ে দিল। আমরা ততক্ষনে নদীতে। জানা খুব বেশী হলে দশ গজ দূরে। ওর বাঁ চোখ থেকে এখনও রক্ত পড়ছে । উট পানিকে যত ভয় পায় হাতিকে তার চেয়ে বেশি ভয় পায়, তাই সুবিধেই হল। আমরা পানিতে চার ফুট নেমে গেছি তারপর জানা পানি ছিটাতে ছিটাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দূরত্ব এবার খুব বেশি হলে পাঁচ গজ। আমি ঘুরেই গুলি করলাম। জানিনা জানাকে লাগল কিনা কিন্তু কিছুক্ষনের জন্য ও থেমে গেল। আমরা দূরত্ব একটু বাড়িয়ে নিতে পারলাম। বিরতির পর জানা আবার তার রেল ইঞ্জিন স্টাইলে এগোতে শুরু করল।

মাঝনদীতে পৌছবার পর উট আর পারল না। পরে গেল। আমি আর হান্স যত তাড়াতাড়ি পারি তীরের দিকে সাঁতরাতে থাকলাম। এদিকে জানা উট পেয়ে আমাদের কথা ভুলে গেল। মাঝ নদীতে তোলপাড় করে উট বধ কার্যক্রম শেষ করল জানা। কাজটা বেশ আরাম করে রয়েসয়ে করল বলে আমরা তীরে পৌঁছে একটা গাছে ওঠার মত সময় পেলাম।

উটের পালা শেষ করে জানা আমাদের দিকে মনোযোগ দিল। গাছের উপর আমাদের আবিস্কার করতে বেশি সময় লাগল না ওর। গাছের নিচে এসে ও প্রথমে শুঁড় দিয়ে গাছটা উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। তারপর দাঁত দিয়ে মাটি খুড়ে চেষ্টা করল। কিন্তু পাথরের প্রলেপ থাকায় করতে পারল না। আরেকটা

বুদ্ধি ফাঁদল। দৌড়ে এসে গাছের গায়ে ধাক্কা দিতে শুরু করল। এবার কম্ম কাবার। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। গাছ উপড়াল না। কিন্তু ঝাঁকিতে মনে হচ্ছিল পাকা আমের মত দুজন ডাল থেকে পড়েই যাব। আমি হয়তো পড়েই যেতাম কিন্তু লেজ ছাড়া বানর ওই হটেনটট হান্স আমাকে ধরে রাখল।

কিন্তু জানার ধৈর্য প্রশংসার দাবিদার। ধাক্কাতেই থাকল। শিকড় একসময় ঢিল হতে শুরু করল। কিন্তু ভাগ্য আমাদের সাথে ছিল। জানা ব্যাপারটা খেয়াল করল না। ও হাল ছেড়ে দিয়ে অথবা বিশ্রাম নেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল।

"হান্স, রাইফেল লোড কর তাড়াতাড়ি। এবার পাইছি ওরে ফাকা মাঠে।"

"বাস পাউডার তো ভিজে গেছে।"

"সব তোমার দোষ। তোমার কথাতেই নিশানা ছাড়া গুলিটা করলাম। এখন থাকলে কাজে লাগত না?" আমার মেজাজ খিচড়ে গেল।

"একই তো হত। তখন শ্যুট না করলে রাইফেল ভিজে ওই গুলিটাও আর আপনার করা হত না। বরং তখন শ্যুট না করলে আমরা এতক্ষনে পটল তুলতাম। "

কথা সত্যি। কিন্তু শত্রুকে সামনে পেয়েও রাইফেল হাতে নিয়ে গাধার মত বসে থাকা যে কতটা বিরক্তিকর সেটা যে ওই অবস্থায় পড়েনি তাকে বুঝানো যাবে না।

কয়েক মিনিট পর জানা নতুন বুদ্ধি চালল। পেছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আর সামনের পা দিয়ে গাছের গুড়িতে ভর দিয়ে শুঁড়টা আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল। তার আর আমাদের মধ্যেকার ডাল পরিস্কার করতে শুরু করল।

"আশা করছি এভাবে আমাদের ধরতে পারবে না। এভাবে ধরতে চাইলে পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে তার উপর ওকে দাড়াতে হবে।" সন্দেহ ভরা গলায় হান্সকে বললাম। মনে আশা ও-ও আমার সাথে একমত হবে।

"ওফ বাস। চুপ করুন। শয়তানটা আপনার কাছ থেকে বুদ্ধি নিয়ে আমাদের দুজনকেই মারবে। "

যদিও হাস্যকর শোনাবে কিন্তু আমারও একবার মনে হল হান্স ঠিকও বলতে পারে। এই চরম অভিজ্ঞ জন্তু কি বোঝে আর কি বোঝে না, এটাও এক রহস্য।

সব ডাল পরিষ্কার করার কাজ শেষ করে জানা ওর শুঁড় যতটা পারে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল। আর সামনের পা একটু করে উপরে তুলতে তুলতে ওর শুঁড় প্রায় আমাদের ছুঁয়ে ফেলল। কয়েক ইঞ্চি মাত্র তফাত। একইভাবে আরেকবার চেষ্টা করল আগের চেয়ে ভালো করল এবার।

"এবার ধরে ফেলেছে।" আমি বিড়বিড় করলাম।

কিন্তু হান্স একটু হেলে বাঁ হাত দিয়ে গাছের ডাল ভালো করে ধরে ডান হাতে চাকু চালাল। চাকু চকচকিয়ে উঠল। পর মুহূর্তে দেখি জানার শুঁড়ের নিচের ঠোঁট প্রজাপতির মত লাফাচ্ছে। জানা পাগলের মত শুঁড় নামিয়ে নিল। তারপর পরাজয়ের ক্ষোভে গজরাতে গজরাতে নদীর দিকে দৌড় দিল।

এত কিছুর মধ্যে জানা হান্সের হেটটা নিতে পেরেছিল । আর হান্স তাতে চেচিয়ে জানাকে জানিয়ে দিল, ওর হেট কেড়ে নেয়ার শাস্তি জানাকে পেতেই হবে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "এবার বাস, ওই শয়তানটা আমাদের ভুলবে পারবে না। এখন চলুন এখান থেকে কেটে পড়ি। চোখ আর নাক হারিয়ে আমাদের খুঁজতে এখানেই আবার আসবে ওই ইবলিশের লিডার।"

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে সটকে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কোন দিকে যেতে হবে বুঝতে কোন অসুবিধা নেই কারন হোয়াইট কেন্ডাদের হোলি মাউন্ট দেখা যাচ্ছে। আমাদের থেকে কুড়ি মাইলের মত দূর। কিন্তু কয়েক ঘন্টা টানা হাটার পরও মনে হল আগের দূরত্বই বহাল আছে। কমছে না।

দশ মাইলের মধ্যে কোন জনমানব থাকে বলে মনে হল না। তারপর কিছু উট আর গবাদি পশু দেখা গেল। আরেকটু সামনে গিয়ে পাওয়া গেল ভুট্টার ক্ষেত। ওই ভয়ঙ্কর শীলা -ঝড় এদিকে আসেনি বোঝা গেল। পেট ভরে ভুট্টা খেয়ে আবার হাটা শুরু। আবার জনমানব শূন্য এলাকা। যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম । তবু হান্সের কাঁধে ভর দিয়ে এগোতে থাকলাম। একসময় মনে হল অনন্ত কাল পর একটা গ্রাম দেখতে পেলাম। আমাদের দেখেই গ্রামের লোকজন কৌতুহলী হয়ে উঠল। কয়েকজন শসস্ত্র লোক এসে আমাদের ঘিরে ধরল। আমি ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমরা হারুতের বন্ধু কিন্তু ওরা কিছুতেই মানতে চাইল না যে ওদের কোন বন্ধু ব্ল্যাক কেন্ডাদের এলাকা থেকে আসতে পারে। খেয়াল করলাম বেশির ভাগের গায়ের রঙ ব্ল্যাক কেন্ডাদের চেয়ে হালকা। কিন্তু কেউ কেউ ওদের মতই। মানে জাতিটা মিশ্র।

যাই হোক ওরা কোন ভাবেই মানতে চাইল না আমার কথা। খুন করতে বদ্ধ পরিকর। বলল, "তোমরা সিম্বার চর। তোমাদের গা থেকে এখনও জানার গন্ধ আসছে। শোন সাদা ছাগল আর হলুদ বানর, আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা করো না।"

"ভালো। তাহলে মেরে ফেল আমাদের। আর নিজেদের উপর ডেকে আনো দুর্ভিক্ষ, ঝড়, যুদ্ধ । " বেশ তেজ দেখিয়ে বললাম।

এবার কাজ হল। ওরা একটু দ্বিধার মধ্যে পড়ল। কিন্তু পরে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসল। আমরা যেহেতু শত্রুদের এলাকা থেকে এসেছি তাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত হবে না।

আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করল না। বসে পড়লাম। ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে এলো। যে কোন সময় ছুরি নেমে আসবে গলায় ভেবেও চুপ করে আছি। চোখ হয়তো আর খুলতে হবে না। কিন্তু হান্সের জন্য খুলতে হল। সামনে একদল লোক আসছিল উটের পিঠে চড়ে। সবার সামনের লোকটা যে হারুত চিনতে বেশি অসুবিধা হল না। ও সোজা আমাদের খুন করতে চাইছিল যে দলটা তাদের নেতার দিকে এগিয়ে গেল। একটা বর্শা দিয়ে চরম আক্রোশে লোকটার কাঁধে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "কুত্তা! হোলি চাইল্ডের অতিথিদের ক্ষতি করার সাহস তোকে কে দিল?"

আর কিছু শুনতে পেলাম না কারন ক্লান্তিতে বা অন্য কোন কারনে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

১৫... গুহাবাসী...

এরপর অনেক দুঃস্বপ্ন দেখার পর যখন চোখ খুললাম, দেখি মাটি থেকে ইঞ্চি তিনেক উঁচু একটা বিছানায় শুয়ে আছি। সামনে হান্স দাঁড়িয়ে।

"হান্স, নতুন হেট পেলে কোথায়? "

"এখানকার লোকজন দিয়েছে, বাস। বাসের নিশ্চয়ই মনে আছে আগেরটা জানা খেয়ে ফেলেছে।"

আমার তখন কিছু মনে পড়ছে কিছু পড়ছে না। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা কোথায়।

"টাউন অব চাইল্ডে। আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর আপনাকে বয়ে আনা হয়েছে। আপনি গত তিন দিন ধরে ঘুমাচ্ছেন।"

"লম্বা বিশ্রামের দরকার ছিল। এখন ক্ষুধা পাচ্ছে। আচ্ছা সেই লর্ড আর বেনা কি এখানেই আছে নাকি ওদের মেরে ফেলেছে ?"

"তারাও এখানেই আছেন। নিরাপদেই আছেন। আপনি আসার পর থেকেই ওনারা আপনার দেখাশুনা করছে।"

ঠিক সেই সময় সেভেজ একটা সুপের বাটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেখতে র‍্যা গনাল ক্যাসলের মতই স্মার্ট লাগছে।

"অভিনন্দন স্যার। আপনাকে আবার পেয়ে ভালো লাগছে। আমরা তো ভাবেছিলাম আপনারা আর নেই।"

ওকে ধন্যবাদ দিয়ে সুপটা খেয়ে নিলাম। আমার জন্য আরও কিছু রান্না করতে বললাম। তারপর হান্সকে বললাম লর্ড র‍্যাগনালকে খুঁজতে। হান্স বের হয়ে যেতেই হারুত আসল। আন্তরিকভাবে বোঁ করে প্রাচ্যের কায়দায় বসল।

"কোন পবিত্র আত্মা আপনার সাথে আছে অবশ্যই আপনার সাথে আছে। নইলে আপনাকে আবার ফিরে পাব ভাবিনি।"

তারপর এটা সেটা বলে হারুত বলল-

"জানাকে ওরা যতই শক্তিশালীই ভাবুক না কেন আপনি আর আপনার ভৃত্য দুজন মিলে ওর বারোটা বাজিয়েছেন।"

"উহু। আমরা ওর বারোটা বাজাইনি ওই আমাদের হালুয়া টাইট করে দিয়েছে। আমরা খালি ওর একটা চোখ আর নাকে ডগা একটু কেটে নিয়েছি। "

"সেটাই অনেককাল থেকে কেউ করতে পারেনি। এইটুকুর জন্যই যুগ যুগ অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাদের। এবার মনে হচ্ছে আপনার হাতেই জানার মরন লেখা আছে।"

"তা জানি না। কিন্তু এই জানা সম্পর্কে কিছু বল তো... "

“আপনাকে তো বলেইছি ও হল সাক্ষাত শয়তান, হাতির বেশ ধরে আছে।”

“হ্যা সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমার মনে হয় জানা একটা বিরাট বদরাগী হাতি ছাড়া আর কিছু না। তবে ও যেই হোক আমার আর ওর সাথে দেখা করার কোন ইচ্ছা নেই।”

“লর্ড আপনি না চাইলেও, ও নিজেই আসবে আপনার সাথে দেখা করতে।”

“তাহলে তো ওকে হোয়াইট কেন্ডাদের এলাকায় আসতে হবে।”

“আসতেও আরে মাকুমাজন। আমি শুধু বলব, জানার যে কোন ক্ষতি করে, জানা তাকে ছাড়ে না।”

“তাহলে তো জানারও সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত। এরপর দেখা হলে দেনা পাওনা সব মিটিয়ে দেব। আর হ্যা, মারুত মারা যাওয়ার আগে আমাকে বলেছিল লেডি র‍্যাগনাল হোলি মাউন্টে আছে। উত্তেজনায় আমি তখন ওর কথা ঠিক মত শুনিনি। তবে আমার মনে হয় আমি এটাই শুনেছি। আমি কি ঠিক শুনেছি?”

হারুতের চেহারাটা পাথরের মত হয়ে গেল, বলল “হয় আপনি শুনতে ভুল করেছেন নইলে ভয়ে আমার ভাইয়ের মাথা এলোমেলো হয়ে গেছিল। হোলি মাউন্টে কোন সাদা লেডি নেই। একজন অভিভাবক আছেন হোলি চাইল্ডের। তার কথা দয়া করে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আর নিজেরাও ওই সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর নেয়ার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আপনাদের জীবনের নিরাপত্তা আমি দিতে পারব না। হোলি চাইল্ড জানার চেয়েও শক্তিশালী, ক্ষমতাধর।”

আমি ওকে শীলা-ঝড়ের কথা বললাম।

“এটা হল হোলি চাইল্ডের প্রথম অভিশাপ। ব্ল্যাক কেন্ডারা যদি কোনভাবে আমাদের আক্রমন করে তাহলে প্রথমে চরম ঝড় হবে, তারপর দুর্ভিক্ষ, আর শেষে যুদ্ধ। প্রথমটা ফলে গেছে। আর দ্বিতীয়টা ফলবে ফলবে করছে।”

“হুম, ওদের কোন ফসল নেই। এদিকে তোমাদের মাঠ ভরতি ফসল। ওরা সংখ্যায়ও বেশি, মানে শস্যের জন্যই ওরা আক্রমন করবে, তাই না?”

“হা, তখন তিন নম্বর অভিশাপ ফলবে। সব নির্ধারিত, মাকুমাজন। আর আপনি এখানে এসেছেন সেই যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করার জন্য। আপনার সাথে প্রচুর অস্ত্র -শস্ত্র আছে আপনি আমাদের শেখাবেন কিভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে হয় যেন আমরা ব্ল্যাক কেন্ডাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারি।”

“আমার তো তা মনে হয় না। আমি এখানে এসেছি একটা হাতিকে খুন করে বিনিময়ে আইভরি পাওয়ার জন্য। কোন যুদ্ধ করার জন্য না। আর তাছাড়া ওই গোলা -বারুদ আমার না, লর্ড র‍্যাগনালের।”

“সেটা তো সময়ই বলে দেবে, লর্ড। আপনি এখন অসুস্থ আর বিশ্রামের দরকার তাই বিদায় নিচ্ছি । আবার কথা হবে। আর আপনার বন্ধু হিসেবে বলছি হোলি মাউন্টের দিকে যাবেন না।”

তারপর উঠে আবার বোঁ করে বিদায় নিল।

কিছুক্ষন পর সেভেজ আর হাঙ্গ আসল। আমার জন্য মাংস রান্না করে এনেছে। তৃপ্তি নিয়ে খেলাম। খাওয়া শেষ করতে করতেই র‍্যাগনাল আসল। ওর সাথে আবার দেখা হওয়াটা অনেকটা দুজন কমরেডের দেখা

হওয়ার মত, যারা কেউই ভাবেনি আবার তাদের দেখা হবে। ও ভেবেছিল আমরা আর নেই। কয়েকজন উট ওয়ালা নাকি দেখেছে আমাদের খুন হতে।

আরো অনেক কথা হল। তারমধ্যে আমি ওকে বললাম মারুতের কথাটা। শুনে র‍্যাগনাল যেন নতুন প্রাণ পেল।

এক হপ্তা পাড় হল। এরমধ্যে আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলাম। আমার যত্ন-আত্তির কোন কমতি ছিল না। বিকেলে আমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত বাগানে। সব রকম সুযোগ সুবিধা দেয়া হল।

বাগান থেকে প্রায়ই আমি দূরবীনটা দিয়ে হোলি মাউন্টের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। একদিন এরকমই দেখছিলাম। এমন সময় হারুত হাজির।

"হোলি চাইল্ডের থাকার জায়গার প্রশংসা করতে হয়, তাই না?" ও বলল ।

"হুম। কিন্তু ওই ঢাল বেয়ে লোকজন ওঠে কিভাবে উপরে?" জিজ্ঞাসা করলাম ।

"ওঠা যায় না, রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। পুরোহিতরাই শুধু ওই রাস্তা দিয়ে যেতে পারে । অন্য কাউকে ওদিকে দেখা গেলে মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। "

তারপর আমার স্বাস্থের খোঁজ খবর নিল। আর বলল ফসল হারিয়ে ব্ল্যাক কেন্ডারা পাগল হয়ে গেছে।

"তারমানে খুব তাড়াতাড়িই তোমাদের ফসলের উপর চোখ দেবে ওরা...। " আনমনে বললাম।

"হুম। তাই লর্ড তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি পর্ব সেরে নিন। আমাদের ফসল কাটা শুরু হবে চোদ্দ দিন পর থেকে।"

হারুত চলে যাবার পর কিছুক্ষন সেভেজের সাথে গল্প গুজব করলাম। বিকেলে হান্স আসল। ওকে পাঠিয়েছিলাম, হোলি মাউন্টের চারপাশে ঘুরে যতটা সম্ভব খবর আনতে। কিন্তু ও কিছুই করতে পারে নি। ওদিকে যাওয়ার সময় স্থানীয় কিছু লোকের কাছে ধরা পড়ে ও। তারপর অবস্থা সুবিধার না দেখে, ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

একটা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা ঘরের একপাশে থাকি আমি আর হান্স আর আরেকটাতে র‍্যাগনাল আর সেভেজ। রাতে ঘুমানোর পর হঠাত র‍্যা গনাল এসে হাজির। র‍্যাগনালকে বিরক্ত মনে হল আর সেভেজ তো ধরতে গেলে ভয়ে শুধু কাঁদতেই বাকি রেখেছে ।

"কি হল?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমরা দুজনই আমার স্ত্রীকে দেখলাম এইমাত্র।" র‍্যাগনালের চাঁচাছোলা উত্তর ।

ওর দিকে ভালো করে তাকাতেই বলতে শুরু করল কাহিনী।

"সেভেজ আমাকে ডেকে বলল রুমে কেউ আছে। উঠে দেখি জানালার কাছে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে।"

"কি পড়ে ছিল?" সাথে সাথে জিজ্ঞাস করলাম ।

"একটা সাদা রোবের মত কিছু। চুল ছেড়ে দেয়া কিন্তু ভালোভাবে আচড়ানো। "

"আর কিছু?"

“না, গলায় সেই নেকলেস ছিল যেটা ওই ফাজিলরা ওকে দিয়েছিল।”

“লক্ষ্যনীয় আর কিছু?”

“হ্যাঁ। ও কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে ছিল। যতদূর মনে হয় মরা বাচ্চা। ”

“তারপর কি হল?”

“আমি তো পুরো স্তম্ভিত। ও শুধু আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে এত সুন্দর লাগছিল যে কি বলব...খোদার কসম, ওর ঠোঁট একবারও নড়েনি কিন্তু আমি আর সেভেজ দুজনেই স্পষ্ট শুনলামঃ হোলি মাউন্টে, জর্জ। আমাকে ফেলে যেওনা। হোলি মাউন্টে খোঁজ, প্রিয়, আমাকে পাবেই।”

“তারপর?”

“আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। আর ও অদৃশ্য। ”

“এখন, সেভেজ, তুমি বল কি দেখলে? ”

“ঠিক লর্ড যা বললেন তাই। এক বিন্দু কম না, বেশীও না। শুধু পার্থক্য এটাই আ মি জেগে ছিলাম। কারন একটা সাপের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গেছিল। শুয়ে শুয়ে লেডিকে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম ।” সেভেজের কণ্ঠ দৃঢ় ।

“দরজা দিয়ে? খোলা ছিল নাকি?”

“না, দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু তিনি দরজা ভেদ করে ঢুকলেন। আরেকটা ব্যাপার হল, ওনার মাথায় একটা সোনার সাপের নকশা ওয়ালা মুকুট ছিল। আর তার গায়ের কাপড় এত পাতলা ছিল যে আমি কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার অবয়ব দেখতে পাচ্ছিলাম।”

“আমার চোখে কিন্তু মুকুট অথবা সাপ কোনটাই পড়েনি। ” র‍্যাগনাল যোগ করল ।

“ঠিক আছে। এখন তোমরা গিয়ে ঘুমাও। আমার একটু চিন্তা করা দরকার। আবার এরকম কিছু দেখলে আমাকে ডাকবে।” বলে ওদের প্রায় জোর করে পাঠিয়ে দিলাম।

ওরা যাওয়ার পর হান্সের সাথে ব্যাপারটা নিয়া আলোচনা করতে বসলাম।

“এখন কি বলবে হান্স? তুমি নাকি আফ্রিকার সবচেয়ে ভালো প্রহরী? আর তোমার নাকের ডগা দিয়ে একজন মহিলা ঢুকল আর তুমি বুঝতেই পারলে না? কই গেল তোমার রেপুটেশান? ”

কিছুক্ষন চুপ করে থেকে অ বলল, “ওটা কোন মহিলা ছিল না বাস। ছিল কোন ভূত। ভোর হওয়ারও আধা ঘন্টা আগে থেকে আমি জেগে আছি। কিন্তু একবারও দরজা খুলতে দেখিনি। রাতে দরজার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত একটা মাকড়শা জাল বুনেছে। জালটা এখনও আগের মতই অক্ষত আছে। বলুন বাস দরজা খুললে কি ওটা থাকত?”

গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, দরজা আসলেই খোলা হয়নি। তারমানে হয় ওদের হেলুসিনেশান অথবা ওরা অলৌকিক কিছু একটা দেখেছে।

পরদিন ব্রেকফাস্টের সময় র‍্যাগনাল বলল, “কাল রাতের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম। আমি এতটা পাগল এখনও হইনি যে নিজে নিজে উল্টা পাল্টা জিনিসপত্র দেখব। আর তাছাড়া সেভেজও একই জিনিস দেখেছে। তাই ঠিক করেছি আমার স্ত্রী যা বলেছে তাই করব। হোলি মাউন্টেই খুজব ওকে। ”

“কিভাবে?” জিজ্ঞাসা করলাম।

“নিজে যাব ওখানে।”

“সম্ভব না রাগনাল। আমার পায়ের অবস্থা এখনও ভালো না। হাঁটতেই পারি না ঠিকমত। সেখানে পাহাড়ে চড়ব কিভাবে?”

“সেটা জানি, তাই ভাবছি একটা কাজে সবার জীবন বিপন্ন করা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ না। ঠিক করেছি একাই যাব। কিন্তু সেভেজ আমাকে ছাড়তে চাইছে না।”

আমি ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম একা না যাওয়ার জন্য। সময় সুযোগ বুঝে সবাই যাওয়া যাবে। কিন্তু র‍্যাগনাল থামার পাত্র না। তাই ভগ্ন মনে ওকে বিদায় দিতেই হল।

ওরা যাবার পর হান্সের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বললাম, “কি ব্যাপার? মন খারাপ কেন হান্স?”

“বেনার জন্য খারাপ লাগছে। খুব ভালো মানুষ ছিল। আমাকেও খুব ভালবাসত। আর রান্নাও করত ভালো। এখন এই অপছন্দের কাজটাও আমাকেই করতে হবে।”

“পরিষ্কার করে বল, কি বলতে চাচ্ছ। আর তোমার এত চিন্তার কোন কারন নেই, সেভেজ এখনও বেঁচে আছে আর শীঘ্রই ফিরে আসবে।”

“আসবে না বাস। আমি তার চোখে মৃত্যুর ছায়া দেখেছি। ”

“তাহলে র‍্যাগনালের চোখেও দেখেছ নিশ্চয়ই!” বেশ কৌতুক করে বললাম।

“না বাস। তার কিছু হবে না। ” কৌতুক না বুঝে সিরিয়াস হয়েই কথাটা বলল হান্স।

ওর কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাই আর কথা বাড়ালাম না।

রাতে র‍্যাগনালের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। হান্স দরজা খুলল। আমি মোম জ্বালালাম। ঢুকেই তাড়াহুড়ো করে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, “সেভেজ মারা গেছে। শোন, আমরা প্রথমে হোলি মাউন্টের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছিলাম। তারপর সন্ধ্যা হতেই আরো কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি উপরে ওঠা অসম্ভব। সামনেই একটা গুহা দেখলাম। এর মধ্যে কিছু পুরোহিত আমাদের দেখে ফেলল। ওরা আমাদের বন্দুক - পিস্তল সব নিয়ে নিল। তারপর নেতা গোছের একজন বলল, আমরা যদি সামনে যেতে চাই তাহলে গুহার মধ্যে দিয়ে যেতে পারি। ওরা চলে যাবার পর সেভেজকে জিজ্ঞাস করলাম কি করা যায়। ভেবেছিলাম ও চাইবে ফিরে যেতে কিন্তু ও বলল, “চলুন এগিয়ে যাই। এই অসভ্যের দল যাতে বলতে না পারে সাদা মানুষরা তাদের বন্দুক-পিস্তল ছাড়া সামনে এগোতে ভয় পায়। আর আপনি যেতে না চাইলে অসুবিধা নাই, আমি একাই যাব।”

তাই আমরা গুহায় ঢুকলাম। সেভেজ আমার আগেই নেমে পড়েছে। তাই আমার থেকে আট -নয় গজ সামনে ছিল। হঠাত খুব জোরে হিস হিসানি শুনতে পেলাম। সাথে সেভেজের চিৎকার। ওর হাত থেকে

লণ্ঠন পড়ে গেছে কিন্তু তখনও জ্বলছিল। আমি ওটা তুলে নিয়ে উপরে তুলে দেখি সেভেজ আমার থেকে দশ কদম দূরে। আর ওর সামনে বিরাট একটা সাপ। এতবড় সাপের কথা আমি কোন দিন শুনিও নি। সাপটার মাথা মাটি থেকে অন্তত দশ ফুট উপরে। গুহার সিলিং ছুঁই ছুঁই করছে। কয়েক সেকেন্ড পর সাপটা সেভেজকে পেচিয়ে ধরল। আমার বলতে একদম লজ্জা লাগছে না যে আমি সত্যিই অনেক ভয় পেয়েছিলাম।"

"এজন্য দোষ দেয়া যায় না।" আমি আস্তে আস্তে বললাম।

"আরেকটু বাকি আছে।" র‍্যাগনাল বলে চলল, " আসার পথে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরে অবশ্য খুঁজে পাই। কিন্তু যখন আমি হোলি মাউন্টের পাশ দিয়ে আসছিলাম মনে হচ্ছিল যেন আশেপাশে লোকজন আমাকে দেখে হাসছে। কিন্তু আশেপাশে কেউ ছিল না।"

তারপর অনেকক্ষণ আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। একসময় হান্স নীরবতা ভাঙ্গল। ঠান্ডা স্থির কণ্ঠে বলল, "বাস, আলো ফুটে গেছে। মোম গুলো কি নিভিয়ে দেব?"

১৬... হাঙ্গের চাবি চুরি...

কয়েক ঘন্টা পর কয়েকজন স্থানীয় লোক আসল। সেভেজ আর র‍্যাগনালের বন্দুক পিস্তল ফেরত দিয়ে গেল। বলল সেগুলো তারা কুড়িয়ে পেয়েছে। কোন কথা না বললাম না। সন্ধ্যায় হারুত আসল সেভেজ ওরফে বেনার কথা জিজ্ঞাস করলাম। ও বলল জানে না।

"মিথ্যা বল না। তুমি ভালো করেই জানো তোমাদের গুহার ওই সাপ ওকে খেয়ে ফেলেছে। কি জানো না? " আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

"বলেন কি মাকুমাজন? আপনারা কি ওই গুহার দিকে গিয়েছিলেন নাকি? " বেশ অবাক হয়ে অথবা অবাক হওয়ার ভান করে বলল হারুত।

"ঢং করো না, খুনি কোথাকার..." র‍্যাগনাল বেশ ঝাড়ি মেরে বলল।

"আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন, লর্ড? আপনারা যদি সাপের সামনে যান তাহলে তো সাপ আপনাদের মারবেই। আর আগেও আমি আপনাদের ওদিকে যেতে নিষেধ করেছিলাম।"

"বাজে কথা রাখো। তুমি ভালো করেই জানো আমরা কেন তোমার এই ফালতু দেশে এসেছি। কারন আমি জানি তোমরাই আমার স্ত্রীকে ধরে এনেছ। তোমাদের ঘোড়ার ডিমের হোলি চাইল্ডের জন্য।" র‍্যাগনাল এখনও রেগে আছে।

"ভুল হল। আমরা আপনার স্ত্রীকে আনিনি কারন পরে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি আসল মহিলা নন। আর লর্ড মাকুমাজনও এখানে আপনার স্ত্রীকে খুঁজতে আসেননি। এসেছেন জানাকে খুন করতে যার বিনিময়ে তিনি অনেক আইভরি পাবেন।"

মাঝে হাঙ্গ বান্টুতে বলতে শুরু করল, "সবই বুঝলাম কিন্তু তোমরা ওই সাপকে ওখানে রেখেছ কেন? তোমরা যদি না পার তাহলে আমিই মেরে দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে। চেষ্টা করে দেখুন। কেউ আপনাকে কোন বাধা দেবে না। যদি পারেন তাহলে আমরা আপনার নতুন আরেকটা নাম দেব 'সর্পরাজ'।" তারপর আমার দিকে ঘুরে বলল, "লর্ড মাকুমাজন, আপনার পায়ের ব্যাথা এখনও কমেনি বুঝতে পারছি। আপনাকে হোলি চাইল্ডের এক টা মলম পাঠিয়ে দেব। দেখবেন তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে।"

তারপরই বান্টুতে বলতে শুরু করল, "মাই লর্ড, যুদ্ধ শুরু হতে আর দেরী নেই। ব্ল্যাক কেন্ডারা তাদের লোকজন জড় করতে শুরু করেছে। আপনার সাহায্য দরকার। আমি সাত দিনের জন্য টাভা নদীর দিকে যাব কয়েকটা কাজে। আসলে আবার দেখা হবে।"

বলে সবাইকে বোঁ করে চলে গেল।

এখানে বলে রাখা ভালো হারুত যে মলম আমাকে দিয়েছিল সেটা দিয়ে দুদিনেই আমার পা ব্যাথা ভালো হয়ে গেল। পরের কয়েকদিনে আর কোন বলার মত ঘটনা ঘটে নি। আমরা মাঝে মাঝে আমাদের জন্য দেয়া পনি কার্টে করে এদিক ওদিক ঘুরে আসলাম। একদিন হোলি মাউন্টের দিকে গেলাম। সাথে হান্স ছিল। কিন্তু ওকে চিন্তিত মনে হল। বুঝলাম কিছু একটা চলছে ওর ভেতর।

সেদিন রাতে হঠাত হারুত হাজির। দেখে মনে হল কোন ঝামেলায় পড়েছে।

"লর্ড অরাকল বলেছে শীঘ্রই জানার সাথে আপনার দেখা হবে। আর ব্ল্যাক কেন্ডাদের সাথে আমাদের হবে যুদ্ধ। সেজন্য আমরা একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি।"

"আমাদের দাওয়াত কই? বসে থেকে থেকে হাত পায় জং ধরে গেছে।"

"অবশ্যই আসবেন। কিন্তু কোন অস্ত্র নেবেন না দয়া করে।"

তারপর আমার শরীর স্বাস্থের খবর নিয়ে বিদায় নিল। সেদিন থেকে হান্স হঠাত উধাও। আমার বাক্সর চাবি নিয়ে, খুলে কিছু একটা নিয়ে গে ছে। ভাবলাম জিন ব্র্যান্ডি কিছু একটা নিয়েছে।

পরদিন সকালে দেরি করে ব্রেকফাস্ট করলাম। কফির কেটলি নিয়ে ঢুকল হান্স।

"হান্স, তুমি একটা চোর।" ওর দিকে তাকিয়ে বললাম।

"সেটা ঠিক, বাস।"

তারপর এটা সেটা কথা হওয়ার পর ও বলল, "বাস কি আজ রাতে ওই সাপের গুহার মধ্যে যেতে চান?"

"না পেচিয়ে, যা বলবে পরিষ্কার করে বল।" ভাবলাম মদ খেয়ে এখনও কিছুটা টাল।

"ওই সাপের বাপকে মেরে ফেলেছি।"

"দেখে মাতাল তো মনে হচ্ছে না কিন্তু মদের ঘোর যে এখনও কাটেনি সেটা বোঝা যাচ্ছে। চুপ কর।"

"আমার কথা বিশ্বাস না হলে নিজেরাই চলুন। ওখানে গিয়েই দেখবেন। "

এবার আমি একটু সিরিয়াস হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আসল কাহিনী কি বল তো..."

"কাহিনী খুন বেশি না, বাস। আপনার কি মনে নেই এক লোক বলেছিল হোলি মাউন্টের আশে পাশে যে ছাগলগুলো চড়ে বেরায় সেগুলই ওই গুহায় যে থাকে তার খাদ্য।"

"মনে আছে। কিন্তু তার সাথে সাপের মরার সম্পর্কটা কি?"

"ওহ বাস যেটা খেলে আপনি মরবেন, সেটা খেলে সাপেরও তো তাই হবে, নাকি?" মুচকি হাসতে হাসতে বলল ও।

"ফাজলামি বাদ দিয়ে ঝেড়ে কাশ।"

"আচ্ছা বাস। আপনার জিন বক্সে একটা জিনিস ছিল না? যেটা চামড়া না পচার জন্য পানিতে মেশানো হয় ..."

"হ্যাঁ। আর্সেনিক ক্রিস্টাল।"

“আমি ওগুলোর নাম জানি না। প্রথমে ভেবেছিলাম চিনি। তাই একবার একটু চুরি করেছিলাম। একবার চিনি শেষ হয়ে গেলে আপনাকে না বলে আপনার কফিতে ওটা মিশাই। আপনাকে বলার কথা মনে ছিল না যে চিনি শেষ।”

“হায় কপাল। আমরা এখনও বেঁচে আছি কিভাবে?”

“কারন দেয়ার আগে মনে হল। একটু নিশ্চিত হওয়া দরকার। তো ওই চি নি দুধে মিশিয়ে বেজা টাউনের ওই হলুদ কুকুরটাকে খেতে দিলাম। যেটার কথা আপনাকে বলেছিলাম যে পালিয়ে গেছে। খাওয়ার পর কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করে মরে গেল। তারপর দুটো মুরগীকে খাওয়ালাম সে দুটোও মরল। তারপর বাস বেনা আমাকে বলল যে ওটা একটা বিষ। আর আমার মাথায় এখান থেকেই বুদ্ধি আস ল যে ওই সাপকে এটা দিয়ে মারা সম্ভব। তখন আমি আপনার চাবি চুরি করে জিনের বক্স থেকে ওই জিনিসের এক পাউন্ডের দুটো কৌটা পেলাম। একটা খুলে হাফ পাউন্ড পানিতে চিনির সাথে মিশিয়ে গরম করলাম। আর বাকিটা দিয়ে বারোটা ছোট প্যাকেট তৈরী করলাম। তারপর সব নিয়ে গেলাম ওই পাহাড়ের কাছে। সেখানে ছাগল গুলো চরছিল। আশেপাশে কেউ ছিল না। আমি একটাকে ধরে ওর গায়ে ভালো করে ওই বিষ মেশানো পানি মাখিয়ে দিলাম। তারপর লোমের ভেতর ওই বারোটা প্যাকেট ভালো করে ঢুকিয়ে দিলাম যাতে পড়ে না যায়। তারপর ওটাকে গুহার ভেতর পাঠিয়ে দিলাম। কিছুক্ষন পর হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ শুনে বুঝলাম ছাগলটাকে খাওয়া হচ্ছে। আমি আমার জায়গায় বসে আছি। ঘন্টা খানেক পর মনে হল শো খানেক লোক একসাথে হিস হিস শব্দের তালে তালে যুদ্ধের নাচ নাচছে। কিছুক্ষন পর সাপটা গুহা থেকে বের হয়ে আসল। সাপ যে এত বড় হতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। জুলুল্যান্ডে যেগুলো হরিন খা য় এটার কাছে ওগুলো কিছুই না। কিছুক্ষন ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত এদিক সেদিক ছোটা ছুটি করে হোলি মাউন্টের পায়ের কাছে চুপ চাপ পড়ে থাকল। আমি ভাবলাম মরে গেছে । কিন্তু আধা ঘন্টা পর আবার নড়তে শুরু করল। আমি জীবনে কোন সাপকে এত অসুস্থ দেখিনি। আস্তে আস্তে আবার গুহার মধ্যে ঢু কে গেল। আরো আধা ঘন্টা পর আমি ধীরে ধীরে গুহার মধ্যে ঢুকলাম। সাথে একটা লন্ঠনও নিলাম। তারপর একটু ঢুকেই দেখি সাপের বাপ চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে। খুব খুশি লাগল। আমার বন্ধু বেনার প্রতিশোধ নিয়েছি। এই হল কাহিনী,বাস। যাই থালা বাসন গুলো ধুতে হবে। ”

আমাদের আর কিছু বলা সুযো গ না দিয়েই চলে গেল।

আমি র‍্যাগনালকে বললাম, “এখন কি?”

“রাতে গিয়ে সর্প বাবাজিরে একবার দেখে আসব।” র‍্যাগনালের গলাটা দৃঢ়।

১৭... মন্দির আর শপথ...

সন্ধ্যার পর তিনজন কেন্ডাদের পোশাক পড়ে বের হলাম। বের হতেই স্থানীয় এক লোকের সাথে দেখা। আমাদের দেখে সে বলল "মাকুমাজন,আপনাদের কারো কাছে কোন অস্ত্র নাই তো, তাই না?"

"না,তুমি চাইলে সার্চ করতে পারো।"

"না না, আপনাদের কথাই যথেষ্ট। অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া আপনারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। কিন্তু আপনাদের ভালোর জন্যই বলছি, ওই গুহার কাছে যাবেন না।"

ভেবেছিলাম বেশ খানিকটা দূর হবে কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যেই হান্স আমাদের একটা টানেলের মুখে নিয়ে গেল।

যদি এরকম হয়, হান্স মাতাল হয়ে উলটা পাল্টা বকেছে! যদি ওই সাপের আরো ফ্যামিলি মেম্বার ওই গুহায় এখনও থাকে! আর ওর বউ-বাচ্চা যদি মেজাজ খারাপ করে গুহার ভেতর আমাদের জন্য বসে থাকে তাহলে বড়ই বিপদ। এই সব চিন্তা মাথায় ঘুরছিল এই সময় হান্স বলে উঠল "বাস, আপনারা এখানেই দাড়ান, আমি ভেতরে যাই। যদি আমার কিছু হয় তাহলে আপনারা পালানোর সময় পাবেন। " ওর কথা শুনে আমার নিজের কাছেই লজ্জা লাগল।

একটু ইতস্তত করে ওর বিড়াল স্বভাবের কথা ভেবে ওকে যেতে দিলাম। কয়েক মিনিট পরেই আবার হাজির হল। বলল, "কোন অসুবিধা নেই, বাস, সাপের বাপেরে ঠিক মতই পটল তুলছে। জাহান্নামে এতক্ষনে ওকে রোস্ট বানানো হচ্ছে। বিশ্বাস না হলে নিজেরাই এসে দেখে নিন।"

আমারা ভেতরে গেলাম, দেখি বিরাট এক সাপ মরে পড়ে আছে। একে সাপের বাপ বলে ভুল করেনি হান্স। সাপটা কত বড় একজ্যাক্টলি বলতে পারব না কারন লেজের দিক থেকে প্রায় অর্ধেকটা কুন্ডলি পাকানো ছিল, কিন্তু এটুকু বলতে পারি আমার জীবনে এর চেয়ে বড় সাপ আমি আর দেখিনি। শুনিনি এরকম বলবনা, কারন আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় এইসব সাপের অস্তিত্বের কথা আমি শুনেছিলাম। তবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাস বলেই ধরে নিয়েছিলাম।

গুহার চারপাশটা দেখেই বুঝা গেল শত শত বছর ধরে এই ময়াল সাপ এই গুহায় আছে। সবজায়গায় প্রানীর হাড়-হাড্ডি ছড়িয়ে আছে। গুহাটা যে খুব বেশি বড় তা নয়, একশো পঞ্চাশ ফুটের মত লম্বা। মানুষের তৈরী নয়, প্রাকৃতিক। গুহার আরেক মুখ শেষ হয়েছে একটা জঙ্গলের মধ্যে। আমরা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লাম। একটু এগোতেই বুঝতে পারলাম এটা হোলি মাউন্টের উত্তর দিক। জঙ্গলের গাছগুলো কালের সাক্ষী। গায়ে ছত্রাকের পুরু স্তর জমে বাদামী হয়ে গেছে। কিছুক্ষন হাটার পর হান্স ফিসফিস করে বলল, "বাস, ওই দেখুন জানা।"

"চুপ কর গাধা। এখানে জানা আসবে কই থেকে?" বলেই আমার হারুতের কথা মনে পড়ে গেল, শরীরী হয়েই হোক আর অশরীরী হয়েই হোক জানার যাওয়া আসা আছে এই হোলি মাউন্টে। তাই আর কিছু

বললাম না। সারারাত হাটা হল। একবার তো সবাই মিলে চূড়া থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম হাঙ্গের জন্য। একসময় ভোরের আলো কেবল ফুটতে শুরু করল। নিচে কোথাও থেকে মহিলাদের গলার আওয়াজ শোনা গেল। বুঝতে পারলাম গান হচ্ছে। গানের কথা বুঝলাম না।

প্রায় সাথে সাথে র‍্যাগনাল ফিসফিস করে বলল, "আমি নিশ্চিত ওটা আমার স্ত্রীর গলা।"

"যদি হয়ও তবুও কোন পাগলামি করো না, প্লিজ। "

ভোরের আলো ততক্ষনে বেশ খানিকটা ফুটেছে । বুঝা যাচ্ছিল, রাতে আমরা যে চূড়া থেকে পড়তে পড়তে পড়িনি সেটা আসলে কোন চূড়া না । ওর নিচেই একটা এম্ফিথিয়েটার। এটাও মানুষের তৈরি না। প্রাকৃতিক। মালভূমি সরাসরি পঞ্চাশ-ষাট ফুট নিচে নেমে গেছে। এম্ফিথিয়েটারে পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে তিনশো জনের মত মানুষ। সবাই সাদা আলখেল্লা পড়ে আছে।

একসময় সামনের দরজাটা খুলে গেল। মিশরের দেবী আইসিস ঢুকলেন। আইসিসকে আমি ছবিতে দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে এই মহিলাকে তার চেয়ে কোন অংশে কম লাগছিল না। তার কোলে একটা শিশু। সাদা, স্বচ্ছ আলখেল্লা পড়ে আছেন তিনি। মাথায় পালকের মুকুট আর তাতে সোনালী রঙের একটা সাপ ফনা তুলে আছে। তার সাথে একই পোশাক পড়া আরো দুজন মহিলা আছে। তাদের মাথায়ও মুকুট কিন্তু শুধু সাপটা নাই।

"হায় ঈশ্বর! লুনা! আমার জান!"র‍্যাগনাল প্রায় চিৎকার করে ফেলেছিল।

"দয়া করে চুপ কর, আর শুকরিয়া করো যে ও ভালো আছে।"

এদিকে এম্ফিথিয়েটারে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। সহকারী দুজন লুনাকে একটা সিংহাসনে বসাল। হারুত এগিয়ে গিয়ে কি কি সব করল। ধর্মীয় আচার বলেই মনে হল পুরো ব্যাপারটাকে। তারপর লুনা তাকে কিছু বলল যেটা এতদূর থেকে আমাদের পক্ষে আর শোনা সম্ভব না। সব শেষ হলে হারুত একটা বেদীর মত জায়গায় সকলের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য দাঁড়াল। এবার তার কথা আমরাও শুনতে পাচ্ছিলাম।

"আমি হারুত, ঐশ্বরিক শিশুর প্রধান উপাসক, ঐশ্বরিক শিশুর অভিভাবকের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, তোমাদের জন্য একটা বার্তা পাঠিয়েছেন হোলি চাইল্ড।

হে শিশুর উপাসকেরা, তোমাদের সামনে একটা যুদ্ধ অপেক্ষা করছে। যুদ্ধ ভালোর বিরুদ্ধে খারাপের, শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের। এ যুদ্ধের উপরই অনেক কিছুর ফলাফল নির্ভর করছে। এ যুদ্ধে তোমাদের প্রতিদ্বন্দী হবে জানা, যার আরেক নাম সেত, যার আরেক নাম সেতান। যে হাতির রূপ ধারন করে থাকে। সেই জানার উপাসকদের আজ বড় দুর্দিন। তাদের ফসল নেই, গবাদি পশু নেই, কিচ্ছু নেই। কিন্তু যুদ্ধ করার মত ক্ষমতা আছে। তারা তোমাদের আক্রমন করবে, ফসলের জন্য। কিন্তু এটাই হবে শেষ যুদ্ধ, যুদ্ধে যারা হারবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হে হোয়াইট কেন্ডারা, শোন, তোমরা সংখ্যায় অনেক কম। তোমারা একা জানার উপাসকদের সাথে পারবে না। ওই চারজন সাদা মানুষ, তাদের একজন এর মধ্যেই গুহার বাসিন্দার শিকার হয়েছে, ওরাই একমাত্র পারবে তোমাদের ওই জানা আর তার উপাসকদের হাত থেকে তোমাদের বাঁচাতে। একজনকে মারার জন্য গুহার ওই প্রহরী শাস্তি পেয়েছে। তাই তোমাদের সাহায্য করার বিনিময়ে তারা যা চায় তাই দিয়ে দাও।

এই ছিল তোমাদের জন্য পবিত্র শিশুর বার্তা।”

হারুতের কথা শেষ হলে, পুরো জায়গাটায় নিরবতা নেমে আসল। সবাই শিশু আর তার অভিভাবককে সম্মান জানিয়ে বিদায় নিতে শুরু করল।

এদিকে র‍্যাগনালের চোখে আগুন জ্বলছে। ওকে উঠতে দেখে থামিয়ে দিয়ে বললাম, “কি করছ?”

“আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে আনতে যাচ্ছি। আমাকে আটকানোর চেষ্টা করোনা, কোয়াটারমেইন, আমি যা বলি তাই করি।”

“পাগলামি করোনা, ওরা দেবেনা। আর আমরা মাত্র তিনজন নিরস্ত্র মানুষ কিছুই করতে পারব না। ওদের বিরুদ্ধে।”

আরেকপাশ থেকে হাঙ্গ ফিসফিস করে বলে উঠল, “বাস, মনে হয় আমাদের একটা রাস্তা আছে। হারুত বলছে, আমাদের সাহায্য ছাড়া ওরা ব্ল্যাক কেন্ডাদের বিরুদ্ধে পারবে না। তাহলে তো আমরা খুব সহজেই লেডি র‍্যাগনেলের বিনিময়ে ওদের সাহায্য করতে পারি। আর কথা শুনে যতদূর মনে হল, আমরা এখন ওদের খুব প্রয়োজনের জিনিস, তাই ভুল করেও আমাদের খুন করার চিন্তা -ভাবনা করবে বলে মনে হয় না।”

আমি হাঙ্গের সব কথা র‍্যাগনালকে বুঝালাম। তারপর বললাম, “আমারও মনে হয় তাড়াহুড়া না করাই ভালো, তাতে আমাদের সাথে লুনার কপালেও খারাপি আসতে পারে। তার চেয়ে তুমি পুরো ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও।”

একটু ইতস্তত করে ও রাজি হল।

তারপর যত তাড়াতাড়ি পারি সেখান থেকে মন্দিরের প্রধান ফটকের সামনে আসলাম। তারপর বেশ জোরেই বললাম, “আমরা সাদা সর্দাররা হারুতের সাথে দেখা করতে এসেছি, আমাদের হারুতের কাছে নিয়ে চল।”

অবাক হওয়ার রেশটা কাটতেই একজন বলে উঠল, “ওরা বাইরের লোক হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার সাহস দেখিয়েছে, ওদের খুন করো।”

“কি! তোমারা কি তাদের খুন করতে চাও, তোমাদের প্রধান পুরোহিত যাদের ডেকে এনেছেন আর তোমাদের হোলি চাইল্ড যাদের যুদ্ধের একমাত্র ভরসা বলে মনে করেন? ”

“আপনারা কিভাবে জানলেন?”

“আমরা সবই জানি, তোমাদের দেবতা গুহার বাসিন্দার শাস্তির কথাও বলেছেন,যাও গুহার ভেতর গিয়ে অর শক্ত হয়ে যাওয়া শরীরটা দেখে এসো।”

হঠাত হারুতের বিস্ময় মেশানো বিকৃত ইংরেজি উচ্চারন কানে আসল, “আপনারা এখানে? কিভাবে আসলেন?”

“তুমিই তো বলেছিলে, পারলে যেন আমরা এখানে আসি। আমরা ভাবলাম, তোমার দাওয়াত না নিলে ব্যাপারটা ভালো দেখায় না। আসলাম ওই গুহার ভেতর দিয়ে যার ভেতরে তোমরা একটা বিশ্রী সাপ

রেখেছিলে। তাছাড়া আমরা এটাও জানি, লর্ড র‍্যাগনালের স্ত্রী এখানেই আছেন। তুমি শপথ করে বলেছিলে তোমরা ওকে মিশর থেকে চুরি করনি।”

“আপনারা এতসব জানলেন কিভাবে?” হারুতের গলা দুর্বল শোনাল।

“এতসব জেনে কাজ নেই, কথা হল চুরি করেছ ভালো কথা এখন বল তাকে আমাদের কাছে ফেরত দেবে কখন?”

“সেটা সম্ভব না, তার আগে আমরা আপনাকে অথবা তাকে খুন করব। সে পবিত্র শিশুর অভিভাবক, তাকে ফেরিয়ে দেয়া যাবে না।”

এদিকে র‍্যাগনালকে আর ঠেকানো গেল না, রোষের সাথে বলল,“যদি ধানাই পানাই বাদ দিয়ে আমার স্ত্রীকে ফিরিয়া না দাও, তাহলে এখনই হাতে এই লাঠি দিয়ে এখানেই তোমাকে আমিই খুন করব। ”

“আমি জানি আপনি আমাকে খুন করতে পারেন। আর এতো ঝামেলা নিয়ে আমারও বাঁচার কোন ইচ্ছা নাই। আমাকে মারলে আপনারাও বেশিক্ষন বাঁচবেন না। আর যুদ্ধে জিতে সাদা লেডিকে ধরে নিয়ে যাবে ব্ল্যাক কেন্ডাদের রাজা। লাভ কারোই হবে না।” ঠান্ডা গলায় বলল হারুত।

মাঝখানে আমি বললাম, “থামো তোমরা। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে অন্য কিছু ভাবতে হবে আমাদের।”

তারপর হারুতকে বললাম, “আমরা জানি তোমাদের অরাকল বলেছে, আমাদের সাহায্য ছাড়া তোমরা ব্ল্যাক কেন্ডাদের হারাতে পারবে না। বিনিময়ে আমরা যা চাই তাই দিতে বলেছে। এখন আমরা যা চাইব তা যদি তুমি না দাও তাহলে আমরাও তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারব না ।”

“বেশ বলুন কি চান আপনারা? ”

“আমরা চাই তুমি প্রতিজ্ঞা করো, জানাকে মারা আর ব্ল্যাক কেন্ডাদের বিদায় করার পর লেডি র‍্যা গনালকে সুস্থ্যভাবে আমাদের কাছে ফেরত দেবে। ”

“মনে হয়না সম্ভব তবু আমি অন্যান্য পুরোহিতদের সাথে কথা বলে দেখি। ”

তারপর হারুত আমাদের একজন প্রহরীর সাথে মন্দিরের ভেতর এক জায়গায় পাঠাল। আমাদের রেখে প্রহরী চলে গেল। কিছুক্ষন পর আমাদের জন্য খাবার আসল।

খাওয়া শেষ হওয়ার কিছুক্ষন পর ডজনখানেক পুরহিত সহ হারুত আসল। বুঝা গেল, আ লোচনা হয়েছে। তারা সবাই বসল আমাদের সামনে। হারুতের হাতে পবিত্র শিশুর মূর্তি। এটা সেটা কথা হল। তারপর ও বলল, “আমি হোয়াইট কেন্ডাদের প্রধান পুরোহিত, প্রতিজ্ঞা করছি যে আমাদের সাহায্য করার বিনিময়ে আপনারা যা চেয়েছেন তা পাবেন। লেডি র‍্যাগনাল যিনি এখান থেকে বহুদূরের দেশে একজন সাদা মানুষের স্ত্রী হয়ে জন্মেছিলেন। জানার মৃত্যু আর ব্ল্যাক কেন্ডাদের হারানোর পর তাকে আমাদের আর দরকার হবে না বলেই মনে হয়। যুদ্ধের পর আমরা লেডিকে সসম্মানে আপনাদের হাতে তুলে দেব। আমরা তাকে মিশর থেকে চুরি করেছিলাম ঠিকই কারন তাকে আমাদের দরকার ছিল। পরে যদি আবার দরকার

হয় তাহলে আমরা আরেকজন অরাকলকে খুঁজে নেব। বিনিময়ে আপনারাও কথা দিন, আমাদের সমস্যাকে নিজেদের মনে করে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। প্রয়োজনে যুদ্ধে প্রান দিতেও দ্বিধা করবেন না। ”

পবিত্র শিশুকে সাক্ষী রেখে তারা প্রতিজ্ঞা করল, আমরাও করলাম। পুরো ব্যাপা রটা শেষ হলে পুরোহিতরা বিদায় নিতে শুরু করল।

হান্স আমার কানে ফিস ফিস করে বলল, “প্রতিজ্ঞা করলেই যে রক্ষা করতে হবে এমন তো কোন কথা নাই। ওরা যেভাবে লেডিকে চুরি করে এনেছিল, আমারাও তো পারি সেভাবেই ওকে নিয়ে নিতে।”

উত্তরে আমি শুধু ওর দিকে একবার তাকালাম। এই হটেন্টটে র হৃদয়ে কোন ঈশ্বর- খোদার ভয় নেই, ওর আত্মার একমাত্র মালিক যে ঈশ্বর তার নাম ভালোবাসা।

১৮... রাজকার্য...

আসার সময় আমাদের সাথে হারুতও ছিল। র‍্যাগনাল তাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করল, "তো মিশরে কিভাবে আমার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করা হল?"

"আমরা জানতাম আপনারা মিশর যাবেন। তাই পিছে পিছে আমরাও গেলাম। উনি যে রাতে আপনার কাছ থেকে হারিয়ে গেলেন সে রাতে আমিই তাকে ডেকেছিলাম। তিনি সেই ডাকে সারা দিলেন। দয়া করে জিজ্ঞাস করবেন না কিভাবে ডেকেছি। আপনাদের জাহাজের সামনে উটের যে ক্যারাভান দেখেছেন সেটা আমাদেরই ছিল। সেটাতে করেই আমরা তাকে এখানে নিয়ে আসি। আসার সময় আমেদের কোন রকম জোর করতে হয়নি। আপনাদের কাজ শেষ হয়ে গেলেও আমরা সেভাবেই আপনাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসব।" হারুত কৈফিয়ত দেয়ার মত করে বলল।

"হুম, আমিও সেরকমই ভেবেছিলাম।" র‍্যাগনালের সংক্ষিপ্ত উত্তর। "আচ্ছা, পুরো ব্যাপারটার সাথে কি আমার ছেলেটা মারা যাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে?"

"সেটা তো জানাই ভালো বলতে পারবে।"

একটু ফাঁকা পেয়ে আমি বললাম, "সিম্বা আর তার দলবলের সাথে কি জানাও থাকবে?"

"কোন সন্দেহ নাই। সব যুদ্ধে ও সিম্বার সাথে ছিল। জানা নাকি সিম্বা আর কয়েকটা পিরোহিতের একদম পোষা।"

ফিরে এসে সবাই সব মিলিয়ে খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। খাওয়া-দাওয়া করার পর ঘুমিয়ে পড়তে তাই বেশি সময় লাগল না।

ঘুম ভাঙ্গল বিকেল পাঁচটায়। হারুতের কাছ থেকে এক লোক আসল আমাদের ডাকতে। ওর সাথে গেলাম একটা মিটিং এ। সেখানে হোয়াইট কেন্ডাদের গণ্যমান্যরা আগে থেকেই উপস্থিত। সভাসদদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা আর শিশুও ছিল।

আমাদের বসার পর হারুত বলল, ব্ল্যাক কেন্ডাদের পক্ষ থেকে দূত এসেছে। লোক এসেছে মোট পাঁচ জন। নেতাকে দেখেই চিনতে পারলাম। আমাদের যখন ধরে নিয়ে গিয়েছিল তখনও একে দেখেছি।

নেতা এগিয়ে হারুতের দিকে এসে বলল, "হে হারুত, হোলি চাইল্ডের পুরোহিত, জানার অবতার আমাদের মহান রাজা সিম্বা আপনাদের আগেও সাবধান করেছিলেন। আজ আমি তার পক্ষ থেকে আবার এসেছি আপনাদের সাবধান করতে।"

"কি বলতে চাও..." হারুতের মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে।

"আপনি শিশুর নামে অভিশাপ দিয়েছিলেন আমাদের। সেই অভিশাপ ফলে গেছে। আমাদের ফসল গবাদি পশু সব শেষ। যেহেতু আপনার অভিশাপে পবিত্র শিশু আমাদের ক্ষতি করেছে তাই ক্ষতিপূরন আপনাদেরকেই দিতে হবে। জানার অবতার মহারাজ সিম্বা বলেছেন, ক্ষতিপূরন হিসেবে আপনারা আপনাদের ফসলের চার ভাগের তিনভাগ কেটে টাভা নদীর উত্তর পাড়ে দিয়ে আসবেন। সাথে সেই দুই

সাদা মানুষকেও পাঠাবেন যাতে আমরা তাদের বলি দিতে পারি জানার উদ্দেশ্যে। আর ওই সাদা মানুষের স্ত্রীকেও পাঠাবেন মহামান্য সিম্বার স্ত্রী হিসেবে। তার সাথে থাকবে আপনার রাজ্যের একশো কুমারী। ” লোকটা তার কথা এক নিশ্বাসে বলে গেল।

সাথে সাথে হারুত বলল, “যদি না দেই...”

“তাহলে জানা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। সে যুদ্ধ ততক্ষন চলবে যতক্ষন না হোয়াইট কান্ডাদের নাম নিশানা মাটির সাথে মিশে যায়।” এবার বেশ তেজি শোনালো নেতা মশাইয়ের গলা।

হারুত একটু চিন্তা-ভাবনা করে বলল, “যদি বাঁচতে চাস, এখনই বিদায় হ, নইলে আর এ জীবনে ফেরা হবে না তোর।”

রাষ্ট্রদূতেরা বিদায় নিল।

সেদিন রাত থেকেই শুরু হল আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি। হোয়াইট কেন্ডাদের অবস্থা আসলেই শোচনীয়। সেনাবাহিনীতে বিশ-পচিশ বছরের যুবকের সংখ্যা সব মিলিয়ে দুই হাজারের বেশি না। চোদ্দ থেকে সত্তর বছরের মধ্যে যারা যুদ্ধে কোন রকম কাজে লাগতে পারে এরকম লোকজন নিয়েও মোট হল সাতাশ শোর মত। তবে দুহাজারের কিছু কম সংখ্যক মহিলাও আমাদের সাথে ছিল।

বিপরীতে শুধু ব্ল্যাক কেন্ডাদের সেনাবাহিনীর লোকবল বিশ হাজারের বেশি। সাথে কিশোর, তরুন, মহিলারা তো আছেই। আমাদের সংখ্যা ওদের দশ ভাগের এক ভাগেরও কম।

তবে হোয়াইট কেন্ডারা তাদের অবস্থানের জন্য একটা এডভান্টেজ পাবে আর সাথে র‍্যাগনাল আর আমার কৌশল ওদের যুদ্ধে একটু এগিয়ে রাখবে বলেই মনে হয়। আমাদের গোলাবারুদ নিঃসন্দেহে কাজে দেবে । কারন দুই কেন্ডাদের কারোই রাইফেল জিনিসটার কোনরকম পরিচয় নেই। যদিও দুয়েকটা কখনও দেখেও থাকে সেগুলোও ফ্লিন্টলক টাইপ। এরকম কেন হল আমি জানি না। কারন মিশর, সুদান ইত্যাদি আরব এলাকায় হোয়াইট কেন্ডাদের উটের ব্যবসা আছে। যতদূর মনে হয় ধর্মীয় কোন বিধি নিষেধ ছিল ওদের ভেতর।

এখন আমাদের কাজ, কাজের জিনিসগুলোর প্রোপার ইউটিলাইজ করা। সে জন্য হারুতকে বলে, ওর লোকজনের মধ্যে বাছা বাছা সত্তুর-পঁচাত্তর জনকে নিলাম। এই লোকগুলোকে বন্দুক চালানো শেখাতে আমি আর হান্স সকাল-সন্ধ্যা খাটলাম।

পুরো প্রস্তুতি তত্ত্বাবধায়ন করল র‍্যাগনাল। সে সেনাবাহিনীতে ছিল, তাই কাজটা ভালোই করতে পারল। গ্রামের মহিলা আর বাচ্চাদের নিয়ে ও অনেক গুলো চোরা গর্ত তৈরি করল ব্ল্যাক কেন্ডাদের আসার রাস্তায়। গর্তগুলোর নিচে ধারালো লাঠি পুতে দেয়া হল। আর ওপরে মাটি সমান করে দেয়া হল যাতে দেখে বুঝা না যায়। আদিম এ এলাকায় কৌশলটা কাজে লাগবে বলেই মনে হয়।

মোটামুটি দিন দশেকের মধ্যে আমরা খানিকটা বলার মত গুছিয়ে উঠলাম।

ঝামেলা দেখা দিল যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা হল, আমরা আগে আক্রমন করব নাকি আক্রমনের জন্য অপেক্ষা করব। শেষে পুরো যুদ্ধের প্রধান হিসেবে ফাইনাল ডিসিশান নেয়ার দায়িত্ব পড়ল আমার উপর।

অনেক আগ-পিছ ভাবলাম। আমাদের লোকবল কম আগে আক্রমন করতে গেলে অনেক ঝামেলা হতে পারে। এসব ভেবে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

চোদ্দতম রাতে আমরা নদীর পাড়ে ক্যাম্প করতে শুরু করলাম। খবর পেলাম ব্ল্যাক কেন্ডাদের বিরাট বাহিনীও ওপারে এরমধ্যেই জড়ো হয়েছে। তার পরদিন খবর আসল পাঁচ হাজার অশ্বারোহী আর পনের হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে সিম্বার নেতৃত্বে ব্ল্যাক কেন্ডারা নদী পাড় হতে শুরু করেছে। আর সিম্বা জানা র পিঠে চড়ে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তার জানার মাহুতের কাজ করছে খোড়া সেই পুরোহিত। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে এরকম পাগল একটা হাতির পিঠে কেউ চড়ে কেউ যুদ্ধে আসতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করতেই হল। নিজের চোখে দেখেছি বলে কথা।

আমরা নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নিয়েছি এরমধ্যেই। নিজেদের ফাঁদে পড়া ইঁদুর মনে হচ্ছিল। হয় লড়, নয় মর। এরকম অবস্থা। জেতার কোন সম্ভাবনা নাই, তাই মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম যুদ্ধ ক্ষেত্রেই যেন মরি। হারার পর ব্ল্যাক কেন্ডাদের নাচন-কোদন দেখে জানার বলি হওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না।

১৯... কোয়াটারমেইনের মিস...

আমি আমার ছোট্ট সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত। বাহিনীর নামও দিয়েছিলাম। সার্পশ্যুটার। সব প্ল্যান ঠিক করে নিলাম। যুদ্ধের আগে একটু ঘুমিয়ে নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তখন র‍্যাগনালের সাথে দেখা হল। বেচারাকে দেখে মনে হল উত্তেজনার মধ্যে আছে। খানিকক্ষন কথাও হল।

ঘুম থেকে উঠে দেখি তাবুর সামনে বসে হান্স ইন্টম্বির সেবা যত্ন করছে। ওকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সন্ধ্যা হতে তখনও দু ঘণ্টা বাকি। হান্সকে জিজ্ঞাসা করলাম ঘুমায়নি কেন। উত্তর দিল, "ঘুম তো হল, সাথে একটা ফাও স্বপ্নও দেখা হল। খু ব আজব স্বপ্ন, বাস। স্বপ্নে এমন এক জায়গায় ছিলাম, যেখানে আলো ছিল কিন্তু কোন চাঁদ-সূর্য চোখে পড়ল না। চারপাশে শান্তি শান্তি একটা ভাব। হঠাত খেয়াল করলাম পাশে আপনার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে সেই পরিচিত হাসি। তাকে দেখে খানিকটা কম বয়সী আর শক্ত -সমর্থ মনে হল। হাসি হাসি মুখেই বললেন, 'কি খবর হান্স? শেষ পর্যন্ত আসলে তাহলে? এবার বল কেমন ছিলে? বাস অ্যালানের যত্ন-আত্তি করেছ তো, নাকি?'

আমি বললাম, 'এ পর্যন্ত মোটে মাত্র দুই কি তিনবার তার জন্য জীবন বাজি রেখেছি। কিন্তু বাস, আবার একটা যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি তার সাথে থেকে যু দ্ধ করতে পারছি না।'

আপনার বাবা বললেন, 'কে বলল পারবে না। তুমি ওর সাথে যুদ্ধ করবে আর তারপর এসে আমাকে সব খবরাখবর জানাবে।'

তারপর হঠাত দেখি আমি আরেক জায়গায়। দেখি দুজন মহিলা একসাথে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। দুজনেই সাদা পোশাক পড়া।"

"কারা ওরা চিনতে পারলে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"যদিও অনেক বছর আগে দেখছিলাম তবু মিসি মেরিকে চিনতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। পার্থক্য শুধু তাকে আরও হাজার গুন সুন্দর লাগছিল দেখতে। দুজনে আমার সামনে আসল। মিস মেরি আমাকে দেখিয়ে সাথের জনকে বললেন, 'এ হল হান্স যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।' মিসি মেরি ওনাকে মুন বলে ডাকছিলেন।

সাথের জন আমাকে যাকে মিসি মেরি মুন বলে ডাকছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাস কেমন আছে? কি খবরা-খবর।'

আপনার বাবাকে যা বলেছিলাম, তাকেও তাই তাই বললাম।

তারপর সে আমাকে আপনার ছেলে বাস হ্যারির কথা জিজ্ঞাসা করল। তার কথাও বললাম।

তারপর সে ভালোবাসা নিয়ে কিছু একটা বলল যেটা আমার এখন আর মনে নেই। আর বলল, 'যাও হান্স, তোমার বাসের কাছে ফিরে যাও আর ওকে বলবে আমরা দুজন এখানে অনেক বছর ধরে দিন গুনছি তার জন্য।'

সেখান থেকে অনেক দূরে চলে আসলাম। ওই শান্ত জায়গা ছেড়ে একটা পাহাড়ের কাছে আসলাম। হঠাত জুলু গান কানে আসল। কিছুক্ষ ন পর সুন্দরী একজন মহিলাকে দেখলাম। যার গায়ের রঙ তামাটে।

সে এগিয়ে এসে বলল, 'শোন, লর্ড মাকুমাজনকে গিয়ে বলবে, আজকের যুদ্ধে তার কিচ্ছু হবে না। আমি তার সাথে থাকব, যেমন ছিলাম সবসময়। আর তাকে আমার ভালোবাসা দিও। এখন বিদেয় হও।'

তখনই আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।" বলা শেষ করে হান্স কফি আনতে চলে গেল।

এটা কি ধরনের স্বপ্ন হল? বাবা আর মেরির কথা না হয় ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। কিন্তু স্টেলা আর মামীনাকে ও দেখল কিভাবে? যাদের সাথে কোনদিন দেখা হয়নি তাদেরকে নিয়ে কেউ কোনদিন স্বপ্ন দেখে? স্টেলার কথা ও হয়তো শুনতেও পারে কিন্তু মামীনাকে তো চেনা অসম্ভব। আর আমি এদের কারো সম্পর্কে কোন কথা ওকে কখনও বলিনি। ব্যাপারটা আমার কাছে খানিকটা খটকা খটকা লাগল।

কিন্তু সেটা নিয়ে ভাবার সময় পেলাম না বেশি। ব্ল্যাক কেন্ডাদের ওপর চোখ রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলাম যাদের উপর তাদের একটি দল এসে রিপোর্ট করতে।

কিছুক্ষন পর হারুত আসল। ওর সাথে এটা সেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল। কিন্তু হঠাত রাতের শেষ প্রহরের নিস্তব্ধতা খান খান করে আধা মাইল খানেক দূরে একটা রাইফেল গর্জে উঠল।

আমি হারুতের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কি ব্যাপার রাইফেলের শব্দ হল কিভাবে? ব্ল্যাক কেন্ডাদের কাছে তো কোন রাইফেল থাকার কথা না।"

"কি জানি। বুঝলাম না।" হারুতকেও চিন্তিত দেখাল।

আমরা দেখতে বের হলাম শন্দ হল কোথায়। ব্ল্যাক কেন্ডাদের ওপর চোখ রাখতে বলেছিলাম যাদের তাদের আরেকটা দল এসে জানাল, ব্ল্যাক কেন্ডারা ভেবেছে আমরা আক্রমন করেছি, তাই তারা ক্যাম্প ভেঙ্গে আমাদের দিকে আসতে শুরু করেছে। খবর পুরো বাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দাড়াতেই দেখি এক লোক দৌড়ে আসছে। আমি কেবল রাইফেল তুলেছি গুলি করার জন্য কিন্তু চিনতে পেরেই থামলাম। দৌড়াতে দৌড়াতেই লোকটা বলল, "গুলি করবেন না, বাস, দাড়ান।"

"তুমি কি করছ ওদিকে?"

"ব্ল্যাক কেন্ডাদের একটু দেখে এলাম বাস। শালারা মরার মত ঘু মায়। আমি গেলাম কেউ বুঝতেও পারেনি। গিয়েছিলাম জানার আরেকটা চোখ কানা করতে নইলে শুঁড়ে আরেকটা ফুটো বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু ব্যাটার দেখাই পেলাম না। তবে বুঝলাম ভেতরে কোথাও আছে। কিন্তু এক সর্দারকে চোখে পড়তেই এক গুলিতে ওর ইহলীলা সাঙ্গ করে দিলাম। তারপর এক দৌড়ে সোজা এখানে।"

"খেয়ে আর কাজ পাও না তাই না? খালি অকাজ। কিছু হয়ে যেতে পারত। "

"মরব তখনই যখন মরার সময় হবে, তার আগেও না, পরেও না, বাস। আর তাছাড়া ব্ল্যাক কেন্ডাদের আক্রমণটা তাড়াতাড়ি হওয়াটাও বোধহয় জরুরী ছিল। আমি যদি কাজটা না করতাম তাহলে কি ওরা ভাবত যে আমরা আক্রমন করেছি আর আমাদের আক্রমন করতে আসত? ওই যে বাস শুনুন ওদের আসার শব্দ।"

কথা সত্য, ব্ল্যাক কেন্ডাদের “জানা! জানা!” চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

“এখনই একদল পরবে চোরা গর্তে।”বলেই হাতে ইন্টম্বিকে রিলোড করতে শুরু করল।

এইটাও সত্যি। চিৎকার শুনেই বুঝলাম পদাতিক অশ্বারহী দুপ্রকারই পড়ছে গর্তে । যুদ্ধের পর আমরা দেখেছিলাম ভালো কাজে লেগেছিল র‍্যাগনালের বুদ্ধি। প্রায় সব গর্তেই কম বেশি লাশ পেয়েছিলাম।

এরপর আসল আমার কাজ। ব্ল্যাক কেন্ডারা নাগালের মধ্যে আসতেই আমি আমার সার্পশ্যুটার বাহিনীকে শ্যুট করতে বললাম। আমার সার্পশ্যুটার বাহিনী খুব ভালো শ্যুট কর তে না পারলেও ব্ল্যাক কেন্ডাদের সংখ্যা আর ঘনত্ব এত বেশি ছিল যে প্রথম কয়েক দফা শ্যুটের একটা বুলেটও মিস হয়েছে বলে মনে হল না। পুরো ব্যাপারটার ইফেক্ট হল দেখার মত। ব্ল্যাক কেন্ডারা জানে আমাদের কাছে দু ’তিনটা বন্দুক আছে। তার এই ধ্বংসলীলা দেখে ওরা মোটামুটি নড়তেও ভু লে গেল। পরের কয়েক মুহূর্ত আমার লোকেদের রাইফেল লোড করার শব্দ ছাড়া কোন শব্দ হল না। বিস্ময়ের রেশ কাটতেই সবাই যুদ্ধ ফেলে উল্টা পাল্টা দৌড়াতে শুরু করল।

“প্রথম সম্ভাষনটা খারাপ হয়নি, বাস।” হান্স মজা করে বলল।

“তা ঠিক। কিন্তু আলো ফুটলে আবার ফিরে আসবে বলেই তো মনে হ য়।”আমি বললাম।

সেদিনের ভোরটা আসলেই সুন্দর ছিল। আমরা আমাদের দিক থেকে কারো কোন ক্ষয় ক্ষতি হয়নি। শুধু একজনকে একটা তীর লেগেছে। তবে ক্ষত মামুলি। হোয়াইট কেন্ডারা তো খুশিতে নাচানাচি শুরু করল।

আধা ঘন্টা পর এক গুপ্তচর খবর নিয়ে আসল, প্রতিপক্ষ আবার একজোট হচ্ছে।

কিছুক্ষন পর ব্ল্যাক কেন্ডা আর্মি মার্চ করতে করতে হাজির হল। ওদের প্রথম দলটা আমাদের থেকে তিন শো গজ মত দূরে থামল।

ঠিক সেই সময় জানার দেখা পেলাম। দূরবীন দিয়ে দেখলাম, ওর পিঠে দুজন। মাহুতের আসনে ওই খোড়া পুরোহিত আর কাঠের চেয়ারের মত কিছুতে বসে আছে স্বয়ং সিম্বা। হাতে এক টা বর্শা। জানার সারা গায়ে শিকল পেচানো। শুঁড়ের মাথায়ও তিনটা শিকল। সেগুলোর সাথে আবার স্পাইকের বল লাগানো।

আমি বললাম, “হাতির বাচ্চার মরার সময় এসেছে। কেউ কোন ফায়ার করবে না। চুপচাপ দেখ ওই শয়তানকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হয়।” আমার মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে।

ভালো করে তাকিয়ে ওর আয়তনটা এবার ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিলাম। সেদিন রাতেও ভালো বুঝিনি যে সেটা এবার পরিস্কার হয়ে গেল।

পাশ থেকে হান্স বলল, “এবার গুলি করেন বাস। যথেষ্ট কাছেই আছে।”

আমি আমার হেভি ডিউটি রাইফেল তুলে নিলাম। জানা হা করল, আমি ধীর -স্থিরভাবে রাইফেল তাক করলাম জানার মুখ বরাবর। নিশ্চিত হয়ে ট্রিগার চাপলাম। কিছুই হল না। জানা কোন সমস্যা ছাড়া মুখ বন্ধ করল।

সবার নজর ছিল আমার দিকে। সবাই “ওওহ!” করে উঠল। শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই আমি দ্বিতীয় গুলি করলাম। এবারও একই কাহিনী। “ওওহ!” শব্দটা এবার আরেটু জোড়ালো। আমার মেজাজ খারাপ হতে

শুরু করেছে। হান্সের হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিলাম। পরপর দুটো গুলি করলাম জন্তুটার হার্ট বরাবর।

কিছুই হল না। জানা একবার নড়লও না। একটু রক্তের ছিটাও দেখার গেল না। আমি তো নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিনা। খাঁ খাঁ রোদে মাথার উপর বাজ পরলেও এত অবাক হতাম না। আমি, অ্যালান কোয়াটারমেইন, আফ্রিকার সবচেয়ে বিখ্যাত হাতি শিকারী, আর এরকম একটা টার্গেট মিস করেছি। এই লজ্জা কই রাখি। আমার মাথা তো ঘুরে উঠল।

"হায় ঈশ্বর!" র‍্যাগনালের গলায় বিস্ময়।

"ওরেব্বাস!"হান্স বলে উঠল।

"মহান শিশু! সহায় হও।" হারুত বলল।

হঠাৎ সিম্বা চিৎকার করে বলে উঠল, "জানা অবিনশ্বর, অপ্রতিদ্বন্দী। কোন জাদু-টোনার ক্ষমতা নেই তাকে স্পর্শ করে।"

সাথে সাথে হান্সও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাহলে অর বাঁ চোখটা কই গেল? বুলেট তো ওটাকে বাল্বের মত ঠুশ করে ফাটিয়ে দিয়েছে।" তারপর স্থির হয়ে ইন্টম্বিকে তুলে নিয়ে বলল, "এবার দেখা যাক, তোমার ওই জানা সত্যিই ঈশ্বর কিনা।"

বলেই ট্রিগার টেনে দিল। এবার ঈশ্বরের হার্টের ঠিক সামনে একটা ছোট্ট ফুটো হয়ে গেল। রক্ত দেখা গেল। কিন্তু এটা সত্যি যে এত ছোট বন্দুকের গুলি ওর মাংসপেশীই পাড় হতে পারেনি।

তারপরও অবিনশ্বর ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া হল। ব্যাথা আর ক্রোধে কান ফাটানো চিৎকার করে উঠল।

বুঝা গেল কোন যাদুকরী ক্ষমতা নেই জানার। এদিকে আমার অবস্থা আরো খারাপ। মনে হচ্ছিল এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। নিজেকে এত ছোট লাগছিল যে বলার ভাষা নেই আমার কাছে।

২০... অ্যালানের কান্না...

ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তীর ছুড়তে ছুড়তে এগোচ্ছে। একসময় একশো গজের মধ্যে এসে পড়ল। আমরাও ওপেন ফায়ার করলাম। এখন ওদের তীরও আমাদের ঘায়েল করছে। সুরক্ষা দেয়ালের জন্য যদিও হাতাহত হচ্ছে খুবই কম তবু একদমই যে হচ্ছে না সেরকম না। এদিকে আমরা সমানে লোড করছি, ফায়ার করছি। ওদের লোক পড়ছে ধিপধাপ। কিন্তু লোকগুলো যেন কিছুই পরোয়া করে না। এগুতে থাকল। আর আমাদের পঞ্চাশ জনের ছোট্ট রাইফেল টিম নিয়ে এত লোককে আটকানোর চেষ্টা চলতেই থাকল। অনেক ক্ষত ক্ষতি সহ্য করে প্রতিপক্ষ পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়ল। আমাদের একার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব না।

তখন র‍্যাগনাল আর হারুতের নেতৃত্বে হোয়াইট কেন্ডাদের মূল আক্রমনটা শুরু হল। পুরো ব্যাপারটা আমাদের প্ল্যান মত হওয়ায় আমরা বেশ একটা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছিলাম। প্রথমে তীরন্দাজ বাহিনী আর আমরা মিলে ওদের বারোটা বাজালাম। কিন্তু ব্ল্যাক কেন্ডারা তখনও সংখ্যায় আমাদের থেকে বেশী। আর সবার উপর যেন স্বয়ং শয়তান ভর করেছে। তীর দিয়ে গুতাগুতি একসময় শেষ হল।

মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হল। দু'পক্ষই জান হাতে নিয়ে লড়ল। তুমুল লড়াই চলল দু'ঘন্টার মত। এ দুই ঘন্টা কেউ গুলি চালাতে পারিনি কারন শত্রু আর মিত্রের অবস্থান আলাদা করে বোঝাই যাচ্ছিল না। দু'পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি, উদ্দম, এনার্জি কমে এলে রাইফেল হাতে আমরা আবার সক্রিয় হলাম। বেছে বেছে ধীরে ধীরে শত্রুবধ করতে শুরু করলাম।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাত আমরা পেছাতে পেছাতে মন্দিরের পূর্বের গেটে পৌঁছলাম। তিনবার ওরা দেয়াল টপকাতে চেষ্টা করল। তিনবারই আমারা প্রতিহত করতে পারলাম। একসময় পূর্বের দেয়াল প্রায় পড় বে পড়বে অবস্থা। ব্ল্যাক কেন্ডারা দেয়াল টপকে ঢোকার চেষ্টা করছে আর আমাদের লোকজন লম্বা বর্শা দিয়ে খুচিয়ে তাদের ফেলে দিচ্ছে। এই রকম চলতে চলতে একসময় ওরা থামল। ভাবলাম হাল ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু ব্ল্যাক কেন্ডারা অন্য ধাতুতে গড়া। ওরা আসলে আরো সৈন্য পৌঁছার অপেক্ষায় ছি ল। আবার আক্রমন করল। দেখে মনে হল মানুষের বন্যা ধেয়ে আসছে। শুধু সার্পশ্যুটারদের নিয়ে প্রতিহত করতে পারলাম। ওরাও ছেড়ে কথা বলার পাত্র না। গুছিয়ে নিয়ে একি কৌশলে আবার আক্রমন করল। এবারের মতও থামাতে পারলাম আমরা।

রনে ভঙ্গ দেবে না ওরা। দেয়ার কথাও না। এখনও ওদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি। অনেক বেশি। এবার ওরা বুদ্ধি খাটিয়ে খাটিয়ে কাজ করতে লাগল। ওদের মৃত সঙ্গী সাথীদের শরীর একটার উপর একটা সাজিয়ে আড়াল তৈরি করল যাতে আমাদের গুলি ওদের ছুতে না পারে। গুলি ওদের ছুঁতেও পারল না।

পূর্বের দেয়াল পড়ে গেল। পেছাতে পেছাতে একসময় মন্দিরের তু লনামূলক নিচু চত্বরটাতে চলে আসলাম আমরা। মহিলা আর শিশুরা আগের থেকেই ওখানে ছিল। ততক্ষনে আমাদের বুলেট শেষ হতে শুরু করেছে। এখন হিসাব করে খরচ করতে হবে।

আমাদের তখন বাকি আছে মোটমাট ষোল শো মত লোক। সরু জায়গাটাতে এত লোকের সংস্থান হবে না। করা উচিতও হবে না। বেছে বেছে তিন শো মত লোক মন্দিরের সুরক্ষার জন্য রেখে বাকিদের পাঠানো হল মহিলা আর শিশুদের অন্য রাস্তা দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে। কাজ শেষে ওরা আবার ফিরে আসতে শুরু করবে। জরুরী অবস্থার কথা চিন্তা করে আমরা এই প্ল্যানটা আগেই করে রেখেছিলাম।

সরু মুখের প্রথমে রাইফেল নিয়ে আমরা দাঁড়ানো। তারপর হারুতের নেতৃত্বে তীর -বর্শা বাহিনী। আর একবারে শেষে বাকিরা র‍্যাগনালের নেতৃত্বে। ওর দুই জায়গায় কেটে গেছে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। একটা তেমন বড় না, কিন্তু আরেকটা যে একটু অসুবিধার সৃষ্টি করছে, সেটা দেখেই বুঝা যাচ্ছে।

শত্রুরা মোটা কাঠের দরজা ভাঙ্গতে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই সুযোগে দলের সবাইকে পানি দেয়া হল। দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পরতে শুরু করল ব্ল্যাক কেন্ডারা। আমিও ফায়ার করার আদেশ দিতে দেরি করলাম না। মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে গুলি করছে আমার দল। একটাও মিস হচ্ছে না। সবার কাছে তখন আট রাউন্ড বুলেট অবশিষ্ট আছে। ওরাও থামছে না। একের পর এক আমরাও গুলি চালালাম। শেষ বুলেট পর্যন্ত। এবার আমাকে বলতেই হবে যে, এত ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার পরও কোন দল যে এত নির্ভীক ভাবে যুদ্ধ করতে পারে সেটা আমি ব্ল্যাক কেন্ডাদের না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

আমাদের গুলি শেষ হয়ে গেলেও হারুতের বাহিনী আর ঢোকার পথটা সরু হওয়ায়, আধা ঘন্টা উপর্যুপুরি চেষ্টা করেও ওরা তেমন সুবিধা করতে পারল না। ধাওয়া করে আসা বন্ধ করল। আমরাও আমাদের আহত-নিহতদের সরানোর আর আরেকদফা পানি খেয়ে নেয়ার সুযোগ পেলাম।

পানি খেতে খেতে ভাবছি, এবারের মত বোধহয় ওরা থামবে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভুল ভাঙ্গল। ভালোভাবেই ভাঙ্গল। বুঝলাম কোন একদল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ থামবে না।

ঢোকার রাস্তার মাথায় জানা। ভীষণ রাগে শুঁড় দোলাতে দোলাতে দৌড়ে আসছে। তার পেছনে সৈন্যরা বর্শা, তরবারি হাতে দউড়াচ্ছে। শুঁড় আর তাতে বাঁধা স্পাইক লাগানো বলের আঘাতে আমাদের লোকজন বাতাসে উড়তে শুরু করেছে।

ওই সময় আমি আর হান্স র‍্যাগনালের সাথে কথা বলছিলাম মন্দিরের দ্বিতীয় চত্বরের গেটের সামনে। সম্বিত ফিরে পেয়ে একটু এগিয়ে আস্তেই দেখি, শয়তানের বাচ্চা জানা একবারে সরাসরি আমার দিকেই দৌড়ে আসছে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি যদিও কখনই রিস্ক নেয়া পছন্দ করি না, তবু আমার মনে হল, বাবা জানা, এইবার পাইছি তোমারে, এইবার আমার হাত থেকে তোমারে বাঁচাবে কে? আগের বারের ভুল এবার আর হবে না। আর যদি হয়, তাহলে এটাই আমার জীবনের শেষ ভুল।

ডান হাটুতে ভর করে রাইফেল তাক করলাম। প্রথমে ওই খোড়া পুরোহিতের ঢং শেষ করতে ইচ্ছা করল। ট্রিগার চাপলাম। হ্যা, লেগেছে। হাতি মারা রাইফেলের গুলি শালার খুলি ডিমের খোসার মত ফাটিয়ে কয়েক টুকরা করে দিল।

এবার জানার পালা। ও যখন আমার চেয়ে মাত্র তিরিশ গজ দূরে তখন আমি ঠান্ডা মাথায় গুলিটা করলাম যাতে একগুলিতেই ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে যায় হারামজাদার। গুলি করলাম, বুলেট নিশ্চয় এবার ওর কয়েক হাত পাশ দিয়ে চলে গেছে। কারন রক্ত তো দূরের কথা ওর একটা চুলও উড়তে দেখালাম না।

জীবনের আমি আশা ছেড়ে দিলাম। পালানোর মত সময় নেই তো বটেই, কোন ইচ্ছাও নেই। একদিনে এত অপমানের চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। নিজেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আমি এই টার্গেট মিস করতে পারি। এতকিছু শেষে, এই বিশ্রী হাতিটার পায়েই আমার মরন লেখা ছিল?

মরার আগে নাকি সারাজীবনের কথা মনে পড়ে। আমারও পড়ছিল। বাবা, মেরি, হ্যারি, স্টেলা, মামীনা সবাইকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। পরের মুহূর্তে চোখের সামনে সাদা পর্দা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। পর্দায় যেন মামীনা ভাসছে। পর্দা সরতেই দেখি জানা প্রায় গায়ের উপর এসে পড়েছে। আমিও মৃত্যুর জন্য তৈরি।

হঠাৎ হটেন্টট হান্স সামনে লাফ দিয়ে আসল। হাতে আমার আরেকটা হাতি মারা বন্দুক। কোন দিক দিয়ে কি হল কিছুই বুঝলাম না। খালি বুঝলাম হান্স পরপর দুইটা গুলি করল জা নার খোলা মুখ বরাবর। পর মুহূর্তে দেখি জানা শুঁড় দিয়ে হান্সকে পেচিয়ে ধরে ছুড়ে মারল ত্রিশ -চল্লিশ গজ দূরে। হান্সের শরীর উল্টো হয়ে মাটিতে পড়ল।

জানাও ওর পিছে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পড়ে গেল।

এরপর দেখি র‍্যাগনাল দৌড়ে আসছে আরেকটা রাইফেল হাতে, জানার মাথায় গুলি করতে করতে। তারপর দেখলাম তার স্ত্রীকে। আইসিসের পোশাকে, আইভরি চাইল্ডের মূর্তি কোলে তাকে আইসিসের মতই লাগছিল।

জানা সিম্বাকে শুঁড় দিয়ে পেচিয়ে তুলে আনল। তখন সিম্বার ওই উদভ্রান্ত দৃষ্টি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। জানা ওকে ঘোরাতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর ঘোরার গতি বাড়তে থাকল। একসময় ছুড়ে ফেলে দিল।

লুনা এখন জানার একেবারে সামনে। চোখে কোন ভয় -ডর নেই। পেছনে দুই সহচরী। র‍্যাগনাল ওকে সরিয়ে নেয়ার জন্য ওর দিকে দৌড় দিতেই ডজন খানেক লোক ওকে জাপটে ধরল। র‍্যাগনালকে বাঁচাতে নাকি ওদের দেবতার অভিভাবিকার থেকে দূরে রাখতে তা আমি জানি না।

লুনা জানার দিকে তাকিয়ে আছে, জানা লুনার দিকে। জানা হঠাৎ লুনার হাত থেকে আইভরি চাইল্ডকে কেড়ে নিয়ে সিম্বার মত ঘোরাতে শুরু করল। তারপর এত জোরে আছাড় মারল যে আইভরি চাইল্ড কমপক্ষে দশ হাজার টুকরো হয়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে, হারুত তো প্রায় অজ্ঞান।

জানা আরেকবার গর্জাল। তারপর লুনাকে যেন সম্মাব জানাল। তারপর লুটিয়ে পড়ল।

_____-_____

ব্ল্যাক কেন্ডারা যুদ্ধ করা থামিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দেখছিল। একজন চিৎকার করে বলে উঠল, "রাজা মারা গেছেন! দেবতা মেরে ফেলেছেন! নিজেও মরে গেছেন! এই জায়গা এখন প্রেতাত্মাদের! পালাও সবাই। পালাও।"

সবাই বলে উঠল, "দেবতা শেষ! পালাও! এই ভূতের দেশ থেকে পালাও।"

আধা ঘন্টার মধ্যে কয়েকজন অতি আহত আর নিহত ব্ল্যাক কেন্ডা ছাড়া ওদের আর কাউকে দেখা গেল না।

যুদ্ধ শেষ হল। হারতে হারতে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলাম।

আমি কোনমতে উঠলাম। হোয়াইট কেন্ডার লোকজন র‍্যাগনালকে ছেড়ে দিয়েছে। সে লুনার কাছে চলে গেছে।

আমি একজনের কাধে ভর দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। লুনা তখন র‍্যা গনালকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আমি আর ওখানে দাড়ালাম না।

ওদের রেখে হাঙ্গের কাছে গেলাম। মন্দিরের উত্তর দেয়ালের কাছে পড়ে ছিল ও। জ্ঞান নেই। বোঝা যাচ্ছিল, মানুষের সাহায্যের উর্ধ্বে চলে গেছে ও। তাকে নিয়ে গেলাম এক পুরোহিতের কামরায়।

সন্ধ্যার দিকে ওর জ্ঞান ফিরল। ওহ হাঙ্গ! আমার বন্ধু!

মরার আগে আমার সাথে বেশ কিছুক্ষন কথা বলল ও।

"আফসোস করবেন না বাস। আপনি ঠিক মতই গুলি করেছিলেন। কিন্তু ব্ল্যাক কেন্ডারা জানাকে সাদাদের হাত থেকে বাঁচাতে জাদু করেছিল। ভালো করে দেখলেই বুঝবেন লর্ড ইগেজার গুলিও ওর গায়ে লাগেনি(যতই অবিশ্বাস্য লাগুক, পরে আমি দেখেছিলাম র‍্যাগনালের গুলিরও কোন চিহ্ন নেই জানার মাথায়)। সেজন্যই আপনাকে দেখলেই ও রেগে যেত। কিন্তু ওরা এই সামান্য হটেন্টটের কথা চিন্তাও করেনি। সেজন্যই আমি প্রত্যেকবার গুলি লাগাতে পেরেছি।

ওহ বাস! এখন আমার কোন কষ্ট নেই। আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি।"

একটু থেমে ও আবার বলতে শুরু করল, "বাস, এবার আবার দেখা হবে ওই মামীনার সাথে, এবার আর ও বলতে পারবে না, আমি আমার কাজ ঠিক মত করিনি।

বাস, যখন জানা আপনার দিকে দৌড়ে আসছিল, তখন কি আপনি তাকে দেখেছিলেন? আমি কিন্তু দেখেছি।"

"দেখেছি তো অনেক কিছুই কিছুই কিন্তু সেগুলো কল্পনা ছাড়া আর কি হবে? " আমি কোন মতে বললাম।

"বাস, কল্পনার মধ্যেই বাস্তবতা লুকিয়ে থা কে। আমরা শুধু তাকে দেখতে পাই না। "

আমি কিছু বলার মত খুঁজে পেলাম না।

ও আবার বলতে শুরু করল, “বাস, মুন নামেই ওই মেয়েটাকে আর মিসি মেরিকে কিছু বলতে হবে? আপনার বাবাকে কি কোন খবর দিতে হবে? যদি কোন কথা থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি বলুন, আর সময় নেই।”

আমার বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। যত উদ্ভটই শোনাক না কেন, সত্যি বলতে আমি ওকে কিছু মেসেজ দিয়েছিলাম। কি মেসেজ সেটা না হয় গোপনই থাক। মনে মনে যতই হাসেন না কেন আপনারা, আমারও কিন্তু মাঝে মাঝে হাঙ্গের মত বলতে ইচ্ছে করে, “কে জানে কোথায় কল্পনার শেষ আর কোথায় বাস্তবতার শুরু।”

হাঙ্গ আবার বলতে শুরু করল, “এসেছিলাম একসাথে, কিন্তু ব্ল্যাক কেন্ডাদের আইভরি নিয়ে আপনাকে একাই ফিরতে হবে। কি দুর্ভাগ্য আপনার সঙ্গী হতে পারলাম না। নিজের খেয়াল রাখবেন বাস।”

আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা মনে হচ্ছিল বের হয়ে আসবে। কিন্তু নিজেকে আড়াল করে রাখার অভ্যাস আমার বহু পুরানো। জোর করেই বললাম, “ব্ল্যাক কেন্ডারা মনে তো হয় না কিছু নিতে দেবে। ”

“না বাস, জানা মরে গেছে, আমি জানি এখন ব্ল্যাক কেন্ডারা অন্য কোথাও চলে যাবে।”

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল ও, “বাস, আপনি যখন অন্ধকারের দেশে আসবেন তখন আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আমার নাম অন্ধকারের দিশারী। ক্যাপ্টেন মাভোভো দিয়েছিল।

বাস কাল রাতে আপনার বাবা ভালোবাসার ব্যাপারে বলেছিলেন, তখন বুঝিনি কিন্তু এখন ঠিকই বুঝতে পারছি। মানব-মানবীর ভালবাসা নিয়ে মাতামাতি করার খুব বেশি কিছু নাই। এখন বুঝতে পারছি ভালোবাসা জিনিসটা তার চেয়ে অনেক বড়। আপনার জন্য আমার যে অনুভূতি, এটাই বোধহয় ভালোবাসা।”

হাঙ্গটা মরে গেল। মুখে এক চিলতে হাসি।

অনেক চেষ্টা করেও আটকাতে পারলাম না। চোখের কোনাটা ভিজেই গেল।

২১... বাড়ির পথে...

এর পরের ঘটনা সম্পর্কে বলার আর খুব বেশি কিছু নেই। বলতেও ইচ্ছে করছে না। র‍্যা গনাল চাইলে পুরো ব্যাপারটা আরো ভালো করে লিখতে পারত। কিন্তু লিখেনি।

হান্স মারা যাওয়ার পর, কোন ব্যাপারেই আমার কোন আগ্রহ ছিল না। যেন যা হয় হোক আমার কিছু যায় আসা না, আমার হান্স আমার সাথে নাই কেন? ওকে কবর দেয়া হল মন্দিরের চত্বরে যেখানে ও জানাকে মেরেছিল। ওকে যখন কবরে নামানো হয় তখন মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার জীবনের একটা অংশ মাটিতে পুতে রাখছে, আমার খুব বলতে ইচ্ছে করল... পাঠকদের কাছে আর লুকাতে চাই না...বলতে ইচ্ছে করল, "হান্স, তুমি কই যাও? তোমার মত আরেকটা বন্ধু আমি আর কোথায় পাব?"

ব্ল্যাক কেন্ডাদের নিয়ে হান্সের ধারনাই ঠিক ছিল। ব্ল্যাক কেন্ডারা অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। জানাকে সেখানেই সমাহিত করা হল যেখানে ওকে মরেছিল হান্স। কারন এত বড় দেহটা টেনে সরানো যাচ্ছিল না। তাকে পোতা হল তার শিকারীর পায়ের কাছে। পরদিন সকালে জানার দেহটা ভালো করে দেখলাম। সারা গায়ে কয়েকটা বর্শার আঘাত আর হান্সের দুটো গুলির ক্ষত ছাড়া কিছুই পেলাম না।

আমি ওর দাঁত দুটো নিতে চেয়েছিলাম স্মৃতি হিসেবে রাখার জন্য কিন্তু হারুত বা হোয়াইট কেন্ডারা দিতে চাইল না।

এরপর একবার শুধু লুনার সাথে আমি আলাদা কথা বলার সুযোগ পেলাম।

ও বলল, "মি কোয়াটারমেইন, আপনার কি মনে আছে, বিয়ের আগে যখন আপনার সাথে আমার কথা হয় তখন আপনাকে আমি কি বলেছিলাম?"

"পুরোটা নেই।"

তারপর ও এটা সেটা বলে লেখার মত যে কথাটা বলল সেটা হল। "আপনি হয়তো হাসবেন, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় আপনার সাথে আমার কোন সম্পর্ক আছে। বাবা,ভাই বা যে কোন একটা সম্পর্ক।"

"কাজিনও হতে পারে।" আমি বললাম।

"হ্যা কাজিনও হতে পারে।" লুনা হেসে বলল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুকটা কেমন কেপে উঠল।

আমার মনের কথাটা যেন ও বুঝতে পারল, "ভয় পাবেন না মি কোয়াটারমেইন, ছেলে হারিয়ে আমি পাগল হয়ে যাইনি। মনে হয় আমার কাছ থেকে কেউ আমাকে কেড়ে নিয়েছিল। মনে হয় না আবারও কেড়ে নেবে।"

"না, অবশ্যই না।"

“আরেকটা কথা বলতে চাই মি কোয়াটারমেইন, এখানকার লোকজন আমাকে ওদের তামাক দিয়েছে। যেটা দিয়েছিল লন্ডনে র‍্যাগনাল ক্যাসলে। খুঁজে বের করেছি, ওই তামাকের আসল নাম তাদুকি। আবার একদিন আসবে যেদিন আমাদের দুজনকেই আবার এই তামাকের ধোয়া নিতে হবে।”

“না না। আমি এই এলাকার তামাক ছেড়ে দিয়েছি।”

“কিন্তু আপনাকে নিতেই হবে।”

“তোমাকে কে বলল? হারুত?”

“না। হয়তো আইভরি চাইল্ড নিজেই বলেছে। আমার কেন যেন মনে হয় আইভরি চাইল্ডের সাথে আমাদের আবার দেখা হবে।”

“থাক সেটা নিয়ে আমরা এখন মাথা না ঘামাই।”

এই মূলত কথা হয়েছিল দুজনের।

পরে আমরা হাতিদের গোরস্থানেও গিয়েছিলাম। পঞ্চাশটা উট ভর্তি করে আইভরি নেয়া হল।

সেখান থেকে দশ দিন পর একশো উটের ক্যারাভান নিয়ে আমরা রওনা হলাম। পঞ্চাশটাতে আইভরি আর বাকিগুলোতে আমরা আর আমাদের জিনিসপত্র। হারুতও ছিলা আমাদের সাথে।

কিন্তু আইভরির কপালে খারাপি ছিল। মরুভূমিতে হঠাত মরু ঝড় শুরু হল। অনেক কষ্টে আমরা প্রান বাঁচালাম। পঞ্চাশটা উটের মাত্র দশটা বাচান গেল।

র‍্যাগনাল অবশ্য আমাকে বাকি আইভরির দাম দিয়ে দিতে চাইল কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা বলার সাহস পেল না।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ মরুভূমি দিয়ে হাটতে হাটতে খানিকটা বিরক্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু আর কোন বিপদ হয়নি।

এক মাস পর আমরা লোহিত সাগরের একটা ছোট বন্দরে পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমি নাটালের পথ ধরলাম আর র‍্যগনালরা আলেকজান্দ্রিয়ার। এত দিন একসাথে থাকার পর বিদায় নেয়ার সময় খুব বেশি কথা বলতে পারলাম না।

তারপর আরো ঘটনা আছে যেগুলো আর বলতে ইচ্ছে করছে না। শুধু এটুকুই বলব, লুনা ঠিকই বলেছিল, সেটাই শেষ দেখা ছিল না। আবার দেখা হয়েছে আমাদের।

হারুতের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় ও বলল, ও মিশর যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম কেন, ও বলল, “নতুন দেবতার খোঁজে। হয়তো আবার দেখা হবে আপনার সাথে মাকুমাযন, তখন তার কথা বলব। ”

এতটুকুই মনে আছে আমার। কারন তখন আমার মন পড়ে ছিল হান্সের কাছে।

ওহ হান্স! বন্ধু আমার!

-সমাপ্ত-

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডঃ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড বৃটিশ লেখক। জন্ম ২২জুন ১৮৫৬ ইংল্যান্ডের নরফোকের ব্রাডেনহামে। তিনি স্যার উইলিয়াম রাইডার হ্যাগার্ড ও ইলা ডভটনের দশ ছেলেমেয়েদের অষ্টম। মা ইলা ডভটনও ছিলেন লেখিকা ও কবি।

১৮৭৫ সালে তার বাবা তাকে সাউথ আফ্রিকায় সেখানকার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের আসিস্টেন্ট হিসেবে পাঠান। সেখান থকে বদলি হয়ে, টান্সভালের কমিশনার স্যার থিওফিলাস শেপস্টোনের স্টাফ হিসেবে কাজ করেন। সেজন্য বৃটিশ আফ্রিকার বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সময় উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন।

১৮৮২ পর্যন্ত আফ্রিকাতেই ছিলেন। আফ্রিকাতে থাকের সময় মেরি এলিজাবেথ লিলি নামে একজনের প্রেমে পড়েন। ১৮৭৮ সালে ট্রান্সভালের হাইকোর্টে চাকরি হওয়ার পর তাকে বিয়েও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বাবা রাজি ছিলেন না বলে আর বিয়েটা হয়নি। তবে হেগার্ড যে সাচ্চা প্রেমিকের পরিচয় তিনি ভালোই দিয়েছিলেন। তার সৃষ্ট বিখ্যার চরিত্র অ্যালান কোয়াটারমেইনের প্রথম প্রেমের নাম মেরি। একই নামে তার বিখ্যাত একটা বইও আছে। শুধু এটুকুই না আরো ব্যাপার আছে, পড়ে বলব। ১৮৭৯ সালে মেরি ব্যাংকে কর্মরত এক সুপাত্রকে স্বামী হিসেবে গ্রহন করেন। ১৮৮০ সালে হ্যাগার্ডও লুসিয়া ম্যারগীটসনকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির তিন মেয়ে এঞ্জেলা, ডোরোথি, লিলিয়াস। লিলিয়াস পরে লেখিকা হন। বেশ বিখ্যাতও ছিলেন। জ্যাক নামে একটা ছেলেও ছিল হ্যাগার্ডের, দশ বছর বয়সে মারা যায়।

১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তিনি থাকতেন হ্যমারস্মিথের ৬৯ গাটারস্টোন রোডে। সেখানেই লেখেন তার বিখ্যাত উপন্যাস কিং সলমন'স মাইন। এর আগেও লিখেছিলেন কিন্তু পরপর কিং সলমন মাইন, অ্যালান কোয়াটারমেইন তাকে পাঠকের কাছে নিয়ে যায়।

তিনি যখন বিখ্যাত উপন্যাসিক, ততদিনে তার প্রথম প্রেমিকা মেরির স্বামী তাকে তেকে ছেড়ে আফ্রিকায় পালিয়ে গেছে। হ্যাগার্ড প্রেমিকার আর তার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, থাকা খয়ার দায়িত্ব নেন। ১৯০৯ সালে মেরির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হ্যাগার্ড তাকে সবরকম সাহা য্য সহযোগিতা করেন। ১৯৮১ সালে সিডনী হিগিনস হ্যাগার্ডের জীবনী প্রকাশ করার আগে পর্যন্ত এই ঘটনা আড়ালেই ছিল।

১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডে ফেরার পর মূলত আনুষ্ঠানিক লেখালেখি শুরু করেন। মাত্র ১০% রয়ালটি নিয়ে কিং সলোমন'স মাইন প্রকাশ করেন। খুব তাড়াতাড়ি লেখেন সেটার সিকুয়াল অ্যা লান কোয়াটারমেইন। তারপর সী, রিটার্ন অফ সী, এরিক ব্রাইটিজ, নাডা দ্য লিলি, ডটার অফ মন্টেজুমা, পার্ল মেইডেন, পিপল অব দ্য মিস্ট, দি আইভরি চাইল্ড, অ্যাঙ্গিয়েন্ট অ্যালান, ডন তাকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে যায়। তার লেখা 'সী' সর্বকালের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বইগুলোর একটা। ১৯৬৫ পর্যন্ত এর ৮ কোটি ৩০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়।

১৯২৫ সালের ১৪ মে মারা যান। তার দেহ ডাচিংহাম চার্চে সমাহিত আছে।